(সামাজিক উপন্যাস)

াহিত, পরাজয়, পরাধীন প্রভৃতি প্রণেতা

য়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বিদ্যাভূষণ

প্রণীত

প্রকাশক

গৃহস্থ পাবলিসিং হাউ

মিডিল রোড, ইটালী, কলিকাতা।

মাঘ, ১৩২৫

মূল্য টাকা।

প্রকাশক

শ্রীরামরাখাল ঘোষ

স্বত্বাধিকারী

গৃহস্থ পাব্‌লিসিং হাউস

২৪ নং মিডিল রোড, ইটালী, কলিকাতা।

প্রিণ্টার

শ্রীক্ষেত্রনাথ বসু

ইণ্ডিয়া প্রেস

২৪ নং মিডিল রোড, ইটালী, কলিকাতা।

উপহার

প্রথম পরিচ্ছেদ

পুকুর-ঘাটে

আষাঢ়ের রৌদ্রোজ্জ্বল অপরাহ্ণে দুইটী বালিকা কলসী কক্ষে জল আনিতে যাইতেছিল। তাহাদের একটীর বয়স পনর, অপরার বয়স তের। যেটী বড়, তাহার গায়ে দুই এক খানি গহনা ছিল, সিঁথায় সিন্দুর ছিল, কালাপেড়ে শাড়ীর আঁচলে কবরী পর্য্যন্ত আবৃত ছিল। ছোটটীর মাথায় কাপড় বা সিঁন্দুর ছিল না, শুধু দুই হাতে কাঁচের চূড়ী ছিল। পরিধানের বস্ত্রখানাও তেমন মূল্যবান্ বা পরিষ্কৃত ছিল না। গল্প ও হাস্য রোলে পল্লীপথ মুখরিত করিতে করিতে উভয়ে রায় পুকুরের দিকে চলিয়াছিল। আষাঢ় মাস হইলেও আকাশে মেঘ ছিল না, অপরাহ্ণের শেষ জ্যোতিতে আকাশের নীলিমা যেন খুব গাঢ় হইয়া উঠিয়াছিল।

গল্প করিতে করিতে উভয়ে ক্রমে পুকুরঘাটে উপস্থিত হইল। কিন্তু ঘাটের প্রথম সোপানে পদার্পণ করিয়াই অগ্রগামিনী জ্যেষ্ঠা তাড়াতাড়ি মাথার আঁচলটা কপাল পর্য্যন্ত টানিয়া দিল। তদ্দর্শনে পশ্চাদ্বর্ত্তিনী কনিষ্ঠা মুখ বাড়াইয়া ঘাটের শেষ চাতাল পর্য্যন্ত দেখিয়া লইল; তার

পা জ্যেষ্ঠার মুখের দিকে চাহিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। জ্যেষ্ঠা ভ্রূকুটী করিয়া দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া তাহার দিকে চাহিল। কিন্তু সে তিরস্কারপূর্ণ দৃষ্টিতে কনিষ্ঠা একটুও ভীত হইল না, সে হাসিয়া যেন লুটাইয়া পড়িতে লাগিল। তাহার এই হাসিতে জ্যেষ্ঠা এমনই সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িল যে, সে কোথায় লুকাইবে তাহা ভাবিয়া পাইল না।

ঘাটের সব নীচের চাতালে বসিয়া যে একটী যুবক ছিপ ফেলিতেছিল, সেও বড় কম লজ্জিত বা কম সন্ত্রস্ত হইল না। সে তাড়াতাড়ি ছিপটা গুটাইয়া লইল, এবং কোঁচার কাপড়টা কোমরে জড়াইয়া ত্রস্ত পদে সোপান কয়টা অতিক্রমপূর্ব্বক পাশ কাটাইয়া নিতান্ত অপরাধীর ন্যায় পলাইয়া গেল।

যুবক চলিয়া গেলে জ্যেষ্ঠা কনিষ্ঠাকে লক্ষ্য করিয়া সরোষকণ্ঠে বলিল, "তোর রকম কি লা কুমী?"

কুমী হাসিতে হাসিতে উত্তর করিল, "তোমারই বা রকমটা কি কিরণ দি?"

"আমার আবার রকমটা কি দেখলি তুই?"

"কিই বা না দেখলাম? কোথাও কিছু নাই, মাথায় এক হাত ঘোমটা টেনে দিলে কেন বল দেখি?"

"ঘোমটা আবার টানলাম কোথায় লা পোড়ার মুখি, একজন অচেনা পুরুষ ঘাটে রয়েছে, মাথায় কাপড় দেব না?"

কুমী পুনর্ব্বার হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। এবার হাসির বেগটা এত প্রবল হইল যে, সে কলসীটা আর কাঁখে রাখিতে পারিল না; চাতালের উপর সেটাকে ঠক করিয়া বসাইয়া দিল, এবং কলসীটার উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া এমনই জোরে হাসিতে লাগিল যে, হাসির

চোটে তাহার মুখখানা ঘোর লাল হইয়া উঠিল, এবং খানিক পরে তাহার হাসি প্রবল কাশিতে পরিণত হইল। কিরণ রাগে চোখ দুইটা কপালে তুলিয়া তর্জ্জন করিয়া বলিল, "দেখ্ কুমী, তোর সঙ্গে যদি আর কখন আসি, তবে আমাকে অতি বড় দিব্যি রইলো। মাগো মা, পুকুর ঘাটে এত হাসি! লোকে বলবে কি?"

কুমী কিন্তু তাহার রাগে আদৌ ভ্রূক্ষেপ করিল না; সে খুব খানিকটা হাসিয়া কাশিয়া কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইল, এবং কিরণের মুখের দিকে চাহিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, "বাপ, নাড়ী ছিঁড়ে গেল। আমারও দিব্যি রইল কিরণ দি, যদি তোমার সঙ্গে আর ঘাটে আসি।"

কিরণ রাগিয়া বলিল, "আচ্ছা তোর এত হাসি কেন বল্ দেখি?"

কুমী বলিল, "তোমার কথায়। আচ্ছা, কে তোমার অচেনা লোকটা বল তো?"

কিরণ বলিল, "তোর মাথা। কে ব'সেছিল?"

কুমী পুনরায় খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। কিরণ বলিল, "তোর পায়ে পড়ি কুমী, রক্ষে কর্। নয় তো বল্ আমি চলে যাই।"

কুমী হাসিটা চাপিয়া বলিল, "রাগ কর কেন কিরণ দি, তিনদিন শ্বশুরবাড়ী ঘুরে এসে সব ভুলে গেছ তা কি ক'রে জানব বল।"

ক্রুদ্ধস্বরে কিরণ বলিল, "কি আবার আমি ভুলে গেলাম?"

কুমী বলিল, "সব। তা নৈলে উপীনদাকে তুমি অচেনা লোক বল, তাকে দেখে মাথায় কাপড় দাও।"

সপ্রতিভ ভাবে কিরণ বলিল, "ও কি উপীনদা?"

সহাস্যে কুমী বলিল, "না, ও পাড়ার বিশু মোড়ল।"

এবার কিরণেরও হাসি আসিল। সে তর্জ্জনী দ্বারা চিবুক স্পর্শ

করিয়া সহাস্যে বলিল, "বলিস্ কিলো, উপীনদা? আমি বলি কে একটা ছোঁড়া। উপীনদার অমন চেহারা হ'য়েছে?"

"কি আর এমন হ'য়েছে? একটু মোটা হ'য়েছে বৈ তো না।"

"রংটাও যেন অনেক ফরসা হ'য়েছে।"

"সে কলকাতায় কলের জল আর বালাম চাল খেলেই হয়।"

ব্যঙ্গের স্বরে কিরণ বলিল, "তা হ'লে তুইও দিন কতক কলের জল বালাম চাল খেয়ে আয়।"

ভ্রূভঙ্গী করিয়া কুমী বলিল, "কেন গা, আমার রং ময়লা নাকি?"

"ফরসাও নয়।"

"কিন্তু তোমার চেয়ে ফরসা।"

"উপীনদার মত নয় তো?"

"কাজ নাই আমার উপীনদার মত হ'য়ে। শেষটায় আমাকে দেখেও কি তুমি মাথায় কাপড় দেবে।"

উভয়েই হাসিয়া উঠিল, এবং হাসিতে হাসিতে ঘাটে নামিল। ঘাটের শেষ ধাপে গিয়া কলসী নামাইয়া রাখিল, এবং সোপানের উপর বসিয়া পা দুইটা জলমগ্ন সোপানের উপর রাখিয়া গল্প করিতে লাগিল।

কিরণ জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁলা কুমী, উপীনদার বিয়ে হ'য়েছে?"

সোপানে পায়ের তলা ঘষিতে ঘষিতে কুমী উত্তর দিল, "না।"

"ওমা, এখনো বিয়ে হয়নি?"

"কেন, বিয়ের বয়স উৎরে গিয়েছে নাকি?"

"উৎরে যায় নি, তবে বড়লোকের ছেলে।"

"বড় লোকের ছেলে হ'লেই বুঝি সকাল সকাল বিয়ে কত্তে হয়? কত লেখাপড়া শিখেছে জানিস্, যতগুলো পাশ আছে, ও তার সব-

গুলো দিয়ে ফেলেছে। ওর মত লেখাপড়া জানা লোক পিথিমিতে নাই।"

মুখভঙ্গী করিয়া কিরণ বলিল, "তোকে ব'লেছে নাকি?"

ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে কুমী বলিল, "বলে না বৈকি। রাখাল দা বলছিল, ও রকম বিদ্বান্ এ তল্লাটে নাই।"

কিরণ ভিজা আঁচলের খুঁট আঙ্গুলে জড়াইয়া বাঁ হাঁতের কব্জাটা ঘষিতে ঘষিতে বলিল, "তা এত বড় বিদ্বান্, এত পয়সা, বিয়ে করে নি কেন?"

কুমী গম্ভীরস্বরে বলিল, "করবে না কেন, যে দিন মনে করবে সেই দিনেই সাতশো বিয়ে ক'রে ফেলতে পারে।"

হাসিতে হাসিতে কিরণ বলিল, "মোটে সাতশো?"

কুমী মাথাটা দোলাইয়া বলিল, "কথার কথা বলছি। এত দিন তো পড়া নিয়েই ব্যাস্ত ছিল। পড়া শেষ ক'রে এই মাস কতক দেশে এসে ব'সেছে বৈ তো না। তাও কি এসে নিশ্চিন্তি ব'সে আছে।"

"মাটী কোপাচ্ছে নাকি?"

"মাটী কোপান তো সোজা কাজ। গাঁয়ের রাস্তা ঘাট, ইস্কুল, ডাক্তার খানা এই নিয়ে দিন রাত ঘুরে বেড়াচ্চে। ঐ যে সেদিন ছোট ছোট মেয়েরা পড়তে যাচ্ছিল দেখলি, সে মেয়ে স্কুল ঐ তো বসিয়েছে। তার তরে শুনছি, মেম মাষ্টার আসবে।"

"সত্যি নাকি, তা হ'লে তুই দিন কতক ইস্কুলে যাস্। মেম সাজাটা শিখে নিবি।"

"আমার শিখবার দরকার নাই। তোর বর তো সাহেব সেজে বেড়ায়, তোরই মেম সাজা শেখা দরকার।"

"আমার দরকার হয়, ঘরে মাষ্টার আছে। তোর তো তা নাই।"

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কুমী জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা ভাই, মেয়ে মানুষ কি ক'রে মাষ্টারী করে?"

কিরণ বলিল, "তারা মেয়ে মানুষ নাকি?"

"তবে কি?"

"বেউশ্যে।"

"দূর!"

"দূর বৈকিং, আমি শুনেছি।"

"বরের কাছে বুঝি?"

"বর ছাড়া আর বলবার লোক নাই? আর সে-ই যদি বলে, তাতেই বা এমন দোষ কি।"

"দোষ আর কি" বলিয়া কুমী জলে নামিল। কিরণও তাহার পশ্চাৎ অবতরণ করিল।

গা ধোয়া শেষ করিয়া কলসীতে জল লইয়া ঘরে ফিরিতে ফিরিতে মৃদুস্বরে কিরণ জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁলা কুমী, তোর সঙ্গে না উপীনদার বিয়ের কথা হ'য়েছিল?"

কুমী লজ্জাজড়িত কণ্ঠে বলিল, "হাঁ তোকে ব'লেছে!"

কিরণ বলিল, "ব'লেছেই তো, আমি বুঝি কিছু শুনি নাই?"

তর্জ্জন করিয়া কুমী বলিল, "শুনেছিস্ তো শুনেছিস্। এখন বেলা যায়, ঘরে চল্।"

কুমী গতিটাকে একটু দ্রুত করিল। কিরণ মৃদু হাসিয়া বলিল, "ঘরে তো যাচ্চি। মাইরি, বল্না ভাই, কি হ'লো তার?"

কুমী যেন একটু রাগতভাবে বলিল, "হ'লো তোমার মাথা মুণ্ডু। তুমিও যেমন পাগল কিরণ দি, ওঁরা হ'লো বড়লোক, জমিদার।"

কিরণ বলিল, "আর তোরা গরীব। তা বড়লোকে কি গরীবের মেয়েকে বিয়ে করে না ?"

কুমী রাগিয়া ভ্রূকুটী করিয়া বলিল, "হাঁ কুরে, তোকে বিয়ে করবে।"

কিরণ হাসিয়া বলিল, "আমার যে হ'য়ে গিয়েছে। এখন তোর পালা, তোকেই বিয়ে করবে।"

কুমী আর কোন উত্তর দিল না; সে মাথা গুঁজিয়া দ্রুতপদে পথ অতিবাহন করিয়া চলিল। অস্তমান সূর্য্যের লাল আভা আসিয়া তাহার লজ্জা-রক্তিম মুখখানাকে সিন্দুররাগে রঞ্জিত করিয়া দিল। কিরণ অগ্রসর হইল, কুমুদ পাশের একখানা খড়ো বাড়ীতে প্রবেশ করিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মা ও মেয়ে

কলসীটা দাবার উপর রাখিয়া কুমুদ উঠানে দাঁড়াইয়া ভিজা কাপড়ের আঁচলটা নিঙড়াইতেছিল, মাতা আনন্দময়ী ঘরের ভিতর হইতে রুক্ষস্বরে ডাকিলেন, "কুমী!"

কুমুদ কোন উত্তর দিল না, ভিজা আঁচল দিয়া মুখ মুছিতে লাগিল। আনন্দময়ী আরও একটু রুষ্ট আরও একটু উচ্চ কণ্ঠে ডাকিলেন, "কুমী, ও হতভাগী!"

কুমুদ মুখ না ফিরাইয়াই গম্ভীরভাবে উত্তর দিল, "কেন?"

"এতক্ষণ ছিলি কোথায়?"

"চুলোয়।"

"চুলোয় গিয়েছিলি, তা আবার ফিরে এলি যে?"

"সেখানে থাকবার জায়গা হ'লো না।"

"এত লোকের জায়গা হয়, আর তোর জায়গা হ'লো না!"

এবার ঘরের দিকে মুখ ফিরাইয়া কুমুদ রোষগম্ভীরস্বরে উত্তর করিল, "জায়গা হ'লে তোমার ঝাঁটা খাবার জন্য ফিরে আসতাম না।"

আনন্দময়ী ঘরের বাহিরে আসিয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন, "তবে লা পোড়ারমুখি, আমার মুখে মুখে সমান উত্তর! ঝাঁটায় মুখ ভেঙ্গে দেব তা জানিস্।"

কুমুদ নিরুত্তরে আলনা হইতে কাপড় লইয়া ভিজা কাপড় ছাড়িল, এবং ভিজা কাপড়খানা নিংড়াইয়া শুকাইতে দিল। আনন্দময়ী বলিতে

লাগিলেন, "জল আনতে গিয়েছিলি কখন্, আর ফিরে এলি কখন্! পুকুর ঘাটে হচ্ছিল কি?"

চোখ নাচাইয়া মুখ ঘুরাইয়া কুমুদ বলিল, "ফলার।"

"হতভাগী!" বলিয়া আনন্দময়ী রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে আসিয়া কন্যার পিঠে চড় বসাইয়া দিলেন। চড় খাইয়া কুমুদ ক্রোধরক্ত দৃষ্টি তুলিয়া একবার মায়ের মুখের দিকে চাহিল; তারপর দ্রুত পদক্ষেপে ঘরে ঢুকিয়া প্রদীপ লইয়া সন্ধ্যার উদ্যোগ করিতে লাগিল। আনন্দময়ী খিড়কী পুকুরে কাপড় কাচিতে গেলেন।

কুমুদ প্রদীপ জ্বালিয়া তুলসী তলায় সদর দরজায় সন্ধ্যা দেখাইল, পরে ঘরের ভিতর প্রদীপ রাখিয়া, দরজায় জলের ছড়া দিয়া শাঁখ বাজাইল। তারপর দাবার উপর আসিয়া বসিল। কিন্তু ক্ষণপরেই ধড় মড় করিয়া উঠিয়া ঘরে গিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল।

আনন্দময়ী গা ধুইয়া আসিয়া কাপড় ছাড়িলেন, এবং হরিনামের মালা লইয়া অন্ধকার দাবার উপর বসিলেন। অন্যদিন অপেক্ষা সেদিন মালাটা খুব দ্রুত ঘুরিতে লাগিল।

খানিক পরে জপ শেষ হইলে তিনি মালাটা তুলিয়া রাখিয়া ডাকিলেন, "কুমী!"

কোন উত্তর না পাইয়া আবার ডাকিলেন, "কুমী, ওলো কুমী!"

কুমুদ ধরা গলায় উত্তর দিল "কি?"

"এমন সময় শুয়েছিস্ যে?"

"কি করবো?"

"আলো নিয়ে আয়।"

"কেন?"

"খেতে হবে না ?"

"না।"

আনন্দময়ী ঘরে ঢুকিয়া বিছানার দিকে চাহিয়া কিছুক্ষণ গুম হইয়া রহিলেন ; তারপর গম্ভীরস্বরে ডাকিলেন, "উঠে আয়।"

বালিশে মুখ গুঁজিয়া কুমুদ উত্তর করিল, "না।"

"খাবি না ?"

"না।"

"ফলার খেয়ে পেট ভরে গেছে বুঝি ?"

কুমুদ ত্রস্তভাবে মায়ের দিকে মুখ ফিরাইয়া তীব্রকণ্ঠে উত্তর করিল, "ফলার খেয়ে নয়, তোমার ঝাঁটা খেয়ে।"

মা কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া রহিলেন ; তারপর ধীর গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "ঝাঁটা তো তোকে মারি না, তোর আক্কেলকে মারি।"

কুমুদ সহসা ধড় মড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং বাহির হইতে ঝাঁটাটা আনিয়া মায়ের সম্মুখে উপুড় হইয়া পড়িয়া অভিমানক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলিল, "এবার আমাকেই ঝাঁটা মার, মারতে হবে তোমাকে। যদি না মার তবে তোমাকে—"

উচ্ছ্বসিত অভিমানে কুমুদের কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। মাতা স্থির দৃষ্টিতে কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া বিস্ময়পূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন, "অবাক্ করলি কুমী, আমি তোকে ঝাঁটা মারবো!"

চোখ কপালে তুলিয়া উত্তেজিত স্বরে কুমুদ বলিল, "কেন মারবে না ? মারবারই আর বাকা রেখেছ কি! তুমি তো আজ কাল ঝাঁটা লাথি ছাড়া কথাই কও না। আজ যদি বাবা থাকতো তা হ'লে কি তুমি আমাকে—"

কুমুদ কথা শেষ করিতে পারিল না; স্নেহময় পিতার স্মৃতিতে রুদ্ধ অভিমানের স্রোত উচ্ছ্বসিত হইয়া কণ্ঠ রোধ করিল; সে মুখে কাপড় দিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিয়া উঠিল। মাতার চক্ষুও তখন শুষ্ক ছিল না; তিনি জলভরা চোখ দুইটা কন্যার মুখের উপর নিবদ্ধ করিয়া কন্যার হাত ধরিয়া তুলিতে তুলিতে স্নেহসজল কণ্ঠে বলিলেন, "ছি কুমু, মায়ের উপর এত অভিমান করে? জানিস্ তো আমার একে জ্বালার শরীর।"

মুখ হইতে কাপড় সরাইয়া কুমুদ ফুলিতে ফুলিতে বলিল, "জ্বালা তোমার একার, আমার কি কোন জ্বালা নাই। যে আমার বাবার মত বাবাকে হারিয়েছে, তার বুকে কি জ্বালা তা তুমি কি বুঝবে।"

কুমুদ পুনরায় চোখে আঁচল চাপা দিল; চোখের জলে আঁচল ভিজিয়া গেল। আনন্দময়ী তখন বাঁ হাতটা কন্যার মাথার উপর রাখিয়া, ডান হাতে নিজের আঁচল দিয়া তাহার চোখ মুছাইতে লাগিলেন; কন্যার অশ্রু মুছাইতে গিয়া তাঁহার নিজের চক্ষু দিয়া শ্রাবণের ধারা গড়াইতে লাগিল।

কতক্ষণ পরে মাতা ও কন্যা উভয়েই প্রকৃতিস্থ হইলেন। মা মেঝের উপর পা ছড়াইয়া বসিলেন, কন্যা পাশে বসিল। বসিয়া বসিয়া মাতা সহসা ডাকিলেন, "কুমু!"

কুমুদ উত্তর দিল, "মা!"

একটু স্নিগ্ধ হাসি হাসিয়া আনন্দময়ী বলিলেন, "আমি তোর বড় নিষ্ঠুর মা, না কুমু?"

মায়ের কোলে মুখ লুকাইয়া কুমুদ শুধু ডাকিল, "মা!"

আনন্দময়ী স্নেহকোমল হাতখানি কন্যার মাথায় বুলাইতে বুলাইতে

স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "জানিস্ তো মা, একটা কথা হ'য়ে আছে। কর্ত্তা যদি থাকতেন, তা হ'লে কি আজও তোকে এই ভাঙ্গা ঘরে পড়ে থাকতে হয়। শুনতে পাই, তিনি নাকি মরবার সময় উপীনকেও ব'লে গেছেন। তা তোর কি এখন পথে ঘাটে থাকা ভাল দেখায়?"

কুমুদ ঈষৎ বিরক্তিসূচক স্বরে বলিল, "ঘরে দরজা বন্ধ ক'রে বসে থাকব নাকি।"

মাতা বলিলেন, "তাই কি বলছি, তবে একটু সামলে চলা ফেরা কত্তে হবে। আমার তো বিশ্বাস হয় না; যদি তেমনই কপাল হ'তো তা হ'লে দু'জনেই চলে যাবেন কেন?"

কুমুদ মায়ের কোল হইতে মাথা তুলিয়া বলিল, "ভাত দেবে চল মা, বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে।"

আনন্দময়ী বলিলেন, "যাই। কিন্তু ভাবছি, উপীন কি বাপের কথা রাখবে না?"

কুমুদ উঠিয়া মায়ের হাত টানিতে টানিতে বলিল, "তুমি আমাকে ভাত দেবে কি না তাই বল।"

আনন্দময়ী একটা ক্ষুদ্র নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কুমুদ প্রদীপ বাহির করিয়া আনিল। আনন্দময়ী তাহার হাত হইতে প্রদীপ লইয়া রান্নাঘরের দিকে অগ্রসর হইলেন। এমন সময় বাহিরের দরজা ঠেলিয়া কে ডাকিল, "খুড়ীমা, খুড়ীমা!"

আনন্দময়ী পশ্চাতে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "কেরে, রাখাল নাকি।"

উত্তর আসিল, "হাঁ, দরজাটা খোলো।"

আনন্দময়ী গিয়া দরজা খুলিলেন। রাখাল বাড়ী ঢুকিয়া উদ্বেগপূর্ণ স্বরে বলিল, "বড় বিপদ্ খুড়ীমা, বৌটা বুঝি বাঁচে না।"

শঙ্কিত কণ্ঠে আনন্দময়ী বলিলেন, "সে কি রে ?"

রাখাল বলিল, "ছেলেটাকে ফেলে ডাক্তার ডাকতে পর্য্যন্ত যেতে পাচ্চি না। একবার যে হয় এসো খুড়ীমা।"

আনন্দময়ী বলিলেন, "আচ্ছা, যাচ্চি চল্।"

কুমুদ অগ্রসর হইয়া বলিল, "তুমি ততক্ষণ ঘরে চাবী দিয়ে এস মা, আমি আগিয়ে যাই।"

রাখালের অপেক্ষা না করিয়াই কুমুদ বাটীর বাহির হইয়া পড়িল রাখাল তাহার অনুসরণ করিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

প্রভু-ভৃত্য

খড়ো বাড়ী হইলেও বাড়ীখানার বেশ সৌষ্ঠব ছিল। মাটীর পাঁচীল-ঘেরা বাড়ী, পাঁচীলের বাহিরে একখানি ক্ষুদ্র চণ্ডীমণ্ডপ। চালে খড়ের অভাব হইলেও দেওয়ালে এবং চালের কাঠামোর ভিতর যে সকল কারুকার্য্য ছিল তাহা এখনও নষ্ট হয় নাই। বাড়ীর ভিতরকার অধিকাংশ ঘরই ভগ্নপ্রায় হইয়াছিল; ভগ্নপ্রায় হইলেও বাড়ীখানা এমন একটা গৌরবে মণ্ডিত ছিল যে, এখনও লোকে এই ভাঙ্গা বাড়ীখানাকে সম্ভ্রমের দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিত, এবং কতদিন যে তাহাদিগকে এই ভাঙ্গা খড়ো বাড়ীখানার সম্মুখে খুব বিনীতভাবেই আসিয়া দাঁড়াইতে হইয়াছে, তাহাই স্মরণ করিয়া তাহারা এখনও বাড়ীখানার প্রতি সম্মান প্রদর্শনে ত্রুটি করিত না।

বাড়ীখানার মালিক ছিলেন গ্রামের জমিদার ত্রিলোচন মিত্রের দেওয়ান চন্দ্রনাথ বসু। লোকে তাঁহাকে দেওয়ান বাবু বলিয়াই ডাকিত। দেওয়ান বাবু যখন ত্রিলোচন বাবুর জমিদারীর দেওয়ানী পদে অধিষ্ঠিত হন, তখন জমিদারীর আয় বার্ষিক ত্রিশ হাজার টাকা মাত্র ছিল। কিন্তু তাঁহার কর্ম্মের শেষ অবস্থায় উহা আশী হাজারে উঠিয়াছিল। অথচ প্রজারা বলিত, আমরা রামরাজত্বে বাস করিতেছি।

চন্দ্রনাথের উপর জমিদারীর ভার অর্পণ করিয়া ত্রিলোচন বাবু এতটা নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন যে, তিনি যে জমিদার, এ কথাটাও যেন অনেক সময়ে ভুলিয়া যাইতেন। স্ত্রীবিয়োগের পর হইতে তিনি আপনার ধর্ম্মকর্ম্ম

লইয়াই ব্যস্ত থাকিতেন, একটা পয়সার দরকার হইলে চন্দ্রনাথের নিকট হাত পাতিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। দৈবাৎ কখন চন্দ্রনাথ তাঁহার সহিত জমিদারী সংক্রান্ত কোন বিষয়ের পরামর্শ করিতে গেলে ত্রিলোচন বাবু কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিয়া বলিতেন, "দেখ চন্দর, আমাকে যদি জ্বালাতন করবে, তা হ'লে তোমার দেওয়ানী ঘুচিয়ে দেব।"

চন্দ্রনাথও হাসিয়া উত্তর করিতেন, "তা হ'লে আমিও বাঁচি। এমনতর দেওয়ানী করার চেয়ে মজুর খেটে খাওয়া ভাল।"

ত্রিলোচন বাবু বলিতেন, "আমার সর্ব্বস্ব হাত ক'রে, আমাকে দিব্যি একটা কলের পুতুল বানিয়ে এখন মজুর খেটে খেতে যাবে বৈকি। নিমকহারাম আর কাকে বলে। থাম, দিন কতক যেতে দাও, দেহটা একটু সেরে উঠলেই তোমার কর্ত্তৃত্ব বার কচ্চি, আমি নিজের হাতে সব ভার নেব।"

কিন্তু সমগ্র জীবনকালের মধ্যে ত্রিলোচন বাবুর শরীর আর সারিয়া উঠিল না, এবং নিজের হাতে বিষয়ের ভারও লওয়া হইল না। চন্দ্রনাথের কর্ত্তৃত্বাধীনে থাকিয়াই জমিদারীর আয়ের অঙ্কটা দিন দিন বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। কিন্তু যিনি এত বড় জমিদারীর সর্ব্বেসর্ব্বা, তাঁহার অবস্থার কিছুমাত্র উন্নতি দেখা গেল না, তিনি মেটে ঘরের চালে বৎসরের পর বৎসর খড় দিয়া তাহার ভিতর স্বচ্ছন্দচিত্তে বাস করিতে লাগিলেন।

চন্দ্রনাথের ব্যবহারে অনেকে সন্তুষ্ট থাকিলেও দুই একজনও যে ইহাতে অসন্তুষ্ট ছিল না এমন কথা বলা যায় না। সংসারের যে সকল বুদ্ধিমান্ লোক সদাশয়তা ও সাধুতার মধ্যেও মতলব নামক একটা পদার্থের অস্তিত্ব অনুসন্ধান করে, সেইরূপ কোন কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি

চন্দ্রনাথের এই সরল ব্যবহারের অন্তরালে একটা প্রকাণ্ড কপটতাকে আত্মগোপন করিয়া থাকিতে দেখিয়া ভীত হইয়া পড়িয়াছিল, এবং আপনাদের এই ভীতিটুকু কথাচ্ছলে ত্রিলোচন বাবুকে জ্ঞাত করাইয়া তাঁহাকে সাবধান করিতেও ছাড়ে নাই। ত্রিলোচন বাবু এই সকল হিতৈষীকে আশ্বাস দিয়া বলিয়াছিলেন, "থাম না, আমিও সব বুঝি, শরীরটা একটু সারলেই ও কেমন চন্দর ঘোস, আর আমি কেমন লোচন মিত্তির তা বুঝে নিচ্চি।"

শুধু তাহাদিগকে নয়, চন্দ্রনাথকেও কয়েকবার ধমক দিয়া বলিয়াছিলেন "দেখ চন্দর, আমার সর্ব্বস্ব লুটে নিয়ে পুঁজি কচ্চো, আর মাটীর ঘরে বাস ক'রে আমাকে বোকা বোঝাচ্চ। কিন্তু আমি সব বুঝি হে সব বুঝি। আর চক্ষুলজ্জা কেন, ইট পোড়াও না।"

চন্দ্রনাথ সবিনয়ে উত্তর করিয়াছিলেন, "পঞ্চাশটী টাকায় পেটে খাব, না ইট পোড়াব।"

ত্রিলোচন বাবু বলিয়াছিলেন, "পঞ্চাশ টাকা তো লোক দেখান মাত্র। উপরি পাওনাগুলো বুঝি কিছুই নয়। ওহে, আমারও চর আছে, আমিও সব খবর পাই।"

একথায় চন্দ্রনাথ শুধু মৃদু মৃদু হাস্য করিয়াছিলেন মাত্র। ত্রিলোচন বাবু সেই মাস হইতে চন্দ্রনাথের বেতন একশত টাকা করিয়া দিলেন।

কিন্তু তাহাতেও চন্দ্রনাথ ইট পোড়াইলেন না, শুধু পৈতৃক চণ্ডীমণ্ডপখানা ভাঙ্গিয়া নূতন খড়ো চণ্ডীমণ্ডপ তৈরী করাইলেন, এবং নূতন চণ্ডীমণ্ডপে জগদ্ধাত্রী পূজা আরম্ভ করিলেন। ত্রিলোচন বাবু তখন নিজ খরচে দেওয়ানের পাকা বাড়ী করিয়া দিতে চাহিলেন। কিন্তু চন্দ্রনাথ আপত্তি করিয়া বলিলেন, "এ বছরে তা কিছুতেই হ'তে পারে

না। চারদিকে অজন্মা, দুই তিনটা মহালের খাজনা মকুব কত্তে হ'য়েছে। লাটের কিস্তী সময়মত দিতে পারলে হয়। এ বছর আমি একটা পয়সা বাজে খরচে দিতে পারব না।"

ত্রিলোচন বাবু রাগিয়া বলিয়াছিলেন, "তুমি কেহে, আমার বিষয়, আমি দু'হাতে উড়িয়ে দেব, তোমার তাতে কি।"

চন্দ্রনাথও রাগিয়া উত্তর করিয়াছিলেন, "সে আমি থাকতে হবে না। আমাকে জবাব দিয়ে তারপর আপনি বিষয় নিয়ে যা ইচ্ছা তাই কত্তে পারেন।"

ত্রিলোচন বাবু মুখে রাগ প্রকাশ করিয়া চন্দ্রনাথকে বেশ দুই কথা শুনাইয়া দিলেন বটে, কিন্তু অন্তরে অন্তর্য্যামী দেবতাকে ডাকিয়া বলিলেন, "হে দেবতা, তোমার সৃষ্টি-ছাড়া এই নির্ব্বোধ মানুষটার পুরস্কার সৃষ্টির অতীত কোন্ জিনিষ দিয়ে দিতে হয় তা'যে আমি জানি না প্রভু!"

কিন্তু পুরস্কার দিবার সুযোগ ত্রিলোচন বাবু আর পাইলেন না। অজন্মা উপর্য্যুপরি তিন বৎসর চলিল। শেষ বৎসরে দেশে একটা ছোট খাট দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল। খাজনা আদায় দূরের কথা, স্থানে স্থানে অন্নসত্র স্থাপন করিয়া প্রজাদিগকে অন্ন যোগাইতে হইল। তারপর লাটের কিস্তীর সময় উপস্থিত হইলে জমিদার ও দেওয়ান উভয়েই অন্ধকার দেখিলেন। কিছু ঋণ করিয়া, ঘরের অলঙ্কারপত্র বেচিয়াও সব টাকার সঙ্কুলান হইল না। তখনও আট হাজার টাকার দরকার। ত্রিলোচন বাবু কাঁদিয়া বলিলেন, "কি হবে চন্দর?"

চন্দ্রনাথ তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "ভয় কি।"

চন্দ্রনাথ স্ত্রীর সমস্ত অলঙ্কার বিক্রয় করিলেন, একমাত্র কন্যা কুমুদিনীর হাতের বালা, কাণের মাকড়ী পর্য্যন্ত খুলিয়া লইলেন: পৈতৃক

নিষ্কর পঞ্চাশ বিঘা জমি বেচিয়া ফেলিলেন। এইরূপে আট হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়া প্রভুর সম্মুখে ধরিলেন। ত্রিলোচন বাবু আনন্দাতিশয্যে কাঁদিয়া ফেলিলেন; কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "কত ঋণে আমাকে জড়ালে চন্দর, এত ঋণ আমি কেমন ক'রে শুধবো?"

চন্দ্রনাথ সজলনেত্রে উত্তর করিলেন, "এতো আমার ঋণ দেওয়া নয় প্রভু, ভৃত্যের কর্ত্তব্য পালন মাত্র।"

ত্রিলোচনবাবু দুই হাত দিয়া চন্দ্রনাথকে জড়াইয়া ধরিলেন। চন্দ্রনাথ কষ্টে তাঁহার দৃঢ় আলিঙ্গনপাশ হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া লইয়া প্রভুর পদধূলি গ্রহণ করিলেন।

পরবৎসর দেবতা সদয় হইলেন, দেশে প্রচুর শস্য জন্মিল। এক বৎসরে দুই বৎসরের খাজানা আদায় হইতে লাগিল। ত্রিলোচন বাবুর শূন্য কোষ আবার পূর্ণ হইল। কিন্তু আর এক দিকে এমন একটা সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইল যে, ত্রিলোচন বাবু ভাবিলেন, "হায়, এর চাইতে আমার জমিদারী, ধন, মান, সব গেল না কেন?"

সে সর্ব্বনাশ আর কিছু নয়, চন্দ্রনাথ সহসা কাল ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিলেন। ত্রিলোচন বাবু দেওয়ানের মাটীর ঘরে তাঁহার মৃত্যুশয্যার পার্শ্বে বসিয়া আকুল কণ্ঠে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "করলে কি চন্দর, আমাকে শুধু একরাশ ঋণে জড়িয়ে রেখে গেলে, তার একটি পাই শোধ করবার অবসর দিলে না?"

চন্দ্রনাথের তখন বাক্‌শক্তি রুদ্ধ হইয়াছিল; তিনি শুধু সকাতর দৃষ্টিতে অসহায়া পত্নী ও কন্যার মুখের দিকে চাহিলেন। ত্রিলোচনবাবু চোখের জল মুছিয়া তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "কিছু ভেব না চন্দর, তোমার মেয়ে আমার পুত্রবধূ।"

চন্দ্রনাথের মৃত্যুচ্ছায়া-মলিন মুখখানা আনন্দের জ্যোতিতে প্রফুল্ল হইয়া উঠিল; এবং সেই জ্যোতিটুকু ম্লান হইবার পূর্ব্বেই প্রভুভক্ত ভৃত্য প্রভুর দৃষ্টিতে দৃষ্টি স্থাপিত করিয়া কোন্ আনন্দময় লোকে আপনার কৃতকর্ম্মের পুরস্কার ভোগ করিতে যাত্রা করিল। তাঁহার পত্নী ও কন্যার চীৎকারে গৃহ বিদীর্ণ হইতে লাগিল। আর প্রবলপ্রতাপ জমিদার ত্রিলোচনবাবু ভৃত্যের মৃত্যুশয্যার পার্শ্বে তাহার মেটে ঘরের ধূলার উপর গড়াগড়ি দিয়া অসহায় বালকের মত কাঁদিতে থাকিলেন।

ত্রিলোচন বাবু কিন্তু ঋণমুক্তির অবসর পাইলেন না। চন্দ্রনাথের মৃত্যু তাঁহার হৃদয়ে যে বিষদিগ্ধ শল্য বিদ্ধ করিয়াছিল, সে শল্যের বেদনা অধিক দিন তাঁহাকে ভোগ করিতে হইল না। চন্দ্রনাথের মৃত্যুর কয়েক মাস পরেই তিনি প্রভুভক্ত ভৃত্যের অনুসরণ করিলেন। মৃত্যুকালে শুধু পুত্র উপেন্দ্রনাথকে বলিয়া গেলেন, "চন্দ্রনাথের মেয়েকে বিবাহ ক'রো।"

প্রভু ভৃত্য উভয়েই চলিয়া গেলেন। চন্দ্রনাথের স্ত্রী কন্যা কুমুদকে লইয়া সেই মেটে বাড়ীতে—যে বাড়ীখানা মহিমায় রাজপ্রাসাদকেও তুচ্ছ জ্ঞান করিয়াছিল, সেই বাড়ীখানার মধ্যে পড়িয়া রহিলেন। আট দশ বিঘা জমির উপস্বত্বই তাঁহাদের কষ্টে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের একমাত্র সম্বল হইল।

উপেন্দ্রনাথও দেওয়ান বাবুর গুণাবলীতে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিল না। সুতরাং পিতার মৃত্যুর পর সে কুমুদের মাতাকে কিছু কিছু সাহায্য দানের প্রস্তাব করিল। কিন্তু কুমুদের মাতা তাহাতে সম্মত হইলেন না। স্বামীর উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিতা বিধবা অকারণ অন্যের সাহায্য গ্রহণ করিয়া স্বর্গগত স্বামীর অবমাননা করিতে পারিলেন না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

জমিদারের ছেলে

জমিদারের ছেলে উপেন্দ্রনাথ পড়িবার জন্য যখন কলিকাতায় গেল, তখন অনেকেই সিদ্ধান্ত করিয়াছিল, সে কলিকাতায় থাকিয়া শীঘ্রই কাপ্তেনী আরম্ভ করিবে, এবং হ্যাণ্ডনোটের পর হ্যাণ্ডনোট কাটিয়া জমিদারীটা নীলামে তুলিয়া দিবে। কিন্তু বৎসরের পর বৎসর অতীত হইলেও যখন উপেন্দ্রনাথের একখানা হ্যাণ্ডনোট কাটারও সংবাদ পাওয়া গেল না, অধিকন্তু তাহার এক একটা পাশের সংবাদ আসিতে লাগিল, তখন তাহারা বিস্ময়ান্বিত না হইয়া থাকিতে পারিল না। তারপর যখন এম এ পাশের সংবাদ আসিল, তখন সেই সকল লোকই সিদ্ধান্ত করিল, উপেন্দ্রনাথ এবার নিশ্চয়ই একটা মহকুমার শাসনভার প্রাপ্ত হইবে; এতটা না হইলেও অন্ততঃ একটা মুন্সেফ হইয়াও যে বসিবে এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই।

উপেন্দ্রনাথ কিন্তু লোকের সকল সন্দেহকে ব্যর্থ করিয়া দিয়া, এম এ পাশের সার্টিফিকেট লইয়া দেশে আসিয়া বসিল, এবং ঠিক আর সকলেরই মত লোকের বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া, ছিপ ফেলিয়া দিন কাটাইতে লাগিল। লোকের বিস্ময় সীমা অতিক্রম করিল; তাহারা জল্পনা করিতে লাগিল, তবে কি পাশ টাশ সব বাজে। নতুবা এতগুলা পাশ করিয়া কে কোথায় কোমরে কাপড় বাঁধিয়া নগ্নগাত্রে নগ্ন পদে গ্রামের পথে ঘাটে ঘুরিয়া বেড়ায়, চাষা ভূষাদের সঙ্গে পর্য্যন্ত হাসিয়া কথা কয়! যোগেন মুখুজ্যের ছেলে গোবর্দ্ধন একটা পাশ করিয়াই সাহেবের আফিসে কাজ

করিতেছে, সকলের সঙ্গে মুখ তুলিয়া কথা পর্য্যন্ত কয় না। আর জমিদারের ছেলে এতগুলা পাশ করিয়াও—ছিছি, লোকটা নেহাৎ অকর্ম্মণ্য।

এই অকর্ম্মণ্য লোকটা কিন্তু তখন দেশের লোকের কার্য্যকারিতা শক্তির বৃদ্ধির জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিল। সর্ব্বাগ্রে গ্রামের উন্নতি করা ছাড়া আর কোন চিন্তাই তাঁহার মনে স্থান পাইতেছিল না। গ্রামের রাস্তাঘাটের সংস্কার, মাইনর স্কুলকে উচ্চ ইংরাজী স্কুলে পরিণত করা, নৈশ বিদ্যালয় ও বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন, পিতার প্রতিষ্ঠিত দাতব্য চিকিৎসালয়ের নূতন গৃহ নির্ম্মাণ ইত্যাদি কার্য্যে এমনই ব্যস্ত হইয়া পড়িল যে, তাহার আহার নিদ্রারও সময় রহিল না। কিন্তু দিনকতক পরেই সে বুঝিতে পারিল যে, যাহাদের উপকারের জন্য তাহার এই প্রাণান্ত চেষ্টা, তাহাদের এই সকল কার্য্যের সহিত আদৌ সহানুভূতি নাই, বরং তাহারা তাহাকে বাতিকগ্রস্ত বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিয়া লইয়াছে, তখন তাহার উৎসাহের বেগটা যেন অনেক কমিয়া আসিল।

কিন্তু উপেন্দ্রনাথ আরব্ধ কার্য্য সহজে ত্যাগ করিল না। রাস্তাঘাট নিজ ব্যয়ে যতটা পারিল মেরামত করিয়া দিল, মাইনর স্কুলটা একটু সুষ্ঠুভাবে চলিতে লাগিল, নৈশ বিদ্যালয় নামমাত্রে পর্য্যবসিত হইল, আট দশটী অত্যল্পবয়স্কা ছাত্রী আসিয়া বালিকা বিদ্যালয়ের অস্তিত্ব বজায় রাখিল। উপেন্দ্রনাথ বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া স্ত্রী-শিক্ষার উপকারিতা সকলের হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিবার চেষ্টা করিল। তাহার সম্মুখে অনেকেই ইহার উপকারিতা স্বীকার করিলেও পরোক্ষে বলিতে লাগিল, নূতন জমিদার এবার বাড়ীর মেয়েদের পর্য্যন্ত খিরিষ্টান না ক'রে ছাড়বে না। তথাপি শুধু জমিদারের মন রক্ষার জন্য কেহ কেহ আপনাদের

ছোট মেয়েগুলিকে স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিল, একটু ডাগর মেয়ে কেহই পাঠাইল না। উপেন্দ্রনাথ অনেক অনুসন্ধানের পর জ্ঞাত হইল যে, পুরুষ শিক্ষকের নিকট, কেহই বড় মেয়েকে পড়িতে দিতে ইচ্ছুক নহে। উপেন্দ্রনাথ লোকের এই আপত্তি নিরাকরণ জন্য কলিকাতা হইতে শিক্ষয়িত্রী আনিবার মানস করিল।

জমিদার হইলেও উপেন্দ্রনাথের কিন্তু জমিদারের চালচলন কিছুমাত্র ছিল না। সে যখন খালি গায়ে শুধু পায়ে লোকের বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া বেড়াইত, এবং কৃষকের কুটীরদ্বারে খড়ের বিঁড়ায় বসিয়া তাহাদের সুখ-দুঃখের কথা শুনিত, তখন তাহাকে দেখিলে বা তাহার কথা শুনিলে কেহই মনে করিতে পারিত না যে, এই লোকটা এত বড় জমিদারীর মালিক। ইহাতে অশিক্ষিত জনসাধারণ নবীন জমিদারের একান্ত ভক্ত হইয়া পড়িলেও বুদ্ধিমান্ বিচক্ষণ লোকেরা কিন্তু ইহার প্রশংসা করিতে পারিত না। জমিদার জমিদারের মত উচু চালে থাকিবে, তাহার কি এরূপ চালচলন শোভা পায়? সিংহশাবক শৃগালের দলে মিশিলে সিংহত্বের গৌরব কোথায় থাকে!

উপেন্দ্রনাথের কিন্তু সিংহত্ব ও শৃগালত্বের প্রভেদ জ্ঞান আদৌ ছিল না। সুতরাং সে এই সকল মতামত অনায়াসেই উপেক্ষা করিয়া আপনার হৃদয়বৃত্তির অনুসরণ করিয়া চলিল। হৃদয় অপেক্ষা আর কোন জিনিষকেই সে উচ্চে স্থান দিতে পারিল না। সংসারে এমন অনেক শক্তি থাকে, যাহা হৃদয়ের এই স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে সংযত করিয়া দিয়া তাহার উপর আপনার অপ্রতিহত প্রভাব বিস্তার করে। কিন্তু উপেন্দ্রনাথের হৃদয়ের উপর প্রভাব বিস্তার করিবার মত তেমন কোন শক্তিই ছিল না।

পিতার মৃত্যুর বহুদিবস পূর্ব্বেই মাতা স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন। জমিদারের বড় বাড়ী; সে বাড়ী লোকজনে সর্ব্বদাই ভরা ছিল। কিন্তু তাহাদের ভিতর স্নেহ ভালবাসা দিবার বা স্নেহ ভালবাসা পাইবার মত কেহ ছিল না। যাহারা ছিল, তাহারা শুধু অন্নধ্বংস করিত, আর লবণের মাহাত্ম্য রক্ষার জন্য মুখে অন্নদাতার উপর সহানুভূতি প্রকাশ করিত। উপেন্দ্রনাথ এই আন্তরিকতাশূন্য সহানুভূতি বেশ প্রসন্নতার সহিত গ্রহণ করিতে পারিত না, সুতরাং সাক্ষাৎ হইলেই যাহারা সহানুভূতি প্রকাশের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িত, তাহাদের সান্নিধ্য হইতে দূরে থাকিবার জন্য সে সর্ব্বদাই চেষ্টা করিত।

বাড়ীটা তিন মহল। বাহির মহলে কাছারী বাড়ী, কর্ম্মচারীদিগের থাকিবার ঘর, অতিথি অভ্যাগতের থাকিবার স্থান, ইত্যাদি। দ্বিতীয় মহলে পূজার দালান, ঠাকুরবাড়ী, বৈঠকখানা; তৃতীয় মহলে অন্তঃপুর। সে মহলে উপেন্দ্রনাথ প্রায়ই যাইত না, যাইবার প্রয়োজনও হইত না; দ্বিতীয় মহলে বৈঠকখানা ঘরেই সে আপনার বাসগৃহ নির্দ্দিষ্ট করিয়া লইয়াছিল। স্নানাহার, জমিদারীর কাজকর্ম্ম দেখা শোনা, বন্ধু-বান্ধবদিগের সহিত সাক্ষাৎ ও আলাপ প্রভৃতি সেই মহলেই সম্পন্ন হইত। তবে স্নানাহার বা নিদ্রার সময় ব্যতীত সে মহলেও তাহাকে অধিকক্ষণ দেখা যাইত না, দিবসের অধিকাংশ সময়ই সে বাহিরে বাহিরে কাটাইয়া দিত।

পাঁচ ছয় মাসের মধ্যে পাঁচ ছয় দিনও উপেন্দ্রনাথ তৃতীয় মহলে গিয়াছিল কিনা সন্দেহ, কিন্তু যে কয়দিন গিয়াছিল, সেই কয়দিনই কুটুম্ব-সম্পর্কীয়া অন্তঃপুর-বাসিনীদিগের নানাবিধ অসম্ভব প্রশ্নের উত্তর দিতে তাহাকে ব্যস্ত হইয়া পড়িতে হইয়াছিল। যদিও সে নিজ

স্বাস্থ্যের কিছুমাত্র ত্রুটী অনুভব করিত না, এবং দৈহিক পুষ্টিও ক্ষয়ের দিকে না গিয়া দিন দিন বৃদ্ধির দিকেই অগ্রসর হইতেছে বলিয়া বেশ বুঝিতে পারিত, তথাপি হিতৈষিণী আত্মীয়া রমণীরা তাহার দৈহিক স্বাস্থ্যের অবনতি দর্শনে এমনই আক্ষেপ প্রকাশ করিত, এবং প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিয়া ইহার সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ লইতে চাহিত যে, উপেন্দ্রনাথ তাহাতে বিস্মিত না হইয়া থাকিতে পারিত না। ইহার উপর একটী গৃহলক্ষ্মীকে আনয়নপূর্ব্বক এই শূন্য ভবন পূর্ণ করিবার জন্য তাহারা যখন সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতে থাকিত, তখন এতগুলি আত্মীয়া অনাত্মীয়া সত্বেও যে ভবনকে শূন্য বলিয়া অভিহিত করা যায়, একটী বালিকার আবির্ভাবে তাহা যে কিরূপে পূর্ণ হইবে ইহা উপেন্দ্রনাথের এম এ পাশ করা সূক্ষ্ম বুদ্ধির দ্বারা আদৌ মীমাংসিত হইত না। সুতরাং সকলের সন্তোষজনক উত্তর দিবার পূর্ব্বেই উপেন্দ্রনাথকে অন্তঃপুর পরিত্যাগ করিয়া নিশ্বাস ফেলিতে হইয়াছিল। সে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, এই সকল বোধাতীত প্রশ্নের বিজ্ঞানসম্মত উত্তর স্থির করিতে না পারিলে সে তৃতীয় মহলে পদার্পণ করিবে না।

বিবাহ যে করিতে হইবে ইহা উপেন্দ্রনাথ জানিত, এবং সে সম্বন্ধে পিতার শেষ আদেশও সে বিস্মৃত হয় নাই। তবে এজন্য তাহার তেমন আগ্রহ ছিল না। সে বাহিরের যে সকল কাজ লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহাদের সমাধান জন্য প্রবল আগ্রহের মধ্যে বিবাহের কথাটা মনে বেশ জোর করিয়া উঠিতে পারিল না।

জোর না করিবার কারণও একটু ছিল। উপেন পিতার আদেশে কুমুদকে বিবাহ করিতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিল বটে, কিন্তু কুমুদের এমন কোন আকর্ষণ ছিল না, যাহাতে তাহাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিবার জন্য

আগ্রহ হইতে পারে। এই পল্লী-বালিকার অযত্নবর্দ্ধিত সৌন্দর্য্য উপেনের চিত্তটাকে আকৃষ্ট করিতে পারে নাই, সুতরাং পিতার আদেশ প্রতিপালনে প্রস্তুত থাকিলেও বিবাহের জন্য উপেনের ব্যস্ততা ছিল না। সে চিত্তটাকে বাহিরের কাজের দিকেই সম্পূর্ণ নিবিষ্ট করিয়া দিয়াছিল।

কাজও প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল। বাকী ছিল শুধু ডাক্তার-খানার ঘরটা সম্পূর্ণ করা, আর বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য একজন শিক্ষয়িত্রী নিয়োগ। ঘর প্রস্তুত হইতেছিল, শিক্ষয়িত্রীর জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছিল। পাঁচ ছয় খানা দরখাস্তও আসিয়া পড়িয়াছিল। তাহার মধ্যে তিনখানি মিশনরী মহিলার, দুইখানি ব্রাহ্ম মহিলার; আর এক-খানি এক হিন্দু বিধবার। উপেন্দ্রনাথ সকল আবেদনই পড়িয়াছিল, কিন্তু কাহার আবেদন গ্রাহ্য করিবে তাহা স্থির করিতে পারে নাই। তবে শেষের আবেদনখানির প্রতিই যেন তাহার মনোযোগ একটু বেশী আকৃষ্ট হইয়াছিল। হিন্দু বালিকাকে শিক্ষাদানের জন্য হিন্দু মহিলাই যে সম্পূর্ণ উপযুক্ত ইহাতে তাহার কিছুমাত্র সন্দেহ ছিল না। কিন্তু অন্যান্য দরখাস্তের সঙ্গে কার্য্য-দক্ষতার প্রমাণ স্বরূপ যেমন দুই এক খানি করিয়া সার্টিফিকেটের নকল ছিল, শেষের খানিতে সেরূপ প্রশংসা-পত্রের আদৌ উল্লেখ ছিল না। শুধু আবেদনকারিণী যে বেথুন কলেজ হইতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইয়াছিলেন, এবং বর্ত্তমানে পতিহীনা হইয়া নিতান্ত দুরবস্থায় পতিত হইয়াছেন, তাঁহাকে কার্য্যে নিয়োগ করিলে যে এক অনাথা হিন্দু বিধবার প্রতিপালন জন্য নিয়োগকর্ত্তা জগদীশ্বরের অজস্র আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইবেন এই সকল বিষয়েরই উল্লেখ ছিল।

আবেদনখানা এমনই করুণভাষায় লিখিত হইয়াছিল যে, উপেন্দ্র নাথের স্বভাব-কোমল হৃদয়টা তাহার পক্ষপাতী না হইয়া থাকিতে

পারিল না। কিন্তু সেই সঙ্গে এ চিন্তাটাও আসিল, শিক্ষাদান কার্য্যে ইনি সাফল্য লাভ করিতে পারিবেন কি না। স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে না পারায় উপেন্দ্রনাথ কোন আবেদনেরই উত্তর দিতে পারিল না।

পরিশেষে অনেক ভাবিয়া শেষের আবেদন খানিরই উত্তর প্রদান করিল, এবং সেই সঙ্গে নিয়োগপত্র ও পাথেয় পাঠাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইল। তারপর আবার ছিপ লইয়া মৎস্য শিকারে মনোনিবেশ করিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

কুমুদের গৃহিণীপণা

"আয় রে আয় আয়,
আমার সোণার যাদু ঘুম যায়।
আয়রে পাখী মনভোলা,
আমার সোণাকে নিয়ে করবি খেলা।"

দেড় বছরের ছেলেটীকে কাঁধে ফেলিয়া মৃদু মৃদু দোল দিতে দিতে কুমুদ তাহাকে ঘুম পাড়াইবার চেষ্টা করিতেছিল। ছেলে কিন্তু কিছুতেই ঘুমাইতে চাহিতেছিল না, সে কাঁদিয়া, কুমুদের চুল টানিয়া, নাক মুখ আঁচড়াইয়া তাহাকে অস্থির করিতেছিল। কুমুদ তাহার মাথাটা জোর করিয়া কাঁধের উপর চাপিয়া ধরিয়া দাবার এ মাথা হইতে সে মাথায় পদচারণা করিতেছিল, ছেলে কিন্তু মাথা নাড়া দিয়া উঠিয়া ঘুমাইতে সম্পূর্ণ অনিচ্ছা প্রকাশ করিতেছিল। কুমুদ ছাড়িতেছিল না, ঘুম পাড়াইবার গান গাহিয়া, দোল দিয়া তাহাকে শান্ত করিতে চাহিতে ছিল। অনেক কষ্টে ছেলে একটু শান্ত হইল, এবং কুমুদের কাঁধে মাথাটা রাখিয়া অস্ফুটস্বরে উঁ উঁ শব্দ করিতে লাগিল। কুমুদ তাহার পৃষ্ঠে মৃদু করাঘাত করিতে করিতে 'মাসী পিসী'র গান গাহিতে লাগিল।

রাখাল এক হাতে দুধের ঘটী, অপর হাতে বাজার লইয়া সদর দরজার উপর দাঁড়াইয়া তের বছরের মেয়ের এই মাতৃত্বের অসীম সহিষ্ণুতা মুগ্ধ নেত্রে নিরীক্ষণ করিতেছিল, এক্ষণে সে অগ্রসর হইয়া উঠানে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "সতু ঘুমাল কুমু?"

কুমুদ চমকিত ভাবে পশ্চাতে ফিরিয়া সহাস্যে বলিল, "ঘুমুতে কি চায়, কত কষ্টে—ও দুষ্টু, তাই না তুমি ঘুমিয়েছ? ওমা, দিব্যি মিটিমিটি চেয়ে রয়েছে।"

বলিয়া কুমুদ শিশুর পৃষ্ঠদেশে আদরের মৃদু চপেটাঘাত করিল। শিশু মাথা তুলিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিল, "আম্মা'।"

কুমুদ তাহার মুখের উপর স্নেহসজল দৃষ্টিপাত করিয়া হাসিতে হাসিতে তাহার মুখচুম্বন করিল। শিশুও ক্ষুদ্র দশনে মুক্তার জ্যোতি ছড়াইয়া খল খল হাসিয়া উঠিল, এবং দুই হাতে কুমুদের গাল দুইটা ধরিয়া দুলিতে দুলিতে বলিতে লাগিল, "আম্মা, আম্মা!"

কুমুদ তাহার মুখের কাছে মাথাটা নাড়িয়া বলিল, "আম্মা, আমি তোর মা হ'তে পারব না। তুই যে দুষ্টু ছেলে!"

শিশু তাহার কচি হাতখানি দিয়া কুমুদের মুখের উপর চাপড় মারিতে মারিতে বলিতে লাগিল, "আম্মা, আম্মা!"

কুমুদ মুখখানা একটু সরাইয়া লইয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "আচ্ছা আচ্ছা, তাই হবে রে দুষ্টু, তাই হবে, তোর আম্মাই হব।"

তারপর সহসা রাখালের মুখের দিকে চাহিতেই তাহার মুখখানা যেন লাল হইয়া উঠিল; ঈষৎ অপ্রতিভ ভাবে বলিল, "আর কোন কথা তো ফুটে নি, মা কথাটাই ফুটেচে, তাই ব'লেই সকলকে ডাকে।"

রাখাল একটা ক্ষুদ্র দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "তোর আজ অনেকটা বেলা হ'য়ে গেল কুমু।"

কুমুদ বলিল, "হ'লেই বা।"

রাখাল বাজার ও দুধের ঘটী রাখিয়া সতুকে লইবার জন্য হাত বাড়াইল, বলিল, "এবার আমাকে দিয়ে তুই ঘরে যা।"

কুমুদ যেন ঈষৎ বিস্ময়ান্বিত ভাবে বলিল, "ও কথা রাখাল দা, আমি এরি মধ্যে চলে গেলে তুমি কি করবে? ছেলেই দেখবে, না রাঁধবে খাবে? কেমন তো শান্তশিষ্ট ছেলে।"

"তা হবে এখন" বলিয়া রাখাল সতুকে আহ্বান করিয়া হাত বাড়াইল; সতু কিন্তু কুমুদের কোল ছাড়িয়া তাঁহার কোলে যাইতে রাজী হইল না, সে দুই হাতে কুমুদের গলা জড়াইয়া ধরিয়া তাহার কাঁধে মাথাটা গুঁজিয়া দিল। কুমুদ হাসিয়া উঠিল। রাখাল একটু সঙ্কুচিত ভাবে বলিল, "খুড়ীমা আবার তোকে বকবে কুমু।"

কুমুদ মুখখানাকে গম্ভীর করিয়া বলিল, "হাঁ বকবে। আমার এখন ঘরে কাজই বা কি আছে? নেয়ে জল খেয়ে এসেছি। তুমি এক কাজ কর, নেয়ে এস। আমি ততক্ষণ উনান ধরিয়ে দুধে জ্বাল দিয়ে ওকে খাইয়ে দিয়ে যাই। দুধ খেলেই ঘুমিয়ে পড়বে। তোমারও রাঁধা খাওয়া হবে।"

অগত্যা রাখালকে তাহাতেই সম্মত হইতে হইল। সে তেল মাখিয়া স্নান করিতে গেলে কুমুদ উনান ধরাইয়া দুধে জ্বাল দিল, এবং একটা পাথর বাটীতে দুধ ঠাণ্ডা হইতে দিয়া উনানে ডালের হাঁড়ী চাপাইয়া সতুকে দুধ খাওয়াইতে বসিল। দুধ খাইয়া সতু ঘুমাইয়া পড়িল। তাহাকে শোয়াইয়া কুমুদ কুটনা কুটিতে বসিল।

রাখাল স্নান করিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "সতু ঘুমিয়েছে বুঝি?"

কুমুদ বলিল, "হাঁ, পেট ভরেচে, ও এখন এক বেলা প'ড়ে ঘুমুবে। তুমি ততক্ষণ কাজ সেরে নাও। আমি ভাত খেয়ে আবার আসবো।"

উনানের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া রাখাল জিজ্ঞাসা করিল, "ও কি চড়েছে?"

কুমুদ ভাজার বেগুন কুটিতে কুটিতে উত্তর দিল, "ডাল।"

রাখাল বলিল, "আবার ডাল চাপালি কেন?"

অর্দ্ধকর্ত্তিত বেগুণটা বঁটির উপর ধরিয়াই কুমুদ তাহার দিকে ফিরিয়া বিস্ময়ান্বিত কণ্ঠে বলিল, "কেন? বাজার তো শুধু আলু আর বেগুণ এসেছে, ডাল না হ'লে খাবে কি ক'রে? মাছ আনলে আলু বেগুণ দিয়ে ঝোল হ'তো। মাছ আনলে না কেন?"

তাচ্ছীল্যসূচক মুখভঙ্গী করিয়া রাখাল বলিল, "মাছের অনেক হাঙ্গাম। বাছা, ধোয়া, ভাজা।"

তিরস্কারের স্বরে কুমুদ বলিল, "হাঙ্গাম ব'লে খেতে হবে না?"

রাখাল একটু ম্লান হাসি হাসিল। কুমুদ গম্ভীরভাবে মস্তক সঞ্চালন করিয়া বলিল, "আচ্ছা রাখালদা, বৌ মারা গিয়েছে ব'লে তোমাকে কি খেতে বা সংসার কত্তে হবে না?"

সহাস্যে রাখাল বলিল, "সবই তো হচ্চে। বন্ধ তো কিছুই হয় নি।"

রাখাল একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিল। মুখ নীচু করিয়া কুমুদ বলিল, "না রাখালদা, অমনতর করলে চলবে না। তুমি মাছ এনো, আমি বেছে ধুয়ে দিয়ে যাব। ছি, একটা মেয়েমানুষের তরে দেহটা মাটী করবে?"

রাখাল নিরুত্তরে ভিজা কাপড়খানা শুকাইতে দিতে ব্যস্ত হইল। কুমুদ বলিল, "আজ এই ডাল রাঁধ, আলু বেগুণের একটা তরকারী কর, আর এই বেগুণ ক'খানা ভেজে ফেল। ঝালমসলা কোথায়? দাও, বেটে দিয়ে যাই।"

রাখাল বলিল, "বাটনায় আর দরকার নাই, দু'টো লঙ্কা ফোড়ং দিয়ে নেব।"

গালের উপর ডান হাতের তর্জ্জনীটা স্থাপন করিয়া অতিমাত্র বিস্ময়ের স্বরে কুমুদ বলিল, "তুমি অবাক্ করলে রাখালদা, শুধু লঙ্কা ফোড়ং দিয়ে তরকারী রাঁধবে? দেখ, বৌ অনেকের মরে, কিন্তু তোমার মত পাগল বোধ হয় কেউ হয় নি। ছিঃ!"

রাখাল উনানের কাছে গিয়া বসিল, এবং উনানে একখানা কাঠ গুঁজিয়া দিয়া ডালটা সিদ্ধ হইয়াছে কি না তাহাই পরীক্ষা করিতে লাগিল। কুমুদ রান্না ঘরে ঢুকিয়া ঝালমসলার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল।

এমন সময় বাহির হইতে ডাক আসিল, "রাখাল!"

রাখাল উত্তর দিল, "কে?"

"আমি উপেন।"

রাখাল তাড়াতাড়ি হাত ধুইয়া শশব্যস্তভাবে ছুটিয়া চলিল। কিন্তু অধিক দূর যাইতে হইল না, উপেন তখন উঠানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। রাখাল ব্যস্ত কণ্ঠে বলিল, "এস ভাই এস, কি ভাগ্য!"

মৃদু হাসিয়া উপেন বলিল, "সেটা কার?"

কুমুদ রান্নাঘর হইতে বাহির হইয়া একবার উভয়ের দিকে ফিরিয়া চাহিল। তারপর শিল পাতিয়া মশলা পিষিতে আরম্ভ করিল।

উপেনকে বসাইবার জন্য রাখাল আগ্রহপ্রকাশ করিতেই উপেন বলিল, "বসলে চলবে না, তোমাকে এখনি আমার সঙ্গে যেতে হবে।"

মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে রাখাল কুণ্ঠিতভাবে বলিল, "এখনি?"

"হাঁ এখনি। বিশেষ কোন কাজ আছে নাকি?"

"কাজ—হাঁ, রান্না চাপিয়েছি।"

"নিজেই?"

"অগত্যা।"

মশলা পেষণে নিরতা কুমুদের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া মৃদু হাসিয়া উপেন বলিল, "তবে যিনি মশলা পিষছেন উনি কে? আমি মনে করেছিলাম, ঐটাই নূতন রাঁধুনী।"

কুমুদ তাহার দিকে একটা তীব্র কটাক্ষপাত করিয়া পুনরায় স্বকার্য্যে মনোনিবেশ করিল। রাখাল ব্যস্তভাবে বলিল, "না না, ও চন্দ্রনাথ বাবুর মেয়ে কুমুদ। কুমুদ ছিল ব'লেই এ যাত্রা বেঁচে গেলাম। নইলে ঐ দেড়বছরের ছেলেটা নিয়ে কি যে হ'তো তা বলতে পারি না।"

সহাস্যে উপেন বলিল, "তা তোমার উপর ওঁর যখন এত দয়া, তখন উনি দয়া ক'রে আজকার মত রান্নাটা—"

কুমুদ মুখ না ফিরাইয়াই একটু উচ্চকণ্ঠে বলিল, "তুমি যেতে পার রাখাল দা, রান্নার জন্য ভাবনা নাই।"

"ব্যস, এবার তো অভয় পেয়েছ" বলিয়া অন্য উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই উপেন একপ্রকার টানিয়া রাখালকে বাটীর বাহির করিল রাখাল বলিল, "চাদর খানা—"

বাধা দিয়া উপেন বলিল, "ইস্, এত বাবু হ'লে কবে? খালি গায়ে দু'পা চলতে পার না।"

রাখাল নিরুত্তরে তাহার অনুসরণ করিল।

বাল্যকালের বন্ধুত্ব। উভয়ে এক সঙ্গে পাঠশালা হইতে গ্রাম্য মাইনর স্কুলে, তথা হইতে কৃষ্ণনগরের হাইস্কুলে এণ্ট্রান্স পর্য্যন্ত পড়িয়াছিল। কিন্তু সেইখান হইতেই উভয় বন্ধু পরস্পর সান্নিধ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইল। উপেন পাশ করিয়া কলিকাতায় পড়িতে গেল, রাখাল ফেল হইয়া চাকরীতে ঢুকিল। সে আজ সাত আট বৎসরের কথা। ইহার মধ্যে দৈবাৎ কখন উভয় বন্ধুতে সাক্ষাৎ হইত।

তারপর পিতার মৃত্যুতে উপেন দেশে আসিয়া বসিল। সে তখন জমিদার, আর রাখাল ত্রিশ টাকা মাহিনার কেরাণী। সুতরাং সে বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ বা মেলামেশা করিতে সাহসী হইল না, সেটাকে সে উভয়েরই মর্য্যাদার হানিজনক জ্ঞান করিল। হঠাৎ একদিন পথে উপেনের সহিত সাক্ষাৎ হইল। সে সাক্ষাতে উপেন তাহাকে এমনই প্রণয়কোপপূর্ণ তিরস্কার করিল যে, মনে মনে উপেনের উদার হৃদয়ে সঙ্কীর্ণতার আরোপ করিয়া রাখাল কতটা অন্যায় করিয়াছে তাহা মনে মনেই বুঝিয়া লজ্জায় মাথা হেঁট করিল। রাখালের তখন স্ত্রীবিয়োগের সহিত চাকরীর সহিতও সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়াছে শুনিয়া উপেন দুঃখ প্রকাশ করিল, এবং সময়মত রাখালকে সাক্ষাৎ করিতে অনুরোধ করিল।

রাখাল কিন্তু এক মাসের মধ্যেও সাক্ষাৎ করিবার সময় পাইল না। ছেলে আর সংসার লইয়া সে এমনই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল যে, অন্য কোন দিকে মন দিবার অবসর তাহার আদৌ ছিল না। কিন্তু এদিকে আফিস হইতে শেষ প্রাপ্ত বেতনের টাকাগুলা যখন ক্রমেই নিঃশেষ হইয়া আসিতে লাগিল, তখন বুঝিল, চাকরীর চেষ্টা না করিলে আর চলিবে না। সেই সঙ্গে এ ভাবনাটাও আসিল, এই দেড় বছরের ছেলেটীকে কাহার কাছে রাখিয়া সে চাকরী করিতে যাইবে। রাখিবার জায়গা যে একেবারেই ছিল না এমন নয়. শ্বশুর বাড়ীতে ছেলের মাতামহীর কাছে রাখিয়া আসিলে চলিত; কিন্তু সংসারের এই শেষ অবলম্বন—সাধ্বী সহধর্ম্মিণীর অতুলনীয় প্রেমের একমাত্র স্মৃতিটুকুকে অপরের কাছে রাখিয়া কি লইয়া সংসার করিবে, কাহার মুখ চাহিয়া সংসারের উৎপীড়ন অত্যাচার অম্লানবদনে সহ্য করিবে? কোন্ মায়ার সূত্রে তাহার উদাস জীবনটাকে সংসারের সহিত আবদ্ধ করিয়া রাখিবে?

সুতরাং রাখাল প্রাণ ধরিয়া ছেলেটীকে কোথাও রাখিয়া আসিতে পারিল না; অথচ তাহাকে লইয়া কিরূপে যে চাকরী করিবে তাহাই ভাবিয়া আকুল হইল।

কুমুদ স্বেচ্ছায় যতটা ভার লইয়াছিল, তাহা অপেক্ষা বেশী ভার সে বালিকার উপর দেওয়া যায় না। দিলেও এ ভার সে কখনই বহন করিতে পারিবে না। কেনই বা বহন করিবে! দয়ারও একটা সীমা আছে। সে সীমা উল্লঙ্ঘন করিতে রাখাল সাহসী হইল না।

এইরূপে একদিকে ছেলের ভাবনা, অন্যদিকে অর্থ চিন্তা, এই দুইটা চিন্তার সমাধান করা রাখালের নিকট একটা মহা সমস্যা হইয়া উঠিল। লোকে এই সমস্যা-সমাধানের যে একটা সহজ উপায় বলিয়া দিল, সে উপায়টা রাখালের নিকট আরও কঠিন বলিয়া বোধ হইল। ছিঃ, পুনরায় বিবাহ! লোকগুলা পাগল নাকি?

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

রাখালের চাকরী

"কুমী, ওলো কুমী!"

কুমুদ তখন নিদ্রোত্থিত, সতুকে পুনরায় দুধ খাওয়াইয়া, চোখে কাজল এবং কপালে টিপ দিয়া কোলে বসাইয়া আদর করিতেছিল। এমন সময়ে কিরণ আসিয়া ডাকিল, "কুমী, ওলো কুমী!"

দরজার দিকে মুখ বাড়াইয়া কুমুদ উত্তর দিল, "কে কিরণদি, আয় না ভাই।"

দাবার উপর উঠিয়া কিরণ বলিল, "তা তো যাচ্ছি, কিন্তু তুই কি হলি বল্ দেখি?"

সহাস্যে কুমুদ জিজ্ঞাসা করিল, "কি হ'লাম কিরণদি?"

কিরণ বলিল, "ডুমুরের ফুল।"

কুমুদ হাসিয়া উঠিল। কিরণ ঘরে ঢুকিয়া পাশে বসিল; বলিল, "সত্যি, তোকে ঘরে খুঁজে এলাম, কাকীমা বললেন, চুলোয় গেছে।"

কুমুদ বলিল, "মা তা হ'লে খুব রেগেছে। রাগবারই কথা। সেই নেয়ে জল খেয়ে এসেছি। তা কি করি ভাই, দেখ না, এই যে দুষ্টু ছেলেটা—এই যে মিটি মিটি চাইছে, যেন কত ভালমানুষ, কিছু জানে না, কিন্তু এমন দুষ্টু যদি তুমি কক্ষণো দেখেছ কিরণদি, একবার যদি কোল ছাড়বে।"

কুমুদ স্নেহ-প্রফুল্ল দৃষ্টিতে সতুর মুখের দিকে চাহিল। সতু তাহার মুখে বাঁ হাতটা চাপড়াইতে চাপড়াইতে বলিল, "আম্মা আম্মা!"

কুমুদ উপুড় হইয়া পড়িয়া তাহার মুখচুম্বন করিল; সতু খল্ খল্ হাসিয়া উঠিল। কুমুদ তাহার হাসি-ভরা মুখে আবার চুম খাইল, সতু আবার হাসিল; আবার চুম্বন, আবার হাসি।

কিরণের মুখের উপর হাস্যোজ্জ্বল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কুমুদ হর্ষ-বিহ্বল কণ্ঠে বলিল, "দেখচো, কি রকম দুষ্টু ছেলে।"

কিরণ গালে হাত দিয়া বলিল, "অবাক্ করলি কুমী, তুই যে না বিইয়ে কানায়ের মা হ'য়ে পড়লি।"

"তাই বটে কিরণদি" বলিয়া কুমুদ হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে সতুর হাস্যধ্বনিতে ঘরখানা যেন ভরিয়া গেল। কুমুদ তাহাকে বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া "আমার কানাই, আমার কানাই" বলিতে বলিতে অজস্র চুম্বনে শিশুকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। কিরণ বিস্ময়-বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে বালিকা ও শিশুর এই স্নেহের মনোরম চিত্র দর্শন করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে তাহারও হৃদয়টা যেন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। সে কুমুদের বাহু-বেষ্টন হইতে সতুকে টানিয়া লইয়া তাহার মুখচুম্বন করিল। সতু কিন্তু সে চুম্বনে মাতৃস্নেহের মধুরতা না পাইয়া স্তব্ধ দৃষ্টিতে কিয়ৎক্ষণ কিরণের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, তারপর কুমুদের দিকে ফিরিয়া ঠোঁট ফুলাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। কুমুদ তাহাকে পুনরায় কোলে টানিয়া লইল; তাহার কোলে আসিয়া সতু চুপ করিল।

কুমুদ মৃদু হাসিয়া বলিল, "দেখলে ভাই।"

কিরণ স্বরটাকে একটু গম্ভীর করিয়া বলিল, "তা তো দেখলাম, কিন্তু কাকীমা যে রাগ কচ্ছিলেন!"

কুমুদ নিরুত্তরে সতুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। কিরণ বলিল,

"আর রাগ তিনি কর্ত্তেই পারেন। এরকম বাড়ী ছেড়ে দিন রাত পরের বাড়ীতে থাকা, সেটা কি ভাল দেখায়? বিশেষ তোর—"

মুখ ভার করিয়া কুমুদ বলিল, "তা কি করি বল। দেখলে তো, আমাকেও কিছুতেই ছাড়তে চায় না। কারো কোলে যাবে না, যতক্ষণ বাপের কাছে থাকবে, কেঁদে হাট বসাবে। আবার আমার কাছে এলেই চুপ। যে দিন হ'তে ওর মা মারা গেছে, সেই দিন হ'তে ও যেন আমাকে পেয়ে বসেছে। খেতে শুতে আম্মা আর আম্মা।"

মৃদু হাসিয়া কিরণ বলিল, "তা হ'লে তুই এক কাজ কর কুমী, ওর সত্যিকার মা হ'য়ে পড়্।"

অঙ্গুলী দ্বারা কিরণের পৃষ্ঠদেশ পীড়ন করিয়া কুমুদ সলজ্জভাবে বলিল, "দূর!"

কিরণ নীরবে মৃদু হাস্য করিল। কুমুদ গম্ভীরভাবে একটু চুপ করিয়া থাকিয়া, দৃষ্টিটা সতুর মুখের উপর রাখিয়া বলিল, "আচ্ছা, তুমিই বল দেখি কিরণদি, এই রকম একটি মা-মরা ছেলে—যাকে দেখবার কেউ নাই, তাকে ফেলে থাকা যায় কি?"

কুমুদের স্বরটা গাঢ়, চোখ দুইটা সজল হইয়া আসিল। কিরণও ছল ছল চোখে মাটীর দিকে চাহিয়া বলিল, "সে কথা সত্যি, তবে কথা কি জানিস্, তোর কত বড় ঘরে বিয়ের কথা হ'য়ে আছে।"

রোষগম্ভীর স্বরে কুমুদ বলিল, "ভারী তো বড় ঘর। বড় ঘরে বিয়ের সম্বন্ধ হ'লে বুঝি কারো ছেলেকে যত্ন আত্তি কর্ত্তে নাই?"

কিরণ বলিল, "তা থাকবে না কেন, তবে লোকে ভাবতে পারে, ছেলেকে যত্ন আত্তি কর্ত্তে গিয়ে পাছে ছেলের বাবার উপরেও যত্ন আত্তিটা এসে পড়ে।"

কিরণ মুখ টিপিয়া মৃদু হাসিল। কুমুদ ভ্রূকুটি করিয়া ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "তোর মাথা।"

কথাটা রাগিয়া বলিলেও কথার শেষে কুমুদ একটু না হাসিয়া থাকিতে পারিল না। কিরণ বলিল, "তা ভাই পরে যা হয় হবে, এখন আজ তোকে খেতে হবে না? দুপুর গড়িয়ে যায় যে।"

কুমুদ বলিল, "কি করি ভাই, রাখালদা না এলে ছেলেটাকে কার কাছে দিয়ে যাই। তারও এখনো খাওয়া হয়নি, এসে খাবে।"

ঈষৎ হাসিয়া কিরণ বলিল, "তবেই হ'য়েছে।"

কুমুদ জিজ্ঞাসার দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিল। কিরণ হাসিতে হাসিতে বলিল, "এই জন্যই তো বলছিলাম, তুই ছেলেটার সত্যিকার মা হ'য়ে না পড়িস্।"

তিরস্কারপূর্ণ স্বরে কুমুদ বলিল, "ছি ভাই, ও সব কি তামাসা! দাদা বলি যে।"

মৃদু হাসিয়া কিরণ বলিল, "উপেন বাবুকেই বা কোন্ প্রাণেশ্বর ব'লে আসছিস্?"

কুমুদ তাহাকে একটা ধাক্কা দিল। কিরণ হাসিতে হাসিতে মেঝের উপর লুটাইয়া পড়িল।

এমন সময় রাখাল বাড়ী ঢুকিয়া ডাকিল, "কুমু!"

কিরণ ত্রস্তে উঠিয়া অঙ্গবস্ত্র সংযত করিয়া লইল। রাখাল ঘরে ঢুকিতে গিয়া কিরণকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি পিছাইয়া দাঁড়াইল। কিরণ উঠিয়া "এখন আসি ভাই" বলিয়া ত্রস্তপদে চলিয়া গেল। রাখাল বলিল, "বড্ড বেলা হ'য়ে গেল কুমু। কি করি, উপেনের পাল্লায় প'ড়ে এতখানি বেলা হ'লো।"

সতুকে কোলে লইয়া কুমুদ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "বেলা আর কি আছে? খাবে কখন্?"

গাড়ুটা লইয়া পা ধুইতে ধুইতে রাখাল বলিল, "আমার তরে তো ভাবি না, সে হবেই এখন। কিন্তু তোর—"

বাধা দিয়া কুমুদ সহাস্য তিরস্কারের স্বরে বলিল, "ওঃ, আমার ভাবনা ভাবচো? তবু ভাল।"

রাখাল বলিল, "তবু ভাল নয়, ছেলে মানুষ তুই।"

কুমুদ বলিল, "আর তুমিই বুঝি প্রবীণ হ'য়ে পড়েছ?"

রাখাল হাসিয়া উঠিল। কুমুদ জিজ্ঞাসা করিল, "হঠাৎ এসে টেনে নিয়ে গেল কেন?"

গামছায় পা মুছিতে মুছিতে রাখাল বলিল, "সে বড় মজার কথা কুমু, আমাকে নায়েবী কত্তে হবে।"

সাগ্রহে কুমুদ জিজ্ঞাসা করিল, "সত্যি?"

"সত্যি।"

"তা সে জন্যে এমন দুপুর বেলা টানাটানি কেন?"

"খেয়াল। ওর মেজাজটাই ঐ রকম। নায়েব রামসদয় বাবু কোন্ এক প্রজার উপর বুঝি কি অত্যাচার ক'রেছে। এই শুনেই ছোকরা আর আছে কোথায়, সকালে শুনেছে, শুনেই সঙ্গে সঙ্গে তার জবাব। শুধু জবাব? সঙ্গে সঙ্গে তার জায়গায় আর একজন নায়েব বাহাল ক'রে জলগ্রহণ করবে এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। কিন্তু হাতে হাতে লোক পায় কোথায়। তা ধর্ তো ধর্ রাখাল মিত্তিরকেই ধর্। তাকে ধ'রে নিয়ে গিয়ে নায়েবীতে বসিয়ে তবে ছোকরা তেল মাখতে যায়।"

কুমুদ সাহ্লাদে বলিল, "তা এরকম প্রতিজ্ঞা খুব ভাল।"

রাখাল গম্ভীরভাবে মস্তক সঞ্চালন করিয়া বলিল, "তার পক্ষে তো ভাল, কিন্তু আমার পক্ষে যে একটুও ভাল নয়। এক তো আমার সাত পুরুষের মধ্যে কেউ কখনো নায়েবী করে নি। তা ছাড়া চাকরীই বা করি কেমন ক'রে ?"

আশ্চর্য্যান্বিত ভাবে কুমুদ জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন ক'রে ক'র কি রকম ?"

"তা নয় তো কি। চাকরী করবো, না ছেলে আগলাবো ? ছেলে কোলে ক'রে নিয়ে তো চাকরী হয় না।"

"তাও কি হয় ?"

'তা' হ'লে এখন কি রকমে চাকরী চলে ? তা ছোকরা কি কোন কথা শুনলে, না কথা কইতে দিলে। অস্বীকার কত্তে যেতেই হাত দু'টো জড়িয়ে ধ'রে বললে, ভাই, বন্ধু হ'য়ে বন্ধুর এই উপকারটুকু করবে না ? কিন্তু উপকার যে কে কার কচ্চে, সেটা যেন আমি বুঝতেই পারি না। আসল কথা, যেদিন ও শুনেছে আমার চাকরী নাই, সেইদিন হ'তেই ও আমার একটা হিল্লের চেষ্টায় আছে। ওকে কি আমি চিনি না ? কিন্তু এখন ছেলেটাকে কোথায় রাখি ?"

মৃদু হাসিয়া কুমুদ বলিল, "নেহাৎ না রাখতে পার, বিলিয়ে দিও।"

হাসিতে হাসিতে রাখাল বলিল, "বিলিয়ে দিতে পারি, কিন্তু নেয় কে ?"

"নেবার লোকের অভাব হবে না। এখন ছেলেটা একবার ধর ; আমি ভাত বেড়ে দিই।"

ব্যস্তভাবে রাখাল বলিল, "না না, ভাত আমি নিজে বেড়ে খাচ্চি। তুই ঘরে যা।"

"আচ্ছা যাচ্চি" বলিয়া কুমুদ ছেলেকে ধপ্ করিয়া রাখালের কোলের উপর বসাইয়া দিল, এবং হাসিতে হাসিতে ত্বরিতপদে রন্ধন-শালায় প্রবেশ করিল। রাখাল রৌদ্রোজ্জ্বল নীল আকাশের দিকে চাহিয়া একটা জোর নিশ্বাস ফেলিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

নবীনা শিক্ষয়িত্রী

কলিকাতা হইতে শিক্ষয়িত্রীর আগমন সংবাদে অনেকেই নিতান্ত কৌতূহলী হইয়া উঠিল, এবং পল্লীগ্রামের পথে গাউন-পরিহিতা মোজা-বুট-শোভিতা বাঙ্গালী মেয়ের আবির্ভাব দর্শনের আশায় উদ্‌গ্রীবচিত্তে প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। কিন্তু তাহাদের সকল আগ্রহ —সকল কৌতুহল ব্যর্থ করিয়া দিয়া গরুর গাড়ীর ছতরির ভিতর হইতে যখন শুভ্রবস্ত্রে আপাদমস্তক আবৃত করিয়া এক অষ্টাদশবর্ষীয়া যুবতী অবতরণ করিল, তখন তাহাদের উৎকণ্ঠাপূর্ণ চিত্ত যেন নিতান্তই ক্ষুব্ধ হইয়া পড়িল। তাহারা উৎসাহ ও আগ্রহের পরিবর্ত্তে একটা গভীর নৈরাশ্য লইয়া নানাবিধ জল্পনা করিতে করিতে গৃহে প্রত্যাগমন করিল।

উপেনও এই যুবতী শিক্ষয়িত্রীকে দেখিয়া শুধু বিস্মিত হইল না, একটু চিন্তিতও হইল। এই যৌবনভার-সমৃদ্ধা লজ্জা-সঙ্কুচিতা রমণী কি শিক্ষাদান কার্য্যে নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়া তাহার উদ্যমকে সাফল্যের পথে অগ্রসর করিয়া দিতে পারিবে?

অদূরস্থিত বাগানবাড়ীটাই আপাতত শিক্ষয়িত্রীর বাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। উপেন তাহাকে সেইখানে পাঠাইয়া দিল। শিক্ষয়িত্রীর নাম অমিয়া বালা দাসী। এইটুকু ছাড়া উপেন তাহার আর কোন পরিচয়ই জানিত না, জানিবার প্রয়োজনও বোধ করে নাই। কিন্তু এক্ষণে ভাবিল, আর একটু বেশী পরিচয় লইয়া কার্য্যে নিয়োগ করিলে

বুঝি ভাল হইত। যাহা হউক, যখন উপস্থিত হইয়াছে, তখন ইহাঁর কাজ না দেখিয়া কোন কথা বলা যাইবে না।

পরদিন সকালে শিক্ষয়িত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহাকে তাহার কার্য্যাবলী সম্বন্ধে উপদেশ দিবার নিমিত্ত উপেন বাগানবাড়ীতে উপস্থিত হইল। একজন পরিচারিকা নিযুক্ত হইয়াছিল। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া উপেন জানিল যে, তিনি এক্ষণে আহ্নিক করিতেছেন। আহ্নিকের কথা শুনিয়া উপেন যেন আরও একটু বিস্মিত হইল, এবং তাহার আহ্নিক সমাপ্তির প্রতীক্ষায় বাগানে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

খানিক পরে পরিচারিকা আসিয়া সংবাদ দিল, মাঠাকরুণের আহ্নিক শেষ হইয়াছে, তিনি সাক্ষাৎ করিতে চাহিতেছেন। উপেন হাত দিয়া মাথার অসংযত চুলগুলাকে কথঞ্চিৎ সংযত করিতে করিতে, বসিবার ঘরের দিকে অগ্রসর হইল। কিন্তু ঘরের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া যাহা দেখিল, তাহাতে সে আর অগ্রসর হইতে পারিল না, স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইয়া পড়িল। দেখিল, দ্বারসম্মুখে এক তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভা আলু-লায়িতকুন্তলা যুবতী অরুণরাগমণ্ডিত প্রভাতের পদ্মটির মত হাস্যরঞ্জিত প্রফুল্ল মুখখানি লইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে; একটা অনির্ব্বচনীয় পবিত্রতা ও প্রীতি আসিয়া মুখখানার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যকে এক আলৌকিক লাবণ্যে মণ্ডিত করিয়া দিয়াছে। টানাটানা চোখ দুইটী হইতে যেন একটা অপূর্ব্ব স্নিগ্ধতা ঝরিয়া পড়িতেছে। সে দৃষ্টিতে দৃষ্টি সম্মিলিত হইবামাত্র উপেনের মাথা আপনা হইতেই নীচু হইয়া পড়িল।

অমিয়া হাত দুইটী তুলিয়া একটী ক্ষুদ্র নমস্কার করিল, এবং সহাস্য সম্ভাষণের স্বরে বীণার ঝঙ্কার তুলিয়া বলিল, "আসুন।"

উপেন সলজ্জভাবে প্রতিনমস্কার করিয়া ধীরপদে গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট

হইল। অমিয়া স্নিগ্ধ হাস্যের সহিত বলিল, "আপনাকে বোধ হয় অনেকক্ষণ অপেক্ষা কত্তে হ'য়েছে ?"

কক্ষের অন্যদিকে চাহিয়া উপেন সহাস্যে বলিল, "সেজন্য আপনার কুণ্ঠিত হ'বার কোন প্রয়োজন নাই। তবে আমি বোধ হয় অসময়ে উপস্থিত হ'য়ে আপনার পূজায় বাধা দিয়েছি।"

অমিয়া বলিল, "না, আমার পূজা প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছিল।"

একটু বিস্ময় প্রকাশ করিয়া উপেন বলিল, "এত সকালেই—"

অমিয়া মৃদু হাসিয়া বলিল, "হাঁ, খুব ভোরে উঠাই আমার অভ্যাস। তবে এখানে নূতন জায়গায় এসে ততটা ভোরে উঠবার সুবিধা হয় নি।"

উপেন ঘরের এদিকে সেদিকে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে বলিল, "আপাততঃ কিছুদিন আপনাকে এ অসুবিধাটুকু ভোগ কত্তেই হবে, যত দিন না আপনার জন্য একটা ভাল বাড়ী ঠিক কত্তে পারি।"

অমিয়া বলিল, "আমি কিন্তু এ বাড়ীতে থাকা কিছুমাত্র অসুবিধা বোধ করি না। আমার কলকাতার বাড়ীর তুলনায় এ বাড়ীটা স্বর্গ ব'লেই মনে হয়। বিশেষ এই রকম নির্জ্জন স্থানই আমি বেশী পছন্দ করি।"

উপেন কক্ষমধ্যে পদচারণা করিতে করিতে ঘরের আসবাবের দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "আসবাবপত্রও এখনো কলকাতা হ'তে এসে পৌঁছায় নি, আপাততঃ—"

বাধা দিয়া অমিয়া বলিল, "আপাততঃ যা আছে তাই যথেষ্ট, বরং প্রয়োজনাধিক। কারণ এ সকল কৌচ কেদারা টেবিল আমার পক্ষে সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয়।"

উপেনের মুখে যেন একটু বিস্ময়ভাব দেখা দিল। তাহা লক্ষ্য করিয়া

অমিয়া বলিল, "আপনি অবশ্য মিশনরী শিক্ষয়িত্রার অনুরূপ এ সকল সংগ্রহ ক'রেছেন। কিন্তু তার পরিবর্ত্তে এমন একজন শিক্ষয়িত্রী এসে পড়বে, যার শুধু একটা বিছানা, আর একখানা কম্বল আসন মাত্র প্রয়োজন, এটা বোধ হয় তখন ভাবেন নি।"

অমিয়া মৃদু হাসিল। উপেনও হাসিয়া তাহার উত্তর দিল। অমিয়া বলিল, "আপনি দাঁড়িয়ে রইলেন যে, বসুন না।"

অমিয়া হাত বাড়াইয়া পাশের চেয়ারখানা দেখাইয়া দিল। উপেন বলিল, "আপনি আগে—"

কথা শেষ না হইতেই অমিয়া বাহির হইয়া গেল, এবং পাশের ঘর হইতে একখানা কার্পেটের আসন আনিয়া পাতিয়া বসিল। উপেন একটু ইতস্ততঃ করিয়া সম্মুখের চেয়ারখানা অধিকার করিল।

আসন গ্রহণান্তে উপেন একটু চুপ করিয়া থাকিয়া ঈষৎ কুণ্ঠিতভাবে বলিল, "সৌজন্যবশতঃ আপনি বাড়ীখানাকে পছন্দ করলেও আমার তো বোধ হয় এই ছোট বাড়ীটুকুতে আপনাকে রীতিমত কষ্টভোগ কত্তে হবে।"

অমিয়া ব্যস্তভাবে বলিল, "আমার অনুরোধ, সেজন্য আপনি কিছুমাত্র চিন্তিত হবেন না। একটা মানুষের পক্ষে একখানা ঘরই যথেষ্ট, এ বাড়ীতে তো চারখানা ঘর আছে। তা ছাড়া বাগানের ভিতরেই পুকুর আছে, আর আমার যেটা নিতান্ত নিত্য প্রয়োজনীয় সেই ফুলের তরে একটুও ভাবতে হবে না। এত নানা রকমের টাটকা ফুল দিয়ে পূজা, আমার জীবনে বোধ হয় এই প্রথম আজ হ'লো। (মৃদু হাসিয়া) আপনাকে অবশ্য এই একটু ক্ষতি সহ্য কত্তে হবে।"

সহাস্যে উপেন উত্তর করিল, "আমি আনন্দের সহিত তা সহ্য করবো।

আপনি ইংরাজী শিক্ষা পেয়েও যখন শিক্ষিতার আচার ব্যবহারের মায়া ত্যাগ কত্তে পেরেছেন, তখন তার কাছে আমার এই ত্যাগস্বীকারটুকু বোধ হয় বেশী হবে না।"

লজ্জার মৃদু হাসি হাসিয়া অমিয়া বলিল, "শিক্ষিতার আচার ব্যবহার অর্থে অহিন্দু আবরণটাই বোধ হয় আপনার লক্ষ্য ?"

"সেইটাই তো সাধারণতঃ দেখতে পাই, এবং মনে হয়, যেন তাইতেই শিক্ষার সম্পূর্ণ সার্থকতা।"

"স্বধর্ম্মে অনাস্থায় যে শিক্ষার সার্থকতা হয়, এ বিশ্বাস আমার নাই। আমার বিশ্বাস, স্বধর্ম্মে আস্থার দৃঢ়তাতেই তার পূর্ণ সার্থকতা।"

"কিন্তু সেই ধর্ম্মটা তেত্রিশকোটি দেবতার মধ্যেই নিহিত, কি তাদের উপরকার কোন বস্তু তার লক্ষ্য সেইটাই হচ্চে বিচার্য্য।"

"এ বিচারের সূক্ষ্ম মীমাংসা এ পর্য্যন্ত হয় নি, বোধ হয় হবেও না। তবে অন্ততঃ অন্তরিন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষীভূত তেত্রিশকোটি দেবতাকে ত্যাগ ক'রে যাঁরা অবাঙ্মনসোগোচর অরূপ অনাম দেবতাকে ধারণায় আনতে পারেন, তাঁদের চরণে আমি তিনশো কোটি প্রণাম করি। আমি কিন্তু যাঁকে হৃদয় মধ্যে ধারণা কত্তে পারি, যাঁর রূপে অন্তর উজ্জ্বল হ'য়ে উঠে, যিনি ডাক শুনে বুকের মাঝে এসে সাড়া দেন, তাঁরই পায়ে যেন নিত্য পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ ক'রে ধন্য হ'তে পারি।"

অমিয়ার মুখে চোখে ভক্তি ও বিশ্বাসের এমনই একটা উজ্জ্বল জ্যোতি পরিস্ফুট হইয়া উঠিল যে, উপেন তদ্দৃষ্টে মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারিল না। এই যুবতী শিক্ষয়িত্রীর শিক্ষাদানে সফলতার উপর যে একটু সন্দেহের মেঘ তাহার মনে উঠিয়াছিল, তাহা কাটিয়া গিয়া অমিয়ার প্রতি বরং একটা দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপিত হইল; এবং এইরূপ সম্পূর্ণ হিন্দু-

ভাবাপন্না শিক্ষয়িত্রীই যে হিন্দু বালিকাদিগের শিক্ষাদানের উপযুক্ত ইহাই ধারণা করিয়া লইল।

অতঃপর স্কুল সম্বন্ধে কথা উঠিল। স্কুলে কতগুলি ছাত্রী, তাহাদের অভিভাবিকদিগের মনোভাব কিরূপ, বালিকাদিগের শিক্ষার জন্য কিরূপ প্রণালী অবলম্বন করা উচিত, কি ভাবে চলিলে স্কুলের উন্নতি হইতে পারে, ইত্যাদি বিষয়ে অনেক কথাই হইল। এ সম্বন্ধে অমিয়ার অভিজ্ঞতা দেখিয়া উপেন বিস্মিত হইল।

কথাবার্ত্তা শেষ হইলে উপেন সেদিনের মত বিদায় গ্রহণ করিল। বিদায়দান কালে অমিয়া তাহাকে বলিয়া দিল, কল্য সরকার হইতে যে সিধা আসিয়াছিল, তাহা প্রয়োজনাতিরিক্ত; তাহার জন্য এক বেলা হবিষ্যান্নের উপযোগী দ্রব্য, আর রাত্রিতে কিঞ্চিৎ ফলমূল ও দুগ্ধ হইলেই যথেষ্ট হইবে। উপেন তদ্রূপ ব্যবস্থা করিয়া দিতে স্বীকৃত হইয়া প্রস্থান করিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

রাখালের রাগ

অমিয়ার আগমনে শুধু যে বালিকাবিদ্যালয়েরই দিন দিন উন্নতি দর্শনে লোকে আশ্চর্য্যান্বিত হইল তাহা নহে, তাহার চরিত্রের মাধুর্য্যেও অনেকে বিমুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারিল না। সে শুধু বিদ্যালয়ে ছাত্রীদিগকে শিক্ষাদান করিয়াই স্বীয় কর্ত্তব্যের পরিসমাপ্তি করিত না, অবসর পাইলেই গ্রামের প্রায় প্রত্যেক বাড়ীতেই ঘুরিয়া বেড়াইত, এবং মধুর হাস্যালাপে বাড়ার স্ত্রীলোকদিগকে মুগ্ধ করিয়া ফেলিত। তাহার মনোমুগ্ধকর রূপে, তদুপরি মিষ্ট কথায় সকলেরই চিত্ত তাহার দিকে আকৃষ্ট হইল। তাহার উপদেশে স্ত্রীশিক্ষার উপকারিতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া অনেকেই স্বীয় কন্যাদিগকে স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিল। যাহাদের স্কুলে যাইবার বয়স ছিল না, তাহারা ঘরে বসিয়া বর্ণপরিচয় পড়িতে আরম্ভ করিল; কেহ বা সূক্ষ্ম শিল্পকর্ম্ম শিখিতে লাগিল। এইরূপে অমিয়ার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা-বিমুখ পল্লীর মধ্যে সহসা শিক্ষার একটা সাড়া পড়িয়া গেল।

শুধু যুবতীদের নহে, ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়া, রামায়ণ মহাভারতের উপাখ্যান বলিয়া অমিয়া বৃদ্ধাদেরও হৃদয়ের স্নেহবিমিশ্র শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিল। যে সকল বৃদ্ধা ইতিপূর্ব্বে ন্যায়ের অনুমানখণ্ডের সাহায্যে তাহার সম্বন্ধে নানা কুৎসিত অভিযোগ দৃঢ়তার সহিত প্রচার করিয়া বেড়াইতেন, তাঁহারাই আবার তাহার প্রশংসাগানে পথ ঘাট মুখরিত করিতে লাগিলেন। তাহার দৃঢ় ব্রহ্মচর্য্য, ধর্ম্মে অসাধারণ জ্ঞান ও আস্থা

দর্শনে অনেক অশীতিবর্ষীয়াও এই অষ্টাদশবর্ষীয়া যুবতীর শিষ্যত্ব গ্রহণে কুণ্ঠিত হইলেন না।

কেবল মেয়ে মহলে নয়, পুরুষ মহলেও অমিয়া স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করিল। সে আধিপত্য রূপে নয়, গুণের প্রভাবে, চরিত্রের অসামান্য দৃঢ়তায়। সে সকলেরই সহিত হাসিয়া কথা কহিত, কিন্তু সে হাসিতে—সে কথায় কোন পুরুষেরই হৃদয়ে লালসার কুৎসিত চিত্রের আবির্ভাব হইত না, শুধু একটা শ্রদ্ধার ভাবই ফুটিয়া উঠিত। অমিয়ার মুখে ঘোমটা ছিল না, কিন্তু পবিত্রতা ও গাম্ভীর্য্যের এমনই দৃঢ় আবরণে তাহা আবৃত থাকিত যে, সে আবরণ ভেদ করিয়া রমণী-মুখমণ্ডলের অনাবৃত লাবণ্য দর্শন জন্য কেহই বিন্দুমাত্র উৎসুক হইত না। অমিয়ার প্রথম আগমনে গ্রামের যে সকল যুবকদলের মধ্যে খুব উৎসাহের সহিত কুৎসিত রহস্যালাপের জল্পনা চলিয়াছিল, সেই সকল যুবকই পথে ঘাটে এই সৌন্দর্য্যময়ী যুবতীকে দেখিলে শ্রদ্ধাভরে মস্তক অবনত করিয়া ত্রস্তভাবে পথ ছাড়িয়া দিত।

শুধু ভদ্রপল্লীতে নয়, ইতর শ্রেণীর মধ্যেও অমিয়ার প্রভাব বিস্তৃত হইয়া পড়িল। সে যখন দেবী-প্রতিমার ন্যায় অসামান্য রূপরাশি লইয়া তাহাদের গৃহদ্বারে উপস্থিত হইত, তাহাদের সংসারের সুখ দুঃখের কথা বেশ মনোযোগের সহিত শুনিয়া দুঃখীর দুঃখে অশ্রুপাত করিত, শোকে সান্ত্বনা দিত, পীড়ায় ঔষধ পথ্য যোগাইত, আঁচলের খুঁট হইতে পয়সা খুলিয়া দিয়া অনশনের কঠোর পীড়ন হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিত, তখন তাহারা এই করুণাময়ীর করুণায় বিগলিত হইয়া তাহার পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িত।

এইরূপে অমিয়া যখন গ্রামের ইতরভদ্র সকল শ্রেণীর লোকের হৃদয়

অধিকার করিয়া, বৃদ্ধ বৃদ্ধা যুবক যুবতীর শ্রদ্ধার অর্ঘ লইয়া, গ্রামবাসী-দিগের নিতান্ত প্রয়োজনীয় আত্মীয়রূপে গণ্য হইল, তখন শুধু একটী লোক গভীর অশ্রদ্ধা ও অবজ্ঞার ভাব লইয়া তাহাকে সন্দেহের বিষাক্ত দৃষ্টিতে বিদ্ধ করিতে লাগিল। সে উপেনের নবনিযুক্ত নায়েব ও বন্ধু রাখাল মিত্তির। বহু গুণ সত্ত্বেও রাখাল কিছুতেই এই রমণীর সপক্ষে শ্রদ্ধার ভাব পোষণ করিতে পারিল না; গ্রামের সকলের মুখেই অমিয়ার অজস্র সুখ্যাতি শুনিয়াও রাখাল কিছুতেই তাহাকে এই খ্যাতির উপযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করিল না। উপেনও তাহাকে বুঝাইতে পারিল না যে, এই রমণীটী অল্পবয়স্কা হইলেও বাস্তবিক শ্রদ্ধার পাত্রী। বরং বুঝাইতে গেলে রাখাল রাগিয়া বলিত, "দেখ, তুমি এম এ পাশ, আর আমি এণ্ট্রেন্স ফেল হ'লেও সংসারের অনেকগুলা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'য়েছি, সে সকল পরীক্ষা দিতে তোমার এখনো দেরী আছে। সুতরাং আমাকে বুঝাতে যাওয়া তোমার ধৃষ্টতা মাত্র।"

পরিশেষে উপেন একদিন তাহাকে অমিয়ার সহিত আলাপ করাইয়া দিবার জন্য ধরিয়া বসিল। রাখাল কিন্তু তাহাতে সম্মত হইল না; বলিল, "অমিয়া এমন কোন সাধুসন্ন্যাসী বা মহাপুরুষ নয় যে, তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে বা তার দু'টো কথা শুনলেই আমার মনের ভাবটা উল্টে যাবে। সে যতই লম্বা চওড়া বক্তৃতা দিক্, মেয়ে মানুষ। একটা অনাত্মীয় মেয়ে মানুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা বা তার বক্তৃতা শোনা আমি বেশ পছন্দ করি না।"

উপেন হাসিয়া তাহাকে তিরস্কার করিয়া বলিল, "ছিঃ, তুমি নিতান্ত কাপুরুষ।"

রাখাল গম্ভীর ভাবে উত্তর করিল, "সে কথা আমি স্বীকার করি,

এবং তুমিও যে আমার চাইতে খুব বীরপুরুষ এমন বিশ্বাসও আমার নাই। সুতরাং আমি তোমাকে এই বীরোচিত কার্য্য হ'তে নিবৃত্ত হবার জন্য অনুরোধ কচ্চি। সে মাষ্টার হ'য়ে এসেছে, মাষ্টারী করবে। তার সঙ্গে তোমার এত দেখা সাক্ষাতের দরকার কি ?"

উপেন বলিল, "দোষও কিছু নাই।"

রাখাল বলিল, "দোষ সম্পূর্ণ আছে। 'ঘৃতকুম্ভসমা নারী' বচনটা ভুলে যেও না।"

উপেন একটু রাগিয়া বলিল, "যারা আপনাদের দুর্ব্বল হৃদয় দিয়ে অপরের হৃদয়বলের পরীক্ষা করে, এটা তাদেরই উক্তি।"

রাখাল কিন্তু উপেনের হৃদয়ের সবলতার উপর আস্থা স্থাপন করিয়া কিছুতেই নিশ্চিন্ত হইতে পারিল না ; শিক্ষয়িত্রীর সহিত সাক্ষাৎ হইতে উপেনকে নিরস্ত করিবার জন্য সে অনেক চেষ্টা করিল, অনেক উপদেশ দিল। উপেন কিন্তু তাহার কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিতে লাগিল। তখন রাখাল একদিন প্রস্তাব করিল, "দেখ, যদি মেয়ে মাষ্টার রাখতেই হয়, তবে একজন মিশনরীর মেয়ে নিয়ে এস।"

উপেন হাসিয়া বলিল, "কেন, তোমার আলোকের দরকার হ'য়েছে নাকি ?"

রাখাল উত্তর দিল, "আমার দরকার না হ'লেও অনেকের জন্যই তার প্রয়োজন হ'য়েছে। আমি বুনো বাঘের চাইতে পোষা বাঘকেই বেশী ভয় করি।"

উপেন হাসিতে হাসিতে বলিল, "মেয়ে মানুষ বাঘ, মন্দ কবিত্ব নয়। সেই না কি একটা দোঁহা আছে—দিনকা মোহিনী রাতকা বাঘিনী,—তারপর কিহে ?"

রাখাল রাগতভাবে বলিল, "তারপর যা, তা তুমি নিজেকে দিয়েই প্রত্যক্ষ করাবে।"

পরিশেষে রাখাল প্রস্তাব করিল, "তোমার বয়স হ'য়েছে, বিয়ে কর।"

উপেন বলিল, "বিএ তো অনেক দিন হ'য়ে গিয়েছে। একেবারে ফার্ষ্ট ডিবিশান, বুঝেছ? তিন নম্বরের জন্য স্কলারশিপটা পেলাম না।"

"এবার না হয় সে আক্ষেপটা মিটিয়ে নাও। বয়সও তো হ'য়েছে।"

"অরক্ষণীয় নাকি?"

"নিতান্ত রক্ষণীয়ও নয়।"

"তোমার মত বন্ধু যখন পিছনে বেত্রহস্তে দণ্ডায়মান, তখন সে ভয় নাই।"

রাখাল বুঝিল, রোগ বড় সহজ নহে। কিন্তু সূত্রপাতেই ইহার মূলোচ্ছেদ করিতে না পারিলে পরিণামে ইহা সাংঘাতিক হইয়া দাঁড়াইতে পারে। তখন সে উপেনের দিক্ হইতে কোন আশা নাই দেখিয়া রোগের মূল অমিয়াকে তাড়াইবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইল। কিন্তু সে পথেও বিঘ্ন অনেক। উপেন নিজে যাহার পক্ষপাতী, গ্রামশুদ্ধ লোক যাহার প্রতি অনুরক্ত, তাহাকে দূরীভূত করা সহজসাধ্য নহে; এক প্রকার অসাধ্য। রাখাল বিরক্ত হইয়া স্থির করিল, কার্য্যত্যাগ করিবে।

এইরূপ স্থির করিয়া সে একদিন উপেনকে বলিল, "আমাকে ভাই নায়েবী হ'তে রেহাই দাও।"

উপেন জিজ্ঞাসা করিল, "কারণ?"

"কারণ নায়েবীতে আমার পোষাচ্ছে না।"

"পোষাবে না যে তা আমি জানি। দেওয়ানজী যে রকম প্রজা

ঠেঙ্গাতে সুরু ক'রেছেন, তাতে তাঁকে শীগ্‌গির অবসর দিতে হবে। ও কাজটা দেখছি তুমি না হ'লে চলবে না।"

শঙ্কার ভাব প্রকাশ করিয়া রাখাল বলিল, "সর্ব্বনাশ, দেওয়ানী!"

"তবে একেবারে সাক্ষাৎ জমিদার হ'তে চাও নাকি?"

"আমি জমিদারী সেরেস্তাতেই থাকতে চাই না।"

"কেন, লাট সাহেবের সেরেস্তা হ'তে ডাক এসেছে বুঝি?"

গম্ভীরভাবে রাখাল বলিল, "তামাসা নয় উপেন, আমি তোমার সংসারে থাকতে ইচ্ছা করি না।"

উপেন একটু গম্ভার হাসি হাসিয়া বলিল, "আমার অপরাধ?"

রাখাল বলিল, "অপরাধ তোমার কি আমার, তা ঠিক জানি না। তবে তোমার যে রকম ভাব গতিক দেখেছি, তাতে চোখের উপর—"

বাধা দিয়া তীব্রস্বরে উপেন বলিল, "চোখের উপর বন্ধুর অধঃপতন দেখতে পারবে না। তাই দূরে স'রে গিয়ে বন্ধুর উপযুক্ত কাজ করবে। কেমন, এই কথা তো?"

রাখাল একবার বন্ধুর মুখের দিকে চাহিয়াই লজ্জায় দৃষ্টি অবনত করিল। উত্তেজিত কণ্ঠে উপেন বলিল, "দেখ, আমি মনে করেছিলাম, তুমি সেই রাখাল মিত্তিরই আছ, কিন্তু তোমার মনে যে এত পাকচক্র এসেছে তা আমি বুঝতে পারি নাই। তুমি আমার অধঃপতনের সম্ভাবনায় শঙ্কিত হয়েছ, কিন্তু তোমার নিজের কতটা অধঃপতন হ'য়েছে তা দেখতে পাচ্চো কি? ছিঃ!"

উপেন তাহার মুখের উপর তিরস্কারপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া চলিয়া গেল। রাখাল লজ্জারক্তিম মুখে বসিয়া মস্তকে হস্তাবমর্ষণ করিতে লাগিল।

নবম পরিচ্ছেদ

রাগের শাস্তি

অমিয়ার উপর গভীর বিতৃষ্ণা ও বিরক্তি লইয়া রাখাল যখন নিজ বাড়ীতে উপস্থিত হইল, তখন সে অমিয়াকে তথায় উপস্থিত দেখিয়া খুবই আশ্চর্য্যান্বিত হইল। অমিয়া তখন সতুকে কোলে লইয়া ঘরের ভিতর বসিয়াছিল, আর তাহারই পাশে বসিয়া কুমুদ রামায়ণ পড়িতে-ছিল। দেখিয়া রাখাল নিতান্ত হতবুদ্ধির ন্যায় রৌদ্রতপ্ত উঠানে দাঁড়াইয়া পড়িল।

তাহাকে দেখিয়া অমিয়া একটুও ব্যস্ত বা সঙ্কুচিত হইল না; সে শুধু ধীরভাবে গাত্রবস্ত্র সংযত করিয়া লইল। কুমুদ রামায়ণখানা মুড়িয়া ফেলিল। রাখাল ঘরের দাবায় উঠিবে, কি উঠানেই রৌদ্রের মধ্যে দাঁড়াইয়া থাকিবে, তাহা স্থির করিতে না পারিয়া ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। অমিয়া যেন তাহার এই ইতস্ততঃ ভাবটুকু বুঝিতে পারিয়া ধীর প্রসন্নকণ্ঠে বলিল, "রোদে দাঁড়িয়ে রইলেন যে আপনি, উঠে আসুন না।"

রাখাল একটু সলজ্জভাবে দাবার উপর উঠিল, এবং জামা জুতা খুলিয়া পা ধুইতে বসিল। কুমুদ বাহিরে আসিয়া সহাস্যে অনুযোগের স্বরে বলিল, "ছেলেটা কি নেমকহারাম রাখালদা, ও দিদিকে পেয়ে আর আমার কাছে আসবে না।"

রাখাল মৃদু হাসিয়া, উত্তর দিল, "বটে!"

কুমুদ হাতখানা নাড়িতে নাড়িতে বলিল, "আমিও কিন্তু এর শোধ নেব। ওকে বলেছি, আমি আর মোটে কোলে নেব না।"

গামছা দিয়া পায়ের জল মুছিতে মুছিতে রাখাল বলিল, "তা হ'লে কিন্তু লঘুপাপে গুরুদণ্ড হবে।"

ঘাড় নাড়িয়া কুমুদ বলিল, "তা হয় হবে।"

রাখাল হাসিয়া বলিল, "তুই কিন্তু বড় কড়া হাকিম কুমু।"

অমিয়া সতুকে কোলে লইয়া বাহিরে আসিল, এবং বেশ প্রফুল্ল স্বরে বলিল, "বলুন তো, আমি ওকে কিছুতেই বুঝাতে পারি না যে, ছেলে মানুষ কারো কোলে গেলেই তার এমন কোন অপরাধ হয় না।"

একজন অপরিচিতা যুবতীর এই অসঙ্কোচ ভাব দেখিয়া রাখাল শুধু যে বিস্মিত হইল তাহা নহে, তাহার কথার উত্তর কিরূপে দিবে তাহাও ভাবিয়া পাইল না, শুধু নতমুখে একটু হাসিল মাত্র।

কুমুদ গ্রীবা আন্দোলন করিয়া অমিয়ার কথার উত্তর দিল; বলিল, "একশো বার অপরাধ হয়। আমার সঙ্গে ওর দেড় বছরের চেনা পরিচয়, আজ দু'মাসের উপর আমার কোলে পিঠে রয়েছে, আর পাঁচ সাত দিন মাত্র দিদিকে দেখেই আমাকে ভুলে গেল। ওরে নিমকহারাম!"

ব'লয়া সে সতুর মুখের উপর হাস্যোজ্জ্বল ভ্রূকুটী নিক্ষেপ করিল। সতু অমিয়ার গলা জড়াইয়া হাসিয়া উঠিল এবং হাসিতে হাসিতে এক একবার কুমুদের দিকে আড় চোখে চাহিতে লাগিল। কুমুদ হাসিয়া বলিল, "দুষ্টু ছেলের রকমটা একবার দেখেছ। আচ্ছা, কিরণদি তো প্রায়ই আসে, কিন্তু তার কাছে তো যায় না!"

রাখাল বলিল, "ঐটুকুই ভাববার জিনিষ কুমু, ভালবাসার ঐ রহস্য-টুকু এখনো মানববুদ্ধির দ্বারা ভেদ হয় নি। ওটা ঠিক যেন যাদুর মত।"

সহাস্যে অমিয়া বলিয়া উঠিল, "দোহাই রাখালবাবু, তাই ব'লে আমাকে যেন যাদুকরী স্থির ক'রে ফেলবেন না।"

রাখাল মৃদু হাসিল। নতমুখে বলিল, "আপনি বুঝি রোজ এমন সময় আসেন?"

অমিয়া বলিল, "রোজ এমন সময় আসবার অবসর পাই না; আজ স্কুল বন্ধ তাই এসেছি। নয় তো পাঁচটার পর আসি।

কুমুদকে লক্ষ্য করিয়া রাখাল বলিল, "তুই বুঝি ওঁর কাছে পড়তে সুরু ক'রেছিস্?"

কুমুদ লজ্জায় ঘাড় ফিরাইয়া লইল। অমিয়া বলিল, "ঠিক যে পড়ার মত পড়া তা নয়, তবে ও আগে উপন্যাস পড়তেই খুব ভালবাসতো, আমি বুঝিয়ে শুঝিয়ে কৃত্তিবাসী রামায়ণ আরম্ভ করিয়েছি।"

তাহার উক্তির সমর্থন করিয়া রাখাল বলিল, "বেশ ক'রেছেন। উপন্যাস প'ড়েই দেশের মেয়েগুলা উচ্ছন্নে গেল।"

অমিয়া বলিল, "আপনার এই মতটাকে কিন্তু আমি সম্পূর্ণ মেনে নিতে পারলাম না রাখালবাবু, মেয়েদের প'ড়বার মত উপন্যাসও অনেক আছে।"

একটু বিরক্তির সহিত রাখাল উত্তর করিল, "ছাই আছে। ওতে শুধু নায়ক নায়িকার কথা, আজগুবী প্রণয়ের কথা। ঐসব প'ড়ে প'ড়ে মেয়েগুলার মাথা বিগড়ে যায়। তার চেয়ে রামায়ণ মহাভারত পড়লে পড়াকে পড়াও হয়, সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মশিক্ষাও হয়। আপনি ওকে ঐ দু'খানা বই ভাল ক'রে পড়িয়ে দেবেন।"

ঈষৎ হাসিয়া অমিয়া বলিল, "সে জন্য আমাকে বিশেষ কষ্ট স্বীকার কত্তে হবে না। এই কয়দিনেই কুমুদ এমন চমৎকার রামায়ণ পড়তে শিখেছে যে, তা শুনলে আপনি অবাক্ হ'য়ে যাবেন।"

রাখাল বলিল, "সেটা আপনারই অধ্যাপনার গুণ।"

বলিয়া একটু থামিয়া রাখাল পুনরায় সহাস্যে বলিল, "দেখছি, কিছু দিন থাকলে আপনি দেশের মেয়েগুলাকে পণ্ডিত ক'রে ছাড়বেন।"

অমিয়া বলিল, "সেটা সম্ভব হ'তো যদি আমি নিজে পণ্ডিত হ'তাম। তবে মেয়ে ছেলেরা অবসরকালটুকু পরচর্চ্চা বা ঝগড়া বিবাদে না কাটিয়ে যদি বিদ্যা বা ধর্ম্মচর্চ্চায় অতিবাহিত কত্তে পারে তা হ'লেই আমার উদ্দেশ্য সফল জ্ঞান করবো।"

গম্ভীরভাবে রাখাল উত্তর দিল, "ঈশ্বর আপনার মহৎ উদ্দেশ্যের সহায় হোন।"

সতু তখন অমিয়ার কাঁধে মাথা রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। অমিয়া তাহাকে বিছানায় শোয়াইয়া রাখালকে নমস্কার করিয়া বিদায় লইল। কুমুদ বলিল, "তোমার ভাত তরকারী ঠিক আছে, নিয়ে খাও। আমি চললাম, বেলা হ'য়েছে।"

কুমুদ চলিয়া গেলে রাখাল ঘরে ঢুকিয়া, নিদ্রিত সতুর মুখের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কয়দিন হইতে রাখাল সতুর একটা পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিতেছিল। তাহার অঙ্গ এমনই সুমার্জ্জিত, মাথার চুলগুলি সুবিন্যস্ত, কপালের টীপ, চোখের কাজল এমনই পরিপাটীভাবে দেওয়া থাকে যে, সে সকল কুমুদের অশিক্ষিত হস্তের নৈপুণ্য বলিয়া বোধ হয় না, তাহাদের ভিতর যেন আর কাহার সুদক্ষ হস্তের নিপুণতা স্পষ্ট দেখা যায়। কিন্তু সেই নিপুণ হস্তটী যে কাহার, রাখাল সেই টুকুই বুঝিয়া উঠিতে পারিত না। আজ কিন্তু স্পষ্ট বুঝিতে পারিল। সঙ্গে সঙ্গে অমিয়ার উপর বিদ্রোহের ভাবটুকু দূরীভূত হইয়া তাহার প্রতি একটু শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার উদয় হইল।

দশম পরিচ্ছেদ

দুই বন্ধু

অপরাহ্ণে রাখাল কাছারীর নির্জ্জন ঘরে বসিয়া, কাগজপত্র লইয়া হিসাব নিকাশে ব্যস্ত ছিল ; এমন সময় উপেন আসিয়া ডাকিল, "ওগো রাখাল বাবু !"

রাখাল মুখ তুলিয়া তাহার দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিয়াই পুনরায় হিসাবের কাগজে মনঃসংযোগ করিল।

উপেন খুব কাছে আসিয়া ব্যঙ্গের স্বরে বলিল, "ওহে, মনিবকে দেখলেই যে আমলাদের কাজের চাড়টা খুব বেশী হয় তা আমি জানি। এখন কাজ রেখে গরীবের গোটা কতক কথা শুনবার অবকাশ হবে কি ?"

মুখ না তুলিয়াই রাখাল বলিল, "বললেই পার।"

উপেন মাদুরখানার উপর থপ্ করিয়া বসিয়া পড়িল ; ঈষৎ গম্ভীর স্বরে বলিল, "বলবো কাকে ? তোমাকে, না তোমার কাগজগুলাকে ?"

রাখাল বলিল, "দু'মিনিট সবুর কর, জমা খরচটা সেরে নিই।"

কৃত্রিম রোষপূর্ণ স্বরে উপেন বলিল, "ড্যাম্ জমাখরচ। দেখ, মনিবের সঙ্গে কি রকমে কথাবার্ত্তা কইতে হয়, তা তোমরা আদৌ জান না। তুমি নায়েব, আমি জমিদার ; তোমার দু'মিনিট সময়ের চাইতে আমার দু'মিনিট সময় বেশী মূল্যবান্ এটা তোমার বোঝা উচিত।"

রাখাল কোন উত্তর করিল না। উপেন তখন জমাখরচের কাগজ খানা টানিয়া দূরে ফেলিয়া দিল, এবং রাখাল ঈষৎ বিরক্তভাবে মুখ তুলিয়া চাহিতেই হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল। রাখাল মুখখানাকে

গম্ভীর করিয়া বলিল, "দেখ উপেন, ভিতরে আমাদের যতই বন্ধুত্ব থাক্, বাইরে তুমি মনিব আমি চাকর। আর ঠিক সেই ভাবেই তোমার চলা উচিত।"

উপেন জিজ্ঞাসা করিল, "শুধু আমি একা চলবো?"

রাখাল বলিল, "না, উভয়কেই চলতে হবে।"

উপেন তখন বেশ জাঁকিয়া বসিল; এবং স্বরটাকে খুব গম্ভীর করিয়া বলিল, "তাই বুঝি মনিবের সঙ্গে এক আসনে বসে আছ? নাও, উঠে সামনে দাঁড়াও।"

রাখাল ইতস্ততঃ নিক্ষিপ্ত কাগজগুলাকে ঠিক করিয়া লইতে লইতে বলিল, "বাস্তবিক, তাই করাই উচিত।"

উপেন বলিল, "শুধু মুখে উচিত বললে হবে না, কাজে দেখাও। নাও, উঠ।"

বলিয়া উপেন পুনরায় গুছান কাগজগুলাকে টানিয়া ছড়াইয়া দিল। রাখাল বিরক্তভাবে বলিল, "আঃ, কি কর, কাজের সময় রহস্য ভাল লাগে না।"

উপেন গম্ভীর ভাবেই বলিল, "আমি মনিব, তুমি চাকর, তোমার সঙ্গে তামাসার সম্পর্ক মোটেই নাই। আর কাজ করবারই বা তোমার দরকার কি? তুমি তো কাজে ইস্তফা দিচ্চ?"

রাখাল বলিল, "আমি তো তাই মনে ক'রেছিলাম, কিন্তু—"

উপেন বলিল, "কিন্তু আমি তোমাকে জোর ক'রে ধরে রেখেছি, না? এ ধারণাটা তোমার কেন হ'ল? আমি জোর গলায় বলছি, তোমার মত লোককে রাখবার জন্য আমার একটুও জেদ নাই।"

রাখাল নিঃশব্দে নতমুখে কাগজগুলা গুছাইতে লাগিল। উপেন

ক্রোধপরুষ কণ্ঠে বলিল, "যারা শুধু জমাখরচ নিয়েই ব্যস্ত, আমার বিষয়টা গেল কি রইল সেটা যাদের খেয়ালেই আসে না, তেমন সব স্বার্থপর লোককে আমি চাই না, চাই না, চাই না।"

কথা সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে উপেন মাদুরের উপর সশব্দে চপেটাঘাত করিল। রাখাল বিস্ময়াভিভূত ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "ব্যাপার কি উপেন?"

উপেন রোষক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলিল, "কিছু না। তুমি তোমার জমাখরচ নিয়ে ব্যস্ত থাক। তারপর আমার জমিদারী যায় যাক্ থাকে থাক্।"

বিস্ময়ের সহিত রাখাল জিজ্ঞাসা করিল, "জমিদারী যাবে, কেন?"

"তোমাদের মত প্রভুভক্ত কর্ম্মচারী থাকতে যাবার অভাবও নাই। কেউ চেষ্টা কচ্চো নিরীহ প্রভুটীর ঘাড় ভেঙ্গে কিরূপে ভবিষ্যতের কিছু সংস্থান করি; কারো ইচ্ছা, জমিদারীটা কতক্ষণে নীলামে উঠে, কারো চেষ্টা প্রভুটী কিসে পথে বসে। কেমন, ঠিক কি না।"

রাখাল বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টিতে উপেনের মুখের দিকে চাহিল। উপেন গম্ভীর ভাবে বলিল, "আমার মুখে দেখবার মত কিছুই নাই। দেখতে হয় তো অম্বিকা বাবুর মুখখানা বেশ ভাল ক'রে দেখো, আর শিখে নিও, দেওয়ানী কত্তে হ'লে মুখটাকে কি রকম বিশ্রী গম্ভীর কত্তে হয়।"

রাখাল নতমুখে কাগজ নাড়িতে লাগিল। উপেন বলিল, "সকালেই তোমাকে বলবো মনে ক'রেছিলাম, কিন্তু তুমি এক শিক্ষয়িত্রীকে নিয়ে যে রকম লেক্‌চার দিতে সুরু করলে, তাতে তোমার সামনে দাঁড়াতেই সাহস হ'লো না। অম্বিকা বাবু সংবাদ দিয়েছেন কি জান, ধুলেপুর মহালের প্রজারা বিদ্রোহী হয়েছে, তারা এক পয়সা খাজনা দেবে না।"

রাখাল বলিয়া উঠিল, "খাজনা দেবে না?"

উপেন বলিল, "খাজনা দিলে বিদ্রোহী হবে কেন ?"

চিন্তিতভাবে রাখাল বলিল, "উপায় ?"

উপেন বলিল, "সে উপায়ও তিনি ব'লে দিয়েছেন। কতকগুলো প্রজার নামে খুব সঙ্গীন মিথ্যা মোকদ্দমা আনতে হবে। সেখানকার কাছারী বাড়ীটা পুড়িয়ে দিয়ে প্রজাদের আসামী কত্তে হবে, দু'চারটে দাঙ্গা বাধাতে হবে। কতকগুলো প্রজাকে বাকী খাজানার দায়ে ফেলতে হবে।"

রাখাল ঘৃণাসূচক মুখভঙ্গী করিল। উপেন একটু ব্যঙ্গের হাসি হাসিয়া বলিল, "অম্বিকা বাবুর মতে এ রকম কড়া শাসন না হ'লে প্রজা ঠিক থাকে না, জমিদারী রক্ষা করা যায় না।"

ক্রুদ্ধ স্বরে রাখাল বলিল, "এ রকমে জমিদারী থাকার চেয়ে যাওয়াই ভাল।"

উপেন বলিল, "তুমি যে দেখছি পরমহিতৈষী বন্ধুর মতই কথাটা বললে। জমিদারী গেলে খাব কি ক'রে ?"

তীব্র কণ্ঠে রাখাল বলিল, "ভিক্ষা ক'রে খাবে।"

উপেন হাসিয়া বলিল, "জমিদারের ছেলে হ'য়ে ভিক্ষা ক'রে খাব, এতটা সৎসাহস এখনো আমার হয় নি।"

"তবে কি করবে ?"

"ঐ টুকুই তোমার কাছে জিজ্ঞাস্য।"

রাখাল নীরবে হাতের কাছের কাগজগুলা লইয়া নাড়িতে চাড়িতে লাগিল। উপেন বলিল, "দেখছি তোমার জমাখরচ গুলিয়ে গেল।"

সে কথার কোন উত্তর দিয়া রাখাল বলিল, "এর ভিতর নিশ্চয়ই অম্বিকা বাবুর চাল আছে। এই রকমে মামলা মোকদ্দমা বাধাতে পারলে—"

উপেন মৃদু হাসিয়া বলিল, "জমিদারীটা খুব সহজেই নীলামে উঠবে।"

বিরক্তির সহিত রাখাল বলিল, "তুমি হাসচো উপেন, আমার কিন্তু এমনি ইচ্ছা হচ্চে—"

তাহার অসম্পূর্ণ বাক্যাংশ পূর্ণ করিয়া দিয়া উপেন বলিল, "অম্বিকা বাবুকে দু'চার ঘা বসিয়ে দাও। কিন্তু বলেছি তো, তোমার মত সৎসাহস আমার নাই।"

রাখাল নীরবে বসিয়া ভাবিতে লাগিল। উপেন বলিল, "আমি কিন্তু আর একটা উপায় স্থির ক'রেছি।"

রাখাল সাগ্রহে উপেনের মুখের দিকে চাহিল। উপেন বলিল, "অম্বিকা বাবু অনেক ভেবেও যখন অন্য কোন উপায় দেখতে পাচ্চেন না, তখন তাঁকে এ ভাবনার হাত হ'তে অব্যাহতি দেওয়াই ভাল।"

রাখাল সোৎসাহে বলিয়া উঠিল, "খুব ভাল যুক্তি।"

গম্ভীরভাবে মস্তক সঞ্চালন করিয়া উপেন বলিল, "যুক্তি তো খুব ভাল, কিন্তু অম্বিকা বাবুকে ছাড়লে কাজ চালায় কে?"

"অন্য লোক রাখ।"

"সে লোকটাই যে দ্বিতীয় অম্বিকা বাবু হবে না তার নিশ্চয়তা কি?"

রাখাল নিরুত্তরে বসিয়া রহিল। উপেন একটু ভাবিয়া বলিল, "থাক্ সে যা হয় হবে। তুমি তা হ'লে ইস্তফাটা কবে দিচ্চো?"

রাখাল চিন্তাগম্ভীর মুখে বলিল, "ইস্তফার কথা পরে। কিন্তু তুমি কি মনে কর উপেন, আমার দ্বারা সুশৃঙ্খলায় কাজ চলবে?"

সহাস্যে উপেন বলিল, "সুশৃঙ্খলা ছেড়ে বিশৃঙ্খল ভাবেও যে চলবে

না তা আমি জানি। তবে রাতারাতি ডবল প্রোমোশন নিয়ে দেওয়ান হ'তে একেবারে জমিদারের পদে উঠতে চাইবে না এইটুকুই আমার ভরসা। অন্ততঃ চক্ষুলজ্জাও তো আছে।"

রাখাল বলিল, "তামাসা নয় উপেন, কাজটা কত দায়িত্বপূর্ণ তা তুমি বুঝতে পাচ্চ না।"

উপেন বলিল, "বুঝতে পারি বা না পারি, এত বড় দায় ঝুঁকি ঘাড়ে নেবার জন্য মহাশয়কে সাধ্যসাধনাও কচ্চি না।"

রাখাল বসিয়া ভাবিতে লাগিল। উপেন তাহার চিন্তাগম্ভীর মুখের দিকে চাহিয়া সহাস্যে বলিল, "ওহে, পেটে ক্ষিদে মুখে লাজ কেন? তিরিশ টাকা থেকে একেবারে এক শো টাকা, আমারই প্রাণটা আনচান করে, বুঝলে?"

রাখাল বলিল, "তা হ'লে কালই আমায় একবার ধুলেপুর যেতে হয়।"

উপেন বলিল, "তুমি ধুলেপুর যাও, রামপুর যাও, শ্যামপুর যাও, আমার তাতে কি? আমি নিজের বোঝা তোমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে খালাস।"

চিন্তিতভাবে রাখাল বলিল, "কিন্তু আমার ঘাড়ে যে আর একটা মস্ত বোঝা আছে। ছেলেটার তরেই ভাবনা। দেখি, কুমুদ যদি ভারটা নিতে পারে।"

উপেন মৃদু হাসিয়া বলিল, "খুব নেবে, তুমি বললেই নেবে। আচ্ছা, কুমুদের সঙ্গে তোমার এত মাখামাখি কেন? সে নাকি দিন রাত তোমার ছেলে নিয়ে থাকে, তোমাকে রেঁধে ভাত দেয়?"

প্রফুল্ল মুখে রাখাল বলিল, "বড় চমৎকার মেয়ে উপেন, ছেলেটাকে প্রাণতুল্য ভালবাসে।"

উপেন হাসিয়া বলিল, "ছেলেকে ভালবাসতে গিয়ে শেষে ছেলের বাপের উপরেও ভালবাসাটা এসে না পড়ে।"

রাখাল হাসিতে গেল, কিন্তু তাহার হাসিটা মোটেই ফুটিল না।

উপেন বলিল, "দেখ, তোমার বিয়ে করা দরকার হ'য়েছে।"

রাখাল নিরুত্তরে বসিয়া ভাবিতে লাগিল। উপেন বলিল, "কি বল, ঘটকালি ক'রবো?"

রাখাল বলিল, "সেটা এরপর ক'রো। এখন কিন্তু তোমাকে একটা কাজ কত্তে হবে, আমি ফিরে না আসা পর্য্যন্ত অম্বিকা বাবুকে জবাব দিও না, আর তার ভিতর তিনি সদর ছেড়ে যেন কোথাও না যান।"

উপেন জিজ্ঞাসা করিল, "ধ'রে রাখবো?"

রাখাল বলিল, "হাঁ, কিন্তু সেটা কৌশলে, কোন রকম কাজে জড়িয়ে রাখতে হবে। বুঝেছ?"

"বুঝেচি" বলিয়া উপেন চলিয়া গেল; রাখাল কাগজপত্র গুছাইতে ব্যস্ত হইল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

গীতা

সকালে অমিয়া পূজা শেষ করিয়া গীতা পাঠ করিতেছিল ; উপেন ধীরে ধীরে গিয়া ঘরের দরজায় দাঁড়াইল। অমিয়া দরজার দিকে পিছন ফিরিয়া বসিয়াছিল, সুতরাং সে উপেনকে দেখিতে পাইল না ; সে আপন মনে তদগত চিত্তে পাঠ করিতে লাগিল। উপেন নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া তাহার ভক্তিগদ্গদ কণ্ঠের মধুর আবৃত্তি শুনিতে লাগিল। অমিয়া তখন একাদশ অধ্যায়ে, ভগবানের বিশ্বরূপ দর্শনে ভীত বিস্ময়বিমুগ্ধ অর্জ্জুন কর্ত্তৃক বিরাট্ পুরুষের স্তব পাঠ করিতেছিল। পড়িতে পড়িতে তাহার সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছিল ; বাহ্যজ্ঞান যেন তিরোহিত হইয়া আসিয়াছিল ; ভক্তিবিহ্বল সমুচ্চকণ্ঠে অমিয়া পড়িয়া যাইতেছিল—

"ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ-
স্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরং চ ধাম
ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ ॥

বায়ুর্যমোঽগ্নির্বরুণঃ শশাঙ্কঃ
প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ।
নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ
পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে ॥

নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে
নমোঽস্তুতে সর্ব্বত এব সর্ব্ব।
অনন্তবীর্য্যামিতবিক্রমস্ত্বং
সর্ব্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্ব্বঃ ॥

একাদশ অধ্যায় শেষ হইল। দ্বাদশ অধ্যায়ে ভক্তিযোগ আরম্ভ হইল। অমিয়া ভক্তিসুমধুর কণ্ঠে পড়িতে লাগিল—

"অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষঃ উদাসীনঃ গতব্যথঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥
যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ ॥"

সহসা পশ্চাতে চাহিতেই উপেনের দৃষ্টিতে অমিয়ার দৃষ্টি সম্মিলিত হইল। অমিয়া মৃদু মধুর হাস্য করিয়া দ্বাদশ অধ্যায় শেষ করিল, এবং পুস্তক বন্ধ করিয়া ব্যস্তভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল। উপেন জিজ্ঞাসা করিল, "ওকি, উঠে পড়লেন যে?"

অমিয়া ঈষৎ সঙ্কুচিত ভাবে উত্তর করিল, "আপনি কতক্ষণ এসেছেন?"

উপেন বলিল, "খুব বেশীক্ষণ নয়।"

"একটু সাড়া দিলে আপনাকে এতক্ষণ দাঁড়িয়ে কষ্ট ভোগ কত্তে হ'তো না।"

"তা হ'লে কিন্তু আপনার এমন চমৎকার গীতাপাঠ শুনবার সুযোগ পেতাম না।"

অমিয়া একটু লজ্জার হাসি হাসিয়া মুখ নীচু করিল, এবং "আসুন" বলিয়া বসিবার ঘরের দিকে অগ্রসর হইল। উপেন তাহার অনুসরণ করিল।

বসিবার ঘরে গিয়া উপেন একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিল, এবং অমিয়ার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল, "আপনি বড় সুন্দর গীতাপাঠ করেন। আমি অনেক পণ্ডিতকে গীতাপাঠ কত্তে শুনেছি, কিন্তু সত্যি বলতে কি, তা এত মিষ্ট বোধ হয় নি।"

অমিয়া নতমুখে দাঁড়াইয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। উপেন বলিল, "আপনি দেখছি, সংস্কৃত বেশ ভাল জানেন।"

অমিয়া সহাস্যে উত্তর করিল, "ভাল নয়, সামান্যই শিখেছিলাম।"

উপে। সামান্য সংস্কৃত জানলে কখন এমন মাত্রা ছন্দ ঠিক রেখে বিশুদ্ধ উচ্চারণ করা যায় না।

অমি। ওটা পড়তে পড়তে অভ্যাস হ'য়ে গিয়েছে।

উপে। আপনি কি প্রত্যহই গীতাপাঠ করেন ?

অমি। সমগ্র নয়, দু' এক অধ্যায়—যা সময়ে কুলিয়ে উঠে।

উপে। অর্থ বুঝতে পারেন ?

অমি। শুনেছি, বড় বড় পণ্ডিতেরাও গীতার অর্থবোধে সমর্থ হন না। আমি সামান্য মেয়েমানুষ মাত্র।

উপে। যখন অর্থ বুঝেন না, তখন পড়ায় ফল কি ?

অমিয়া একটু ইতস্ততঃ করিয়া উত্তর দিল, "ফল—ফল কি তা জানি না।"

"তবে পড়েন কেন ?"

"পড়লে আনন্দ পাই, তাই পড়ি।"

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া উপেন জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি মনে করেন, যুদ্ধক্ষেত্রে যখন উভয়পক্ষীয় সৈন্য পরস্পর প্রহারে সমুদ্যত, তখন সেই প্রহারোদ্যত সৈন্যমণ্ডলীর মাঝে দাঁড়িয়ে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে এত বড় একটা আঠার অধ্যায়ের পুঁথি শুনিয়ে দিয়েছিলেন ?"

মৃদু হাসিয়া অমিয়া বলিল, "ঠিক সেই সময়ে না হ'লেও যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বে যখন উভয় পক্ষই ভীষণ লোকক্ষয়কর যুদ্ধের উদ্যোগে ব্যাপৃত, তখন আত্মীয় বন্ধুদিগকে যুদ্ধে উদ্যোগী দেখে অর্জ্জুনের মনে নির্ব্বেদ উপস্থিত হ'তে পারে, এবং সেই সময়েই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ 'স্বয়ং তো গীতার তত্ত্ব বিবৃত ক'রে অর্জ্জুনের মানসিক নির্ব্বেদ দূর ক'রে দিয়েছিলেন।"

সহাস্যে উপেন বলিল, "তা হ'লে সেই শঙ্খধ্বনিগুলা? সেই দেবদত্ত, সুঘোষ, মণিপুষ্প প্রভৃতি শাঁখগুলা বাজলো কখন? যুদ্ধের আগে তো তেমন তুমুল শঙ্খধ্বনি উত্থিত হ'য়ে 'নভশ্চ পৃথিবীঞ্চৈব তুমুলো ব্যনুনাদয়ন্' হ'তে পারে না?"

অমিয়া বলিল, "ওটা খুব সম্ভব কবিকল্পনা।"

একটু শ্লেষের হাসি হাসিয়া উপেন বলিল, "এটা কল্পনা, আর ওটা যে আসল তার প্রমাণ কি?"

একটু গম্ভীরভাবে থাকিয়া অমিয়া বলিল, "আমি যতটুকু বুঝেছি, তাতে এই একটা শ্লোকেই বোধ হয় এই অংশের কল্পনাটুকু প্রমাণিত হবে। সে শ্লোকটা এই—'অর্জ্জুন সারথি শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, হে কৃষ্ণ! উভয় সৈন্যের মধ্যে আমার রথ স্থাপনা কর, আমি যুদ্ধার্থে সমাগত যোদ্ধাগণকে নিরীক্ষণ করিব, এবং দেখিব, এই যুদ্ধে কাহার কাহার সহিত আমাকে যুদ্ধ করিতে হইবে।' কেন ইহার আগে কি অর্জ্জুন জানতেন না যে, এই যুদ্ধে কাহারা তাঁহার প্রতিপক্ষ? তিনি বুঝতে পারেন নি যে, পিতামহ ভীষ্ম, আচার্য্য দ্রোণ এবং অন্যান্য স্বজনদিগের সহিত তাঁকে যুদ্ধ কত্তে হবে? সুতরাং বেশ পরিষ্কার বোঝা যাচ্চে যে, যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বেই অর্জ্জুন যখন জানতে পেরেছিলেন যে, ভীষ্ম

দ্রোণাদি গুরুজন এবং দুর্য্যোধনাদি আত্মীয়দিগের বিপক্ষে তাঁকে অস্ত্রধারণ কত্তে হবে, তখনই তিনি হৃদয়ে গভীর বেদনা অনুভব ক'রে যুদ্ধ হ'তে নিরস্ত হবার জন্য ইচ্ছুক হ'য়েছিলেন, এবং সেই সময়েই শ্রীকৃষ্ণ গীতার ব্যাখ্যা ক'রে তাঁকে ধর্ম্মযুদ্ধে উত্তেজিত ক'রেছিলেন। কিন্তু কবি ব্যাসদেব পরবর্ত্তী কাব্যের উৎকর্ষ বিধানের জন্যই ঘটনাটাকে যুদ্ধস্থলে নিয়ে গিয়েছেন।"

উপেন মুগ্ধচিত্তে বসিয়া অমিয়ার যুক্তিগুলি শুনিল; শুনিয়া অন্তরে আনন্দ অনুভব করিল। কিন্তু মুখে অবিশ্বাসের হাসি দেখাইয়া বলিল, "তা হ'লে দেখছি, আপনার বিশ্বাস যে, সমগ্র গীতাখানা সাক্ষাৎ ভগবানের মুখনিঃসৃত?"

অমিয়া বলিল, "সাক্ষাৎ ভগবানের মুখনিঃসৃত না হ'লেও যাঁর মুখ হ'তে নিঃসৃত হ'য়েছে, তিনি যে ভগবানেরই তুল্য সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।"

উপেন বলিল, "কিন্তু ভগবানের তুলনা একমাত্র ভগবান্। মানুষ কখন ভগবানের তুল্য হ'তে পারে না।"

অমিয়া বলিল, "ঠিক ভগবানের তুল্য না হ'লেও যাঁরা জ্ঞানে, মহত্ত্বে, প্রতিভায় সাধারণ মানুষ অপেক্ষা উচ্চস্থান অধিকার করেন, আমরা তাঁদেরই ভগবান্ বা ভগবানের অবতার ব'লে স্বীকার করি।"

উপেন হাসিয়া উঠিল; বলিল, "তা হ'লে অবতারের তো সংখ্যা থাকে না।"

অমিয়া বলিল, "হিন্দুশাস্ত্রেও তাই বলছে—অবতারা হ্যসংখ্যেয়াঃ।"

উপেন বলিল, "এইটাই কিন্তু বড় গোলের কথা। তাতে অখণ্ড ঈশ্বরের অংশ স্বীকার কত্তে হয়।"

অমিয়া বলিল, "হিন্দুশাস্ত্র তাও স্বীকার ক'রেছে। ভাগবতে বলছে—এতে চাংশকলা সর্ব্বে কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং।"

উপেন গম্ভীরভাবে বলিল, "কিন্তু যিনি নির্গুণ নিরাকার নিষ্ক্রিয়, তাঁর অংশ কিরূপে সম্ভব হ'তে পারে?"

একটুও না ভাবিয়া অমিয়া বলিল, "তিনি নির্গুণ নিরাকার নিষ্ক্রিয় হ'লেও ইচ্ছাময়। তাঁর ইচ্ছায় অসম্ভবও সম্ভব হ'তে পারে।"

এ কথার পর আর তর্ক চলে না, সুতরাং উপেনকে নিরুত্তর হইতে হইল। অমিয়া একটু চুপ করিয়া থাকিয়া মৃদু সঙ্কুচিত স্বরে বলিল, "আমার মূর্খের মত যুক্তিতর্ক শুনে আপনি বোধ হয় মনে মনে হাসছেন?"

গম্ভীরমুখে উপেন বলিল, "শুধু হাসছি না, আমার ইচ্ছা হচ্চে, কিছু দিন আপনার কাছে ব'সে শিক্ষা লাভ করি।"

অমিয়া হাসিয়া উঠিল। হাসিতে হাসিতে বলিল, "রক্ষা করুন, আপনার মত শিষ্যকে শিক্ষা দিতে হ'লে একদিনেই আমার গুরুগিরি জাহির হ'য়ে পড়বে।"

উপেন কিন্তু হাসিল না, সে সমান গম্ভীরভাবে নীরবে বসিয়া রহিল। অমিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি ভাবছেন?"

উপেন বলিল, "ভাবছি, এই বয়সে আপনি এত শিখলেন কোথা হ'তে?"

অমিয়া বলিল, "আপনার চাইতে?"

উপেন বলিল, "হাঁ, আমার চাইতে আপনার শিক্ষা অনেক বেশী। আমি এম এ পাশ করেছি, কিন্তু শিক্ষা আমার কিছুই হয় নি।"

উপেনের মুখের উপর হাস্যোজ্জ্বল মৃদু কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া অমিয়া বলিল, "তাই বুঝি বেছে বেছে আমাকে গুরু ধরতে এসেছেন?"

উপেন মুখ তুলিয়া স্থির গম্ভীরস্বরে বলিল, "হাঁ। রূপে গুণে জ্ঞানে গৌরবে সকল বিষয়েই আপনি অতুলনীয়। আমি বাস্তবিকই আপনাকে শ্রদ্ধা করি।"

অমিয়া মস্তক নত করিল। গর্ব্বের দীপ্তিতে তাহার নত মুখখানা যেন প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল।

উপেন কিয়ৎক্ষণ গম্ভীরভাবে বসিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "আমি আপনাকে একটা কথা বলতে এসেছিলাম।"

অমিয়া মুখ তুলিয়া চাহিল। উপেন বলিল, "আমার বন্ধু রাখাল দিন কয়েকের জন্য বিদেশে যাচ্চে। কিন্তু ঘরে তার একটী মাতৃহীন শিশু পুত্র আছে।"

"আছে।"

"কিন্তু তার ভার নেবার লোক কেউ নাই।"

"একজন আছে।"

"সে বালিকামাত্র।"

"বালিকা হ'লেও কুমুদ তার ভার বইতে পারে।"

"আমি কিন্তু কয়দিনের জন্য আপনাকে ছেলেটীর ভার নেবার জন্য অনুরোধ কত্তে এসেছি।"

ঈষৎ হাসিয়া অমিয়া বলিল, "আমি কিন্তু যত সহজে আপনার অনুরোধ রক্ষায় সম্মত হ'তে পারি, কুমুদ বোধ হয় তত সহজে তার গৃহীত ভার ত্যাগ কত্তে রাজী হবে না।"

উপেন নিরুত্তরে চিন্তিতভাবে বসিয়া রহিল। অমিয়া সহাস্যে বলিল, "তবে আমি আপনাকে এ আশ্বাস দিচ্চি যে, ছেলের জন্য আপনার বা আপনার বন্ধুর কোন চিন্তা নাই।"

উপেন মৃদু হাসিল। তার পর উঠিয়া নমস্কার করিয়া বিদায় গ্রহণ করিল। তাঁহার গৃহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে অমিয়ার সহাস্য মুখখানা গম্ভীর হইয়া আসিল। সে দরজার নিকট দাঁড়াইয়া স্থির অপলক দৃষ্টিতে উপেনের গমনপথের দিকে চাহিয়া রহিল। চাহিতে চাহিতে তাঁহার মুখখানা হাস্যপ্রদীপ্ত হইয়া উঠিল।

পরিচারিকা সম্মুখ দিয়া কার্য্যান্তরে যাইতেছিল। সে অমিয়ার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হাসচো কেন মা?"

অমিয়া বলিল, "হাঁ গা, তোমাদের বাবুটী কি পাগল?"

পরিচারিকা অতিমাত্র বিস্ময়ে গালে হাত দিয়া বলিয়া উঠিল, "বল কি মা, বাবু চার চারটে পাশ করেচে, আর তেনা পাগল!"

সহাস্যে "বটে" বলিয়া অমিয়া কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

অভিমানক্ষুব্ধা

উপেনকে অমিয়ার সহিত সাক্ষাৎ হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য রাখাল রমণীকে ঘৃতকুম্ভের সহিত এবং পুরুষকে অগ্নির সহিত উপমা দিয়া বুঝাইয়া দিয়াছিল যে, এই দুইটা জিনিষকে একত্র রাখিতে নাই, রাখিলে বিভ্রাটের সম্ভাবনা। রাখাল কিন্তু জানিত না যে, সেই রমণী যদি রূপবতী এবং যুবতী হয়, আবার তাহার সেই রূপ যৌবনের সঙ্গে যদি অসাধারণ গুণরাশির সংযোগ থাকে, তাহা হইলে তাহাকে ঠিক জলন্ত বহ্নির সহিতই তুলনা করা যায়, এবং পুরুষের মনটা পতঙ্গবৃত্তি অবলম্বন করিয়া সেই জলন্ত অগ্নিশিখায় ঝাঁপাইয়া পড়িবার জন্য উদ্যত হইয়া থাকে।

রাখাল না বলিলেও উপেনের মনটা কিন্তু ঠিক সেইরূপেই ছুটাছুটি করিতেছিল। সহস্র কার্য্যের মধ্যেও তাহার মনটা সর্ব্বদাই যেন অমিয়ার চিন্তাতেই বিভোর হইয়া থাকিত, এবং সেই চিন্তার সহিত শ্রদ্ধা ও সহানুভূতির আকর্ষণে সে যেন অমিয়ার সহিত আপনাকে বাঁধিয়া ফেলিত। সে বন্ধন হইতে উপেন কিছুতেই আপনাকে মুক্ত করিতে চাহিত না। অমিয়াকে আদর্শ রমণীরূপে খুব উচ্চে রাখিয়া আপনার সমগ্র হৃদয় দিয়া তাহার পূজা করিতে চাহিত।

উপেন কিন্তু নির্ব্বোধ নহে, সুতরাং এক একবার তাহার মনে হইত, তাহার চিত্তটা বুঝি ক্রমেই অবশ হইয়া পড়িতেছে, এবং সেই অবশ চিত্তের অনুসরণ করিয়া সে খুব একটা অন্যায় কাজ করিতেছে। কিন্তু

তখনই যুক্তি আসিয়া বুঝাইয়া দিত, শ্রদ্ধার পাত্রীকে শ্রদ্ধা করা অনুচিত কার্য নহে, গুণীর গুণের সমাদর কখন মোহ হইতে পারে না। মোহ হইলেও মানুষ যে, সে গুণবানের গুণে মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারে না।

অমিয়ার কি এত গুণ আছে? আছে বৈকি, যাহা আছে তাহা অসাধারণ, অন্যত্র সুদুর্লভ। এই বয়সে সে কি উচ্চ শিক্ষা দীক্ষা লাভ করিয়াছে। অথচ ইহার সহিত গর্ব্ব আসিয়া তাহার শিক্ষাকে মলিন করিয়া দেয় নাই, বরং নম্রতা, ধীরতা আসিয়া তাহাকে আরও উজ্জ্বল, আরও মহিমান্বিত করিয়া তুলিয়াছে। সে অনেক শিক্ষিতা রমণী দেখিয়াছে, তাহাদের সহিত আলাপ করিয়াছে, কিন্তু অমিয়ার মধ্যে যেটুকু মহত্ত্ব আছে, কৈ তাহাদের মধ্যে সেটুকু তো দেখা যায় না। ইহার উপর ধর্ম্মে অমিয়ার কি সুদৃঢ় আস্থা! সে ধর্ম্মকে যেন আপনার জীবন অপেক্ষাও বড় করিয়া লইয়াছে। কোন্ শিক্ষিতা রমণীকে ধর্ম্মে এতটা সুদৃঢ়, সংযমে এমন ব্রহ্মচারিণী দেখা যায়! সে ধর্ম্মনিষ্ঠায়, সে সংযমব্রতে তাহার শিক্ষাকে আরও মহৎ, সৌন্দর্য্যকে সহস্রগুণে সমুজ্জ্বল করিয়া দিয়াছে। অমিয়ার মত রমণী জগতের আদর্শস্থানীয়া, সংসারের লক্ষ্মী, সমাজের শোভা, হৃদয়ের শান্তিধারা। সে জ্ঞানে সাক্ষাৎ সরস্বতী, নিষ্ঠায় সাক্ষাৎ সীতা সাবিত্রী, পরোপকারে মূর্ত্তিমতী করুণা। কিন্তু হায়, সমাজ এমন আদর্শভূতা রমণীর সুখদুঃখে উপেক্ষাপ্রদর্শন করিতে পারে! সমাজের দুরদৃষ্ট।

কখন বা উপেন ভাবিত, অমিয়া যদি পুনরায় বিবাহ করে। বিবাহ করিলে তাহার মধুর চরিত্র বোধ হয় আরও মধুরতর হইয়া উঠিবে। দুঃখের ঘোর ঝঞ্চাবাতের মধ্যে তাহার যে চরিত্র এমন প্রস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে, সুখের মলয় স্পর্শে তাহা শোভায় সম্পদে আরও মনোরম

হইয়া উঠিবে। অমিয়া কি সমাজকে ভয় করে? অথবা মনে করে শাস্ত্র তাহার বিরুদ্ধে? উপেন জানিত, বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন, বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত। কিন্তু অনেক শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত আবার ইহার প্রতিবাদ করিয়া থাকেন। কোন্‌টা ঠিক জানিবার জন্য উপেন বিধবাবিবাহের সপক্ষে বিপক্ষে যত পুস্তক আছে, সব পড়িয়া দেখিতে মনস্থ করিল, এবং কলিকাতার এক দোকানে পুস্তকগুলি সত্বর পাঠাইবার জন্য অর্ডার দিল।

ধুলেপুর মহাল হইতে রাখালের পত্র আসিল। রাখাল লিখিয়াছে, প্রজারা বাস্তবিকই অশান্ত হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু তাহাও শুধু নায়েব গোমস্তার উৎপীড়নে। তাহার আগমনে প্রজারা শান্ত হইয়াছে। কিন্তু কেবল প্রজারা নয়, কর্ম্মচারীরাও বিদ্রোহী হইয়াছে। প্রজারা রাখালকে খাজানা কড়ায় গণ্ডায় মিটাইয়া দিতে চাহিতেছে, কিন্তু নায়েব গোমস্তা চেকবহি বা দপ্তর ছাড়িয়া দিতেছে না। ইহার কারণ, তাহারা কোন হুকুমনামা পায় নাই। অতএব সত্বর হুকুমনামা পাঠাইয়া দিলে খাজানা আদায় হইতে পারিবে।

পরিশেষে রাখাল লিখিয়াছে, "তোমার উপর ভার দিয়ে এলেও ছেলেটার তরে বড়ই উৎকণ্ঠিত আছি। কুমুদ যদি রাখতে না পারে, তবে অমিয়ার কাছে তাকে রাখবে। আমি জানি, অমিয়া বনের পশুকেও বশ কত্তে পারে।"

পড়িয়া উপেন মৃদু হাসিল। সে হাসির অর্থ, অমিয়া বিদ্রোহী রাখালের হৃদয়টাকেও স্বপক্ষে টানিয়া আনিয়াছে। উপেন সেই দিনই হুকুমনামা লিখিয়া লোক মারফত পাঠাইয়া দিল, এবং সেই সঙ্গে নায়েব গোমস্তার উপরেও খুব কড়া করিয়া চিঠী লিখিয়া পাঠাইল।

অতঃপর রাখালের ছেলের ব্যবস্থা করিবার জন্য উপেন কুমুদদের বাড়ীতে উপস্থিত হইল। ছেলে তখন ঘুমাইতেছিল, কুমুদ দাবায় বসিয়া সন্তুর জন্য উলের টুপি বুনিতেছিল; আনন্দময়ী একপাশে বসিয়া ভাগবতের বঙ্গানুবাদ পড়িতেছিলেন।

আনন্দময়ী সাদর অভ্যর্থনা করিয়া উপেনকে বসাইল। কুমুদ তাড়াতাড়ি উঠিয়া ঘর হইতে আসন আনিয়া পাতিয়া দিল। উপেন বসিয়া আনন্দময়ীকে তাঁহার কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে আনন্দময়ীও প্রতিপ্রশ্নে তাহার কুশল সংবাদ লইলেন। অতঃপর উপেন দ্বার সম্মুখে দণ্ডায়মানা কুমুদের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "রাখালের ছেলেটা কোথায়? কেমন আছে?"

মুখ নীচু করিয়া কুমুদ উত্তর দিল, "ঘুমুচ্চে, ভালই আছে।"

আনন্দময়ী বলিলেন, "ছেলেটার কথা আর ব'লো না বাবা, তাকে নিয়ে যেন পাগল। কোথায় রাখবে, কি খাওয়াবে, কি পরাবে, এই নিয়ে দিনরাত ব্যস্ত; নিজের আহার নিদ্রা পর্য্যন্ত ভুলে গিয়েছে।"

কুমুদ সলজ্জ হাস্যের সহিত মাতার মুখের উপর মৃদু কটাক্ষ নিক্ষেপ করিল। উপেনও মৃদু হাসিল। তারপর কুমুদের দিকে চাহিয়া বলিল, "রাখাল লিখেছে, কুমুদ যদি ছেলেকে রাখতে না পারে, তা হ'লে তাকে যেন অমিয়ার কাছে দেওয়া হয়।"

আনন্দময়ী বলিলেন, "তা বলবেই তো, হাজার হোক ছেলে মানুষ।"

কুমুদ দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। উপেন বলিল, "কিন্তু এখানে যখন যত্নে আছে তখন—"

আনন্দময়ী বলিয়া উঠিলেন, "যত্ন ব'লে যত্ন! কুমী যে কোথা থেকে এত যত্নে ছেলে মানুষ কত্তে শিখলে তাই আমি ভাবি।"

মাতার মুখখানা আহ্লাদের হাসিতে ভরিয়া উঠিল। কিন্তু কুমুদ তীক্ষ্ণ কটাক্ষে উপেনের দিকে চাহিয়া রুষ্টভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "রাখালদা লিখেছে ?"

উপেন পকেট হইতে পত্রখানা বাহির করিয়া সহাস্যে বলিল, "হাঁ, এই যে লিখেছে, কুমুদ যদি রাখতে না পারে তবে অমিয়ার কাছে—"

সবটা শুনিবার অপেক্ষা না করিয়াই কুমুদ বিদ্যুদ্‌বেগে গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইল, এবং অবিলম্বে নিদ্রিত সতুকে তুলিয়া আনিয়া উপেনের কোলে খুব জোরে বসাইয়া দিল। উপেন বিস্ময়ে স্তম্ভিত। সতুও বড় অল্প বিস্মিত হয় নাই, কেন না ঘুমন্ত অবস্থায় সে কখনও এরূপ আকস্মিক অভ্যর্থনা পায় নাই। তবে সে বিস্মিত হইয়া উপেনের মত চুপ করিয়া রহিল না, উচ্চকণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিল। কুমুদ সরিয়া গিয়া মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইল। উপেন ক্ষণকাল হতবুদ্ধির ন্যায় থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "একে নিয়ে কি করবো ?"

কুমুদ মুখ ফিরাইয়া রোষক্ষুব্ধ কণ্ঠে উত্তর করিল, "নিয়ে যাও।"

উপেন জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় নিয়ে যাব ?"

কুমুদ সে কথার কোন উত্তর দিল না। উত্তর না দিলেও উপেন বুঝিতে পারিল, সে কোথায় লইয়া যাইতে বলিতেছে। আর এটা যে শুধু অভিমানের বশেই বলিতেছে তাহাও বুঝিতে বিলম্ব হইল না। বুঝিয়া উপেন মৃদু হাসিল। এদিকে সতু কাঁদিয়া ঘর ফাটাইতেছিল, কিন্তু কুমুদ তাহার দিকে ফিরিয়াও চাহিল না। আনন্দময়ী তখন তাহাকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, "তোর রকমটা কি লা কুমী ? ছেলে-টাকে তোল্ না।"

কুমুদ গ্রীবাভঙ্গী করিয়া সতেজ কণ্ঠে উত্তর দিল, "কেন, আমি কি কারো ছেলে মানুষ করবার দাসী বাঁদী ?"

অগত্যা আনন্দময়ী উঠিয়া ছেলেটাকে তুলিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। কিন্তু কুমুদ তাঁহাকে বাধা দিল ; দুই হাত দিয়া আগলাইয়া তর্জ্জন করিয়া বলিল, "খবরদার বলচি, যদি তুমি ওকে ছোঁবে, তবে তোমাকে—"

উপেন এবার হাসিয়া উঠিল, এবং সতুকে কোলে লইয়া উঠানে নামিল। সেখান হইতে কুমুদের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সহাস্যমুখে বলিল, "আচ্ছা, আমি নিয়েই যাচ্চি। কিন্তু চোরের উপর রাগ ক'রে মাটিতে ভাত খেলে কার ক্ষতি হয়, সেটা বুঝতে বোধ হয় দেরী হবে না।"

বলিয়া উপেন অগ্রসর হইল। সতু কিন্তু যাইতে চাহিল না। সে কোল হইতে ঝুলিয়া পড়িয়া, হাত দুইটা কুমুদের দিকে বাড়াইয়া দিয়া আর্ত্তচীৎকারে ডাকিতে লাগিল, "মা—ম্মা, মা—ম্মা।"

কুমুদ স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া তাহার এই কাতর ক্রন্দন শুনিতে লাগিল। তারপর উপেন যখন সদরদরজার কাছে গিয়া পৌছিল, তখন সে, ব্যাঘ্রী যেমন শাবক-অপহরণকারীর উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে, তেমনই ভাবে ছুটিয়া গিয়া উপেনের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল, এবং তাহার কোল হইতে সতুকে টানিয়া লইয়া একেবারে ঘরে ঢুকিয়া ঘরের দরজা বন্ধ করিল। উপেন হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল। "ধন্যি মেয়ে যা হোক" বলিয়া আনন্দময়ী পুনরায় পাঠে মনোনিবেশ করিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

বিধবাবিবাহ-প্রস্তাব

অর্ডার মত পুস্তকগুলি আসিয়া পৌঁছিলে উপেন মনোযোগ সহকারে সকল পুস্তক পড়িল। পড়িয়া বুঝিল, বিধবা বিবাহের বিপক্ষে যে সকল মন্তব্য লিখিত হইয়াছে, তাহাতে শুধু সংস্কৃত শব্দের বিকৃত ব্যাখ্যা দ্বারা পাণ্ডিত্যের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে মাত্র, শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম ব্যাখ্যাত হয় নাই। উপেন বইগুলি লইয়া সহর্ষে অমিয়ার নিকট উপস্থিত হইল, এবং সে এই সকল বই পড়িয়াছে কি না জিজ্ঞাসা করিল। অমিয়া বইগুলি উল্‌টাইতে পাল্‌টাইতে জিজ্ঞাসা করিল, "এ সব তো দেখচি বিধবা-বিবাহের বই। আপনি কোথায় পেলেন ?"

উপেন বলিল, "সম্প্রতি আনিয়েছি।"

"আনাবার উদ্দেশ্য ?"

"উদ্দেশ্য, বিধবা-বিবাহ শাস্ত্রসম্মত কি না তাই দেখা।"

ঈষৎ হাসিয়া অমিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মনে করুন, যদি শাস্ত্রসম্মতই হয় ?"

উপেন সতেজ কণ্ঠে বলিল, "যদি কি, বিধবাবিবাহ যে শাস্ত্রসম্মত তাতে আমার একটুও সন্দেহ নাই।"

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া অমিয়া বলিল, "এ সম্বন্ধে আপনি নিঃসন্দেহ হ'লেও সমাজ কিন্তু আপনার মতানুবর্ত্তী হবে না।"

উপেন বলিল, "যা সংশয়শূন্য সত্য, যা শাস্ত্রসম্মত, তা সমাজকে মানতেই হবে।"

সহাস্যে অমিয়া বলিল, "সমাজ কিন্তু এটাকে শাস্ত্রসম্মত ব'লেই স্বীকার করে না। সে অন্যরূপ ব্যাখ্যা করে।"

উপেন বলিল, "কিন্তু সে ব্যাখ্যা নিতান্ত অসঙ্গত। 'নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ' এখানে পতি শব্দের বাগ্‌দত্ত পতি অর্থ করা কি গায়ের জোর নয়?"

অমিয়া বলিল, "পণ্ডিতেরা কিন্তু এই জোর-করা অর্থটাকেই চালিয়ে আসছেন।"

উপেন সগর্ব্বে মস্তক সঞ্চালন করিয়া জোর গলায় বলিল, "আমি কিন্তু তা চালাতে দেব না। আমি দেশের পণ্ডিতদের সমবেত ক'রে এর মীমাংসা করবো।"

অমিয়া একটু ভাবিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার এ চেষ্টার কারণ কি? আপনি কি বিধবা বিবাহ করবেন?"

উপেনের মুখের উপর দিয়া আকাঙ্ক্ষার একটা বিদ্যুৎ-প্রবাহ চলিয়া গেল। সে একবার অমিয়ার দিকে চাহিয়াই দৃষ্টি নত করিয়া বলিল, "আমি—আমার সঙ্গে এ চেষ্টার কোন সম্বন্ধ নাই।"

অমিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তবে কার সঙ্গে আছে?"

উপেন বলিল, "যাঁরা সমাজের এই নিষ্ঠুর বিধানে দুঃখময় জীবন যাপন কত্তে বাধ্য হ'য়েছেন।"

বলিয়া উপেন অমিয়ার মুখের উপর ব্যগ্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। অমিয়া স্থির প্রশান্ত স্বরে বলিল, "কিন্তু তাদের জীবন যে শুধু দুঃখময় এ কথা আপনাকে কে বললে?"

"মানুষ আপনার সহজ অনুভূতি দ্বারাই যা স্থির ক'রে নিতে পারে, সে কথা অপর কাউকে ব'লে দিতে হয় না।"

"সবল হৃদয়ের অনুভূতি ও দুর্ব্বল হৃদয়ের অনুভূতিতে অনেক প্রভেদ আছে। সুতরাং একমাত্র অনুভূতির সাহায্যে সত্যাসত্য নির্দ্ধারণ করা যায় না।"

"কিন্তু মনুষ্যত্ব দ্বারা স্থির নির্দ্ধারণ করা যায়।"

অমিয়া নতমস্তকে নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। উপেন তাহার মুখের উপর দৃষ্টি স্থির নিবদ্ধ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি তা হ'লে বলতে চান, বিধবার জীবনে কোন দুঃখই নাই ?"

অমিয়া মুখ তুলিল; শান্ত করুণ দৃষ্টিতে উপেনের দিকে চাহিয়া বিষাদগম্ভীর কণ্ঠে বলিল, "বিধবার জীবনে দুঃখ নাই ? কিন্তু বিধবার দুঃখ কে বুঝবে উপেন বাবু ? সমাজে কে এমন হৃদয়বান্ লোক আছে, যে বিধবার দুঃখে অশ্রুপাত করে ? একজন ছিলেন, বিধবার দুঃখে তাঁর কোমল প্রাণ বিগলিত হ'য়েছিল, তাই তিনি বিধবাদের জন্য সমাজের সঙ্গে প্রাণপণে যুদ্ধ ক'রেছিলেন। কিন্তু সে যুদ্ধে জয়ী হ'য়েও তিনি পরাজিত হলেন। সমাজ তো তাঁর কথা শুনলে না ?"

উত্তেজিত কণ্ঠে উপেন বলিল, "আমি কিন্তু শোনাব।"

কম্পিত কণ্ঠে অমিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "পারবেন ?"

"নিশ্চয় পারবো। কিন্তু তুমি—তুমি অমিয়া—"

"উপেন বাবু!"

উদ্ভ্রান্তস্বরে উপেন বলিল, "বল অমিয়া, তুমি—এ মহৎ কার্য্যে তুমি আমার সহায় হবে ?"

অমিয়ার সর্ব্বশরীর তখন থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল; বুকের ভিতর বুঝি আগুন জ্বলিতেছিল, সে আগুনের রক্তশিখা তাহার মুখ চোখ দিয়া ঠিকরাইয়া বাহির হইতেছিল। কথা কহিবার শক্তি তখন

তাহার ছিল না। উপেন আকাঙ্ক্ষাপূর্ণ দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া আবেগকম্পিত কণ্ঠে বলিল, "বল অমিয়া, আমি কি এমন আশা কত্তে পারি যে—"

অমিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল; রুদ্ধ ভগ্ন কণ্ঠে বলিল, "আপনার জন্য আমি জীবন দিতে পারি উপেনবাবু, কিন্তু আমি সামান্য রমণীমাত্র, আমার সম্মুখে এমন প্রলোভনের দ্বার মুক্ত ক'রে দেবেন না।"

উপেন বলিল, "প্রলোভন নয়, আমি সত্যই তোমাকে—"

কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই অমিয়া ঝড়ের মত ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। উপেন টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া দুই হাতে মাথা চাপিয়া বসিয়া রহিল। দমকা বাতাসে চাঁপা ফুলের তীব্র গন্ধ আসিয়া ঘরখানাকে মাতাইয়া তুলিল।

খানিক পরে অমিয়া আপনাকে সামলাইয়া লইয়া যখন ঘরে ঢুকিল, তখনও উপেন সেইভাবেই বসিয়া রহিয়াছে। অমিয়া কোমল স্বরে ডাকিল, "উপেন বাবু!"

চমকিত ভাবে উপেন মাথা তুলিল। অমিয়া বলিল, "বইগুলো যদি অনুগ্রহ ক'রে রেখে যান, তা হ'লে আমি একবার প'ড়ে দেখতে পারি।"

উপেনের মুখখানা একটু প্রফুল্ল হইল। সে উৎসুকভাবে বলিল, "আমি সেই জন্যই এনেছি। কিন্তু একটা কথা, আমি আবেগের বশে যদি কোন অন্যায় কথা ব'লে থাকি—"

বাধা দিয়া অমিয়া সহাস্যে বলিল, "আপনি এমন কোন অন্যায় কথা বলেন নাই যার জন্য আপনাকে মাপ চাইতে হবে। আপনি যা কিছু ব'লেছেন, তা করুণার বশবর্ত্তী হ'য়েই ব'লেছেন। কিন্তু আমি রূঢ়

ব্যবহারে আপনার সেই অযাচিত করুণার যে অপমান করেছি, তার জন্য মাপ চাইচি।"

ঈষৎ হাসিয়া উপেন বলিল, "মাপ করবো, কিন্তু আমার জিজ্ঞাসার উত্তর না শুনে মাপ কত্তে পারব না। তবে সে উত্তর অবশ্য আজই আমি চাই না।"

উপেন বইগুলা রাখিয়া উঠিল, এবং আজ আর নমস্কার না করিয়াই বিদায় লইল। সে দৃষ্টিপথের অতীত হইয়া গেলে অমিয়া অবসন্ন ভাবে ঘরের মেঝের উপর বসিয়া পড়িল।

তখন অস্তোন্মুখ সূর্য্য বাগানের গাছগুলার মাথায় সোণালী রং মাখাইয়া দিয়াছিল; মৃদু বাতাসে বকুলফুলগুলা টুপ টুপ্ করিয়া তলায় বিছাইয়া পড়িতেছিল; দেবদারু গাছের মাথায় বসিয়া একটা ঘুঘু উচ্চ কণ্ঠে তাহার দূরগত সঙ্গীকে আহ্বান করিতেছিল; বহুদূর হইতে আর একটা ঘুঘু তাহার সে ডাকের উত্তর দিতেছিল। অমিয়া স্তব্ধভাবে স্বর্ণরাগরঞ্জিত আকাশের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

পরিচারিকা আসিয়া বলিল, "ওমা, গোবরা সর্দ্দারের মা এসে তোমার লেগে ব'সে আছে।"

চমকিত ভাবে অমিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

পরিচারিকা বলিল, "আর কেনে? তার নাতির নাকি ওদিককার ব্যামো হ'য়েচে। তা ব্যামো হয়েচে ডাক্তার ডাক, তা নয়, তোমাকে ডাকতে এয়েচে। তা তুমি কি করবে বল তো? ওসব ছোঁয়াচে ব্যামো।"

অমিয়া ব্যস্তভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল; জিজ্ঞাসা করিল, "সে কোথায়?"

পরিচারিকা বলিল, "ঐ মালীর ঘরের কাছে গাছতলায় ব'সে আছে। আমি তাকে এদিকে আসতে দিই না।"

অমিয়া একপ্রকার ছুটিয়া আপনার ঘরে ঢুকিল, এবং তাড়াতাড়ি কাপড় ছাড়িয়া হোমিওপ্যাথী ঔষধের ব্যাগটা লইয়া দ্রুতপদে বাহির হইল। পরিচারিকা আপন মনে মৃদুস্বরে বলিল, "মা গো মা, এমন মেয়ে বাপের জম্মে দেখিনি বাবু। সহুরে মেয়ে কি না, একটু ভয় ডরও নেই।"

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

মনের কথা

উপেন দুই দিন অমিয়ার সহিত সাক্ষাৎ করিল না। তবে এই দুই দিনে সে আরও কতকগুলা কাজ শেষ করিল। দেশের দশ পনর ক্রোশের মধ্যে যত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ছিল সকলকে আমন্ত্রণ করিল; কলিকাতার দুই চারি জন বাছা বাছা মহামহোপাধ্যায়কে নিমন্ত্রণ পত্র পাঠাইল। এ কার্য্যে দেওয়ান অম্বিকা বাবু তাহার প্রধান সহায় হইলেন। অম্বিকা বাবু অবশ্য সমাজের উন্নতির উদ্দেশ্যে বা বিধবা বিবাহের সপক্ষে এই কার্য্যে অগ্রসর হন নাই, ইহার সহিত তাঁহার স্বার্থ সম্পূর্ণ বিজড়িত ছিল। তিনি প্রথমতঃ নবীন জমিদার উপেন্দ্রনাথকে সম্পূর্ণ উপেক্ষার দৃষ্টিতেই দেখিয়াছিলেন, এবং জমিদারী কার্য্যে তাহার অনভিজ্ঞতায় যে নিজের স্বার্থসিদ্ধির সম্যক্ সুযোগ হইবে এইরূপই আশা করিয়াছিলেন। কিন্তু পরিশেষে যখন দেখিলেন, সিংহশাবক যেমন জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই স্বাভাবিক নিয়মে পশুরাজ্যের উপর স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিতে শিখে, তেমনই জমিদার-পুত্র উপেন্দ্রনাথ আপনা হইতে জমিদারী শাসনে অভ্যস্ত, তখন তিনি মামলা মোকদ্দমা বাধাইয়া স্বার্থসাধনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু সে চেষ্টাও যখন বিফল হইল, তখন অন্য উপায়ের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন।

এমন সময় উপেন্দ্রনাথ যখন বিধবা বিবাহের সঙ্কল্প করিলেন, তখন অম্বিকা বাবু তাহার সঙ্কল্পের সহায়রূপে পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলেন। কেন না তিনি জানিতেন, সমাজ কখনই এ বিবাহের অনুমোদন করিবে

না। বিবাহের পর সমাজ কর্ত্তৃক নানারূপে লাঞ্ছিত হইয়া উপেন্দ্রনাথকে দেশত্যাগ করিতে হইবে। সুতরাং এই সময়ে তিনি যদি প্রভুর কার্য্যের সহায় হইয়া তাহার মনোরঞ্জন করিতে পারেন,তাহা হইলে অদূর ভবিষ্যতে জমিদারীর ভারটা তাঁহারই হস্তে ন্যস্ত হইবে এবং তখন তিনি ইচ্ছামত এই সম্পত্তির ব্যবহার করিতে পারিবেন। এইরূপ ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া অম্বিকা বাবু উপেন্দ্রনাথের বিধবা বিবাহে সহায় হইয়া দাঁড়াইলেন, এবং প্রভুর আদেশমত পণ্ডিতবর্গের আমন্ত্রণের আয়োজন করিতে লাগিলেন।

ক্রমে কথাটা প্রচার হইয়া পড়িলে গ্রামের লোক এ সংবাদে স্তম্ভিত হইল। সকলে স্তম্ভিত হইল না; যাহারা ইতর শ্রেণী, অমিয়ার দেবীর ন্যায় ব্যবহারে যাহারা তাহার নিকট কৃতজ্ঞ, তাহারা আনন্দিত হইল, এবং এই দেবী-প্রকৃতি রমণী জমিদার-পত্নী হইলে তাহারা যে রামরাজ্যে বাস করিবে, এইরূপ কল্পনা করিতে লাগিল। কিন্তু ভদ্র শ্রেণীর লোক, যাহারা অমিয়ার নিকট উপকার পাইয়াও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ সম্পূর্ণ নিরর্থক জ্ঞান করে, তাহারা এ সংবাদে নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িল, এবং স্থানে স্থানে সভাসমিতি করিয়া উপেন্দ্রনাথের কার্য্যের ঘোর প্রতিবাদ করিতে লাগিল। অনেকে এরূপ মত প্রকাশ করিল যে, উপেন্দ্রনাথ যখন বেশী ইংরাজী লেখাপড়া শিখিয়াছে, তখন সে যে একদিন কুলে কালি দিবে এ সম্ভাবনা তাহারা অনেক আগে হইতেই স্থির করিয়া রাখিয়াছিল। কেহ বা বলিল, ঐ খৃষ্টানী মাগীটার মাথা মুড়াইয়া ঘোল ঢালিয়া গ্রামের বাহির করিয়া দেওয়া হউক। অনেকেই এ পরামর্শে সায় দিল, কিন্তু বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধিতে কেহই অগ্রসর হইতে পারিল না। জমিদারের বিপক্ষতা করা আর কুম্ভীরের সহিত বিবাদ করিয়া জলে বাস একই নীতির অন্তর্ভুক্ত।

শুধু আলোচনাই চলিল, স্থির সিদ্ধান্ত কিছু হইল না। তবে ভবিষ্যতে ছেলেদের যে আর ইংরাজী স্কুলের দরজায় যাইতে দিবে না, এ বিষয়ে অনেকেই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইল।

দুই দিন পরে উপেন্দ্রনাথ অমিয়ার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিল, "সব শুনেছ অমিয়া ?"

বিবাহের কথাটা উঠিবামাত্র আপনি সম্বোধনটা আপনা হইতেই কোথায় চলিয়া গিয়াছিল। উপেন্দ্রনাথের জিজ্ঞাসার উত্তরে অমিয়া গম্ভীরস্বরে বলিল, "শুনেছি। কিন্তু কাজটা কি ভাল হচ্চে ?"

উপেন বলিল, "মন্দ হয় তৎক্ষণাৎ ত্যাগ করবো।"

"এ ভাল মন্দের বিচারক তো আপনি স্বয়ং ?"

"না, দেশের ব্যবস্থাদাতা পণ্ডিতেরা। আমি তাঁদের আহ্বান ক'রেছি।"

"কিন্তু আমার বিশ্বাস, তাঁদের সকলে একমত হবেন না।"

"সম্ভব তাই। সে স্থলে অধিকাংশের মতই গ্রাহ্য।"

অমিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। উপেন একটু চুপ করিয়া থাকিয়া আগ্রহপূর্ণ স্বরে বলিল, "কিন্তু সকলের আগে তোমার মত গ্রাহ্য। তুমি —তুমি কি বল অমিয়া ?"

অমিয়ার মুখখানা মুহূর্ত্তের জন্য ঘোর লাল হইয়া উঠিয়া মুহূর্ত্ত পরেই গম্ভীরভাব ধারণ করিল। সে চেয়ারের হাতলে হাতের ভর দিয়া গম্ভীর স্বরে বলিল, "আপনার সঙ্কল্পের আমি সম্পূর্ণ সমর্থন করি। কিন্তু—"

উপেন উৎকণ্ঠাব্যাকুল দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিল। অমিয়া একটু থামিয়া বলিল, "কিন্তু আমাকে রেহাই দেন।"

অতিমাত্র বিবর্ণমুখে উপেন জিজ্ঞাসা করিল, "কারণ ?"

অমিয়া বলিল, "কারণ, আমি আমার বর্ত্তমান জীবন নিয়েই সন্তুষ্ট আছি। এর চেয়ে অধিক সুখ সৌভাগ্য আমি আশা করি না।"

উপেনের মুখখানা সাদা হইয়া গেল; সে টেবিলের উপর ঝুকিয়া পড়িয়া দুই হাতে মাথা টিপিয়া ধরিল। অমিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি ভাবছেন?"

গভীর নৈরাশ্যসূচক স্বরে উপেন বলিল, "আগে তোমার মত জানা আমার উচিত ছিল। তা হ'লে এত উদ্যোগ আয়োজন সব পণ্ড হ'তো না।"

মৃদু হাসিয়া অমিয়া বলিল, "পণ্ড হবে কেন? দেশে অনেক বিবাহার্থিনী বিধবা আছে।"

হাত হইতে মাথা তুলিয়া উপেন জোর গলায় বলিল, "হাজার হাজার বিধবা থাক্, আমি তোমাকে চাই।"

মৃদু হাসিয়া অমিয়া বলিল, "তা হ'লে আপনি শুধু বিধবা বিবাহের পক্ষপাতী ন'ন?"

উদ্ভ্রান্তস্বরে উপেন বলিল, "একটুও না। আমি শুধু তোমার পক্ষপাতী, এবং তারই অনুরোধে বিধবা বিবাহের পক্ষপাতী।"

অমিয়া বুকের ভিতর একটা দ্রুত কম্পনবেগ অনুভব করিল বটে, কিন্তু বাহিরে সে ভাব প্রকাশ করিল না, সে উপেনের মুখের দিকে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। সে হাসিতে উপেন যেন গভীর নৈরাশ্যের মধ্যে একটু আশার আলোক দেখিতে পাইল। দেখিয়া সে ব্যগ্রকাতর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "সত্যই কি অমিয়া, তুমি আমাকে এতটা আশায় নিরাশ করবে?"

অমিয়া মুখ নীচু করিল; ধরা গলায় উত্তর দিল, "আমি আপনার দাসী হ'বারও অযোগ্য।"

উপেন হাত বাড়াইয়া তাহার হাত দুইটা ধরিল। সে স্পর্শে অমিয়া থর থর কাঁপিতে লাগিল। আবেগ-কম্পিত কণ্ঠে উপেন বলিল, "তুমি আমার হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী।"

উপেন উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তে উভয় বাহু প্রসারণ করিয়া অমিয়াকে বাহুপাশে আবদ্ধ করিতে উদ্যত হইল।

সহসা দ্বারপ্রান্ত হইতে কর্কশ কণ্ঠে কে ডাকিল, "উপেন!"

উপেন চমকিত হইয়া ফিরিয়া চাহিল; দেখিল পশ্চাতে রাখাল। দেখিয়াই সে মস্তক নত করিল।

অমিয়ার মুখের উপর একটা জ্বলন্ত কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া রাখাল উপেনের দিকে চাহিল, এবং বাহিরের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বজ্রগম্ভীর স্বরে আদেশ করিল, "এস।"

উপেন মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তাহার অনুসরণ করিল। আর অমিয়া—অমিয়া কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর মেঝের উপর বসিয়া পড়িয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

দুইটা স্বার্থ

রাখাল জিজ্ঞাসা করিল, "ব্যাপার কি উপেন ?"

উপেন উত্তর করিল, "ব্যাপার খুব সোজা, আমি বিয়ে কচ্চি।"

"বিয়ে না নিকে ?"

"যেটা তোমার বলতে ইচ্ছা হয়।"

রাখাল খানিকটা গুম হইয়া রহিল। তারপর স্থির গম্ভীর স্বরে বলিল, "হঠাৎ তোমার এ খেয়াল হ'লো কেন ?"

সহাস্যে উপেন বলিল, "বিধবা বিবাহ খেয়াল নয়।"

"খুব উচ্চ কার্য্য।"

"নিশ্চয়।"

"কিন্তু এতে বংশগৌরবটা কত উঁচু হবে জান ?"

"আমি তোমার মত অন্ধ কুসংস্কারের বশীভূত নই। যা শাস্ত্রসম্মত, ধর্ম্মসঙ্গত, তার অনুষ্ঠানে বংশমর্য্যাদার হানির কোন সম্ভাবনা নাই।"

"হাজার শাস্ত্রসম্মত হ'লেও বিধবাবিবাহ সমাজের অনুমোদিত নয়।"

"হিন্দু সমাজ বর্ত্তমানে একটা অচল যন্ত্রের মত হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। তার পুরাতন কল কব্জাগুলো এমনি বিকল হ'য়ে গিয়েছে যে, সে গুলাকে বদলে তার জায়গায় নূতন বৈজ্ঞানিক প্রণালীর কলকব্জা না বসালে সে আর এ যুগের নূতন পথে চলতেই পারবে না।"

"কিন্তু এই নূতন ভাবে চালানই কঠিন। বিদ্যাসাগরের মত লোকও তা পারেন নি।"

"একার চেষ্টায় কোন বড় কাজ সম্পন্ন হয় না।"

শ্লেষের হাসি হাসিয়া রাখাল বলিল, "এবং তোমার চেষ্টাতেও যে তা সম্পন্ন হবে এমন আশাও নাই।"

উপেন বলিল, "চেষ্টা দেখতে ক্ষতি কি?"

রাখাল গম্ভীর স্বরে উত্তর করিল, "ক্ষতি আছে কি নাই তা পরে বুঝতে পারবে। মনে কোরো না, তুমি জমিদার হ'লেই সমাজ তোমার স্বেচ্ছাচারের সমর্থন করবে।"

"আমি স্বেচ্ছাচারী নই, সমাজের মস্তক যাঁরা, তাঁদের ব্যবস্থা নিয়ে কাজ করবো। আর এই জন্যই তাঁদের আহ্বান করা হ'য়েছে।"

"তা হ'লে অনেকটা অগ্রসর হ'য়েছ?"

"অলস ভাবে কাজ করা আমার অভ্যাস নয়।"

একটু ভাবিয়া রাখাল বলিল, "তোমার সঙ্কল্প অটল?"

উপেন বলিল, "আশা করি, তুমি সে সঙ্কল্পকে বিচলিত করবার জন্য ব্যর্থ চেষ্টা করবে না।"

বিরক্তভাবে রাখাল বলিল, "সে ইচ্ছাও নাই, কারণ যে পিতার অনুরোধ অমান্য কত্তে পারে, বন্ধুর অনুরোধ তার কাছে খুবই নগণ্য।"

মৃদু হাসিয়া উপেন বলিল, "আমি যতদূর জানি, তাতে বাবা চন্দ্রনাথ বাবুর মেয়ের বিবাহের ভার নিয়েছিলেন; তাকে যে নিজের পুত্রবধূ করতে হবে এমন কোন প্রতিশ্রুতি করেন নি।"

"কিন্তু সেই ভার গ্রহণ টুকুর ভিতরেই এমন একটা আভাস ছিল, যাতে তিনি কুমুদকে নিজের ছেলের মত সুপাত্রের হাতে অর্পণ করতে ইচ্ছুক ছিলেন।"

"আমি কিন্তু তাকে যদি আমার চেয়েও সুপাত্রের হাতে অর্পণ করি?"

"তোমার চেয়ে সুপাত্র এ দেশে নাই।"

"এই গ্রামেই আছে।"

রাখাল বিস্ময়মুগ্ধ দৃষ্টিতে উপেনের মুখের দিকে চাহিল। সহাস্যে উপেন বলিল, "আমি স্থির করেছি কি জান, কুমুদকে তোমায় হাতে অর্পণ করবো।"

রাখালের মুখখানার উপর দিয়া যেন একটা অস্বাভাবিক আনন্দের দীপ্তি চমকিয়া গেল। কিন্তু পরক্ষণেই মুখখানা গম্ভীর হইয়া আসিল। সেই গম্ভীর মুখে রাখাল হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। উপেন জিজ্ঞাসা করিল, "হাসলে যে?"

সহাস্যে রাখাল বলিল, "আমি তোমাকে বুদ্ধিমান্ ব'লেই জানতাম।"

উপেন বলিল, "না হয়, একটা কাজে তোমার কাছে নির্ব্বোধ ব'লেই প্রতিপন্ন হ'লাম।"

গম্ভীর মুখে রাখাল বলিল, "শুধু তুমি নির্ব্বোধ প্রতিপন্ন হ'লে কোন ক্ষতি ছিল না। কিন্তু তোমার এ নির্ব্বুদ্ধিতার ফল আর একজনকে ভোগ করতে হবে।"

উপেন বলিল, "আমার বিশ্বাস, সে কিন্তু ওটা খুব আনন্দের সঙ্গেই ভোগ করবে।"

রাখাল একটা ক্ষুদ্র দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া চুপ করিয়া রহিল। এমন সময়ে অম্বিকা বাবু নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের নামের এক লম্বা ফর্দ্দ আনিয়া উপস্থিত করিল, এবং তাঁহারা উপস্থিত হইলে কিরূপ বাসা ও আহার্য্যাদি দেওয়া হইবে সে সম্বন্ধে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিল। উপেন রাখালের মুখের দিকে চাহিল। রাখাল কিন্তু কোন কথা বলিল না। সে ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল। সুচতুর

অম্বিকা বাবু উভয়েরই মনোভাব যেন কতকটা বুঝিয়া লইলেন; বুঝিয়া রাখালের মুখের দিকে চাহিয়া সহাস্যে বলিলেন, "রাখাল বাবু বোধ হয় এখন ব্যস্ত আছেন। আচ্ছা, এখন থাক্, অন্য সময়ে—"

বাধা দিয়া উপেন বলিল, "না না, রাখাল বাবুকে জিজ্ঞাসা করবার কোন দরকার নাই। এ' সম্বন্ধে আপনি যা ভাল বুঝবেন, সেই মত বন্দোবস্ত করবেন।"

ঈষৎ গর্ব্বপ্রফুল্ল দৃষ্টিতে রাখালের দিকে চাহিয়া অম্বিকা বাবু বলিলেন, "তা হ'লেও রাখাল বাবুর পরামর্শ লওয়া---"

দৃঢ়স্বরে উপেন বলিল, "আমি বলছি, কারো পরামর্শ নেবার দরকার নাই। মান সম্মানের সকল ভার আপনার উপর।"

উপেনের মুখের উপর মৃদু হাস্যপূর্ণ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া রাখাল চলিয়া গেল। অম্বিকা বাবু নীরবে দাঁড়াইয়া ফর্দ্দের কাগজখানা উল্টাইতে পাল্টাইতে লাগিলেন।

উপেন জিজ্ঞাসা করিল, "কত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে নিমন্ত্রণপত্র পাঠান হ'য়েছে?"

অম্বিকা বাবু বলিলেন, "পঁচাত্তর জন।"

"আর নাম পাওয়া গেল না?"

"নাম পাওয়া গেলেও আর বেশী দরকার নাই।"

একটু ভাবিয়া উপেন জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি মনে করেন, এঁরা সকলেই বিধবা বিবাহের অনুকূলে ব্যবস্থা দেবেন?"

হাস্য সহকারে অম্বিকা বাবু বলিলেন, "সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।"

উপেন বলিল, "বেশ, টাকার জন্য আপনি পশ্চাৎপদ হবেন না। মোদ্দা মন্ত্রটা লওয়া চাই।"

বলিয়া উপেন গাত্রোত্থান করিল। অম্বিকা বাবু তাহাকে নমস্কার করিয়া সহাস্য মুখে স্বকার্য্যে প্রস্থান করিলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

রাখালের উদ্বেগ

"শুনেছিস্ কুমু, উপেন যে বিধবা বিয়ে কচ্চে।"

গম্ভীর ভাবে কুমুদ উত্তর দিল, "মন্দ কি।"

মুখটা উঁচু করিয়া রাখাল বলিল, "মন্দ নয়? খুব মন্দ। বিধবা বিয়ে—ছি ছি, উপেনটা কি হ'লো?"

চাপা হাসি হাসিয়া কুমুদ বলিল, "কি আর হ'লো?"

রাগতভাবে রাখাল বলিল, "অধঃপাতে গেল, আর হ'বে কি?"

"বিয়ে করলে কি লোক অধঃপাতে যায়?"

"বিয়ে করলে যায় না বটে, কিন্তু এটা কি বিয়ে?"

"তবে কি?"

"নিকে। যা হাড়ী বাগ্দীদের ঘরে হয়।"

"হাড়ী বাগ্দীদের ঘরে হ'তো, না হয় বামুন কায়েতের ঘরে হ'লো।"

রাগে ভ্রূকুটী করিয়া রাখাল বলিল, "তাই ব'লে বামুন কায়েত গুলোও হাড়ী বাগ্দী হ'য়ে যাবে?"

মৃদু হাসিয়া কুমুদ বলিল, "তা তুমি রাগ করলে কি হবে রাখাল দা? সে বড় লোক, পয়সা আছে, যা খুসী তাই কত্তে পারে।"

বিরক্ত ভাবে রাখাল বলিল, "পয়সা আছে ব'লে ন্যায় অন্যায় বিচার নাই বুঝি?"

সহাস্যে কুমুদ বলিল, "না। ন্যায় অন্যায় বিচার করে চলবে তারা,—যাদের পয়সা নাই। বড় লোকের ইচ্ছাই ন্যায়।

রাখাল বিস্ময়-বিস্ফারিত দৃষ্টিতে কুমুদের মুখের দিকে চাহিল। কুমুদ যাহা বলিল, সেটা খুবই সোজা কথা, এবং এই সোজা কথাটা রাখাল যে এতক্ষণ কেন বুঝে নাই তাহাই ভাবিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইল। সে ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া সহজশান্তস্বরে বলিল, 'ঠিক বলেছিস্ কুমু, বড়লোকের ইচ্ছাই ন্যায়। চুলোয় যাক্ যে যা ভাল বুঝবে সে তাই করবে। কিন্তু ঐ মেয়েমানুষটারই বা আক্কেল কি?"

"কোন্ মেয়েমানুষটা?"

"ঐ যে তোদের ইস্কুলের দিদি, এ বিয়ের ক'নে। ওকে দেখেই আমার সন্দেহ হ'য়েছিল যে, একটা গোলযোগ না বাধিয়ে ছাড়বে না। তবে ওর আচার ব্যাভার দেখে আমার একটু ভক্তিও হয়েছিল কুমু, কিন্তু এখন দেখছি আমার সন্দেহটাই ঠিক। ও সেই হিতোপদেশের ধাম্মিক বৃদ্ধ ব্যাঘ্র। সেই কঙ্কণস্য তু লোভেন—"

বলিয়া রাখাল হাসিয়া উঠিল। কুমুদ হাসিয়া বলিল, "তা বাঘই হোক আর ভালুকই হোক, তোমাকে তো কামড়ায় নি!"

জোরে মাথা নাড়িয়া রাখাল বলিল, "আমাকে কামড়াবে? হুঁ, কিন্তু আমাকে কামড়ালেও যে এতটা দুঃখ হ'তো না কুমু, এ যে উপেনকে—চুলোয় যাক, যার যা বরাতে আছে, তাই হবে, আমি তার কি কত্তে পারি কুমু?"

সহাস্যে কুমুদ বলিল, "শুধু রাগ কত্তে পার।"

উত্তেজিত কণ্ঠে রাখাল বলিল, "রাগ? আমার এমনি ইচ্ছা হচ্চে কুমু, মাগীকে গাধার পিঠে চড়িয়ে গাঁয়ের ব'র ক'রে দিই।"

কুমুদ গম্ভীরমুখে বলিল, "ওঁর উপর তোমার রাগটা অকারণ রাখালদা; উনি মেয়েমানুষ, উপেনবাবু যেমন বুঝিয়েছে তেমনি বুঝেছেন।"

গভীর বিরক্তির সহিত ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া রাখাল বলিল, "ছাই বুঝেছে। হ'লেই বা মেয়ে মানুষ, ধর্ম্মভয়ও তো আছে। না কুমু, মেয়ে মানুষ ব'লেই ও কিছুতেই ক্ষমা পেতে পারে না।"

কুমুদ মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল, "কিন্তু রাখাল দা, যাকে তুমি আজ ক্ষমা পর্য্যন্ত কত্তে পাচ্চো না, তার উপরেই তো একদিন বিশ্বাসের চূড়ান্ত পরিচয় দিয়েছিলে?"

রাখাল জিজ্ঞাসার দৃষ্টিতে কুমুদের মুখের উপর বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। কুমুদ বলিল, "তুমিই না একদিন সতুকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে ঐ মেয়ে মানুষটার হাতে দেবার জন্য চিঠী লিখেছিলে?"

রাখালের দৃষ্টিটা নত হইয়া আসিল। ঈষৎ বিবর্ণমুখে উত্তর করিল, "বুঝতে পারি নাই কুমু, ভুল হ'য়ে গিয়েছিল।"

কুমুদ বলিল, "তা হ'লে ভুল ভ্রান্তি সকলেরই থাকতে পারে রাখাল দা, আর সে জন্য কারো উপর এতটা রাগ করা উচিত হয় না।"

এ কথার উত্তর রাখাল দিতে পারিল না। বাস্তবিক, মনুষ্যমাত্রেই ভ্রমপ্রমাদের অধীন। কিন্তু উপেনের ভ্রমটা যে সর্ব্বনেশে ভ্রম। এই বিষম ভ্রম হইতে বন্ধুকে কিরূপে উদ্ধার করিবে, রাখাল বসিয়া তাহাই ভাবিতে লাগিল। কুমুদ স্বকার্য্যে প্রস্থান করিল।

এ দিকে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের আগমনের দিন যতই নিকট হইয়া আসিতে লাগিল, ততই গ্রামের মধ্যে যেন একটা হৈ চৈ কাণ্ড বাধিয়া গেল। বারোয়ারী তলায় সুবৃহৎ আটচালা বাঁধা হইতে লাগিল; ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ ও তৎসহ উপস্থিত ও ভদ্রলোকদিগের জন্য রাশি রাশি আহার্য্য সংগৃহীত হইল, তাঁহাদের বাসের জন্য গ্রামের ভাল ভাল বাড়ী ঠিক করা হইতে থাকিল। ভাবী সমারোহের আয়োজনে সমগ্র গ্রাম-

খানাই যেন ব্যস্ত হইয়া পড়িল। এই ব্যস্ততার সঙ্গে রাখালের মানসিক উদ্বেগটাও যেন ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতে লাগিল।

এই সময়ে একদিন আনন্দময়ী আসিয়া রাখালকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, উপেন সত্যই বিধবা বিবাহ করিতে উদ্যত হইয়াছে কি না। উত্তরে রাখাল ম্লানমুখে এ কথার সত্যতা জানাইয়া দিল, এবং সেই সঙ্গে আনন্দময়ীর মুখে নৈরাশ্যের যে গভীর বেদনা ফুটিয়া উঠিল, তদ্দর্শনে সে ব্যথিত না হইয়া থাকিতে পারিল না। আনন্দময়ী কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে বসিয়া থাকিয়া দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত বলিলেন, "কর্তা কিন্তু তাঁর মরণ সময় আশা দিয়ে গিয়েছিলেন।"

রাখাল বলিল, "সে কথাটাও আমি উপেনকে মনে করিয়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু সে কি বলে জান খুড়ীমা ?"

আগ্রহপূর্ণস্বরে আনন্দময়ী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বলে ?"

রাখাল বলিল, "বলে, আমি খুব ভাল পাত্রের সঙ্গে কুমুদের বিয়ে দিয়ে দেব।"

আনন্দময়ীর গম্ভীর মুখমণ্ডলে যেন একটা ঘৃণার ভাব ফুটিয়া উঠিল। তিনি ক্ষণকাল স্তব্ধভাবে থাকিয়া ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলিলেন, "উপেন কি মনে করে যে, তার সাহায্য না পেলে আমি মেয়ের বিয়ে দিতে পারবো না ?"

ব্যস্তভাবে রাখাল বলিল, "না না, এমন কথা অবশ্য মনে করে না, তবে ঐ একটা কথা—ঐ কথাটা হ'য়েছিল কি না।"

গম্ভীরস্বরে আনন্দময়ী বলিলেন, "সে যিনি কথা দিয়েছিলেন, যাঁকে কথা দিয়েছিলেন, তাঁরা কেউ এ জগতে নাই। তাঁদের সঙ্গে সঙ্গেই সে কথার শেষ হ'য়ে গিয়েছে।"

রাখাল বলিল, "তুমি উপেনের উপর রাগ ক'রো না খুড়ীমা।"

বিষাদের ম্লান হাসি হাসিয়া আনন্দময়ী বলিলেন, "উপেন বড় লোক, জমিদার, তার উপর রাগ ক'রে আমার কোন লাভ নাই। তবে আমি তার সাহায্যেরও প্রত্যাশী নই। আমি গরীব, গরীবের মতই মেয়ের বিয়ে দেব।"

রাখাল বুঝিতে পারিল, কি প্রচণ্ড আঘাতে বিধবার সুপ্ত অভিমান জোরে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। সে নিরুত্তরে নতমুখে মস্তক কণ্ডুয়ন করিতে লাগিল, উপেনের সপক্ষে বলিবার মত কিছু খুঁজিয়া পাইল না। আনন্দময়ী তাহার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি বল?"

রাখাল আমতা আমতা করিয়া বলিল, "হাঁ তাই ঠিক বটে, তবে কি না, কি জান খুড়ীমা, ভাল ছেলে দেখে দিতে হ'লে—বুঝলে কি না।"

আনন্দময়ী বলিলেন, "পয়সার দরকার।"

রাখাল বলিল, "হাঁ। আর সে পয়সাও বড় কম নয়।"

আনন্দময়ী মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "আমার যদি তত পয়সা না থাকে, তবে কি আমার মেয়ের বিয়ে হবে না?"

রাখাল খুড়ীমার মুখের উপর বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। আনন্দময়ী সতেজকণ্ঠে বলিলেন, "আমি উপেনকে দেখাতে চাই রাখাল, তার চেয়েও ভাল ছেলের হাতে আমি কুমুদকে দিতে পারি।"

সহর্ষকণ্ঠে রাখাল বলিয়া উঠিল, "পার খুড়ী মা?"

আনন্দময়া বলিলেন, "খুব পারি, যদি তুমি আমায় একটু সাহায্য কর।"

রাখাল জোরে ঘাড় নাড়িয়া মেঝের উপর হাত চাপড়াইয়া বলিল, 'দু'শো বার সাহায্য করবো। বল খুড়ীমা, আমাকে কি কত্তে হবে।"

আনন্দময়ী স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে রাখালের মুখের দিকে চাহিলেন ; তারপর ধীরে ধীরে বলিলেন, "তুমি কি দ্বিতীয় বার সংসার করবে না ?"

রাখাল হাঁ করিয়া খুড়ীমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। আনন্দময়ী উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং সস্মিতমুখে বলিলেন, "আমার মেয়ে, তোমার অযোগ্য হবে না, রাখাল।"

আনন্দময়ী চলিয়া গেলেন। রাখাল স্তব্ধ সংজ্ঞাহীনভাবে বসিয়া রহিল।

রঙ্গমঞ্চের কৃষ্ণ যবনিকাটা সরিয়া যাইবা মাত্র তাহার অন্তরালস্থিত দৃশ্যাবলী হঠাৎ যেমন দর্শকগণের চিত্তকে একটা সানন্দ বিস্ময়ের ভাবে অভিভূত করিয়া দেয়, আনন্দময়ীও তেমনি হঠাৎ একটা কথায় রাখালের মনের সম্মুখে চিন্তার অতীত আশার দ্বার খুলিয়া দিয়া চলিয়া গেলেন। সে মুক্তদ্বারের অভ্যন্তরস্থ দৃশ্যটা রাখালের চোখে যেন একটা ধাঁধা লাগাইয়া দিল। বিস্ময়ের আতিশয্যে তাহার চিত্তটা অভিভূত হইয়া পড়িল।

রাখাল যে পুনরায় বিবাহের কথা ভাবে নাই এমন নয়, কিন্তু কুমুদের সহিত যে তাহার বিবাহ হইতে পারে এমন কথাটা সে কোন দিন কল্পনাও করে নাই। উপেন যখন এই কল্পনার অতীত প্রস্তাবটা তাহার নিকট করিয়াছিল, তখন সে এই সম্পূর্ণ অসম্ভব কথাটাকে হাসিয়াই উড়াইয়া দিয়াছিল। কেন না সে জানিত, কুমুদের বিবাহের কর্ত্তা উপেন নয়—আনন্দময়ী। আনন্দময়ী যে কুমুদকে তাহার হস্তে সমর্পণ করিতে সম্মত হইবেন ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব। আনন্দময়ী কিন্তু সেই সম্পূর্ণ অসম্ভব কথাটাকে রাখালের কাছে খুব সহজভাবেই যখন সম্ভব করিয়া দিয়া গেলেন, তখন রাখাল আকস্মিক বিস্ময় ও আনন্দের আবেগে সম্পূর্ণ হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল।

কুমুদের বাল্যকাল হইতেই রাখাল তাহাকে ভালবাসিত। তবে সে ভালবাসাটা স্নেহের রূপান্তর মাত্র। তারপর স্ত্রীর মৃত্যু হইলে কুমুদ যখন আসিয়া তাহার সংসারের গৃহিণীপণার ভারটা অধিকার করিয়া লইল, তখন হইতে সেই ভালবাসার কোমলতার মধ্যে আকাঙ্ক্ষার যে একটা তীব্রতা ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিতেছিল, তাহা রাখাল আদৌ লক্ষ্য করে নাই। কিন্তু আজ সে বুঝিতে পারিল, তাহার সেই স্নেহশীতল ভালবাসাটা আকাঙ্ক্ষার উত্তাপে কত তীব্র হইয়া উঠিয়াছে, এবং তাহার সঙ্গে কুমুদ কতটা দৃঢ়ভাবে তাহার হৃদয় অধিকার করিয়া বসিয়াছে। তাহার সমগ্র অন্তঃকরণটা এই কয়দিনে কিরূপে যে কুমুদের জন্য এত উন্মুখ হইয়া উঠিল, তাহা রাখাল ভাবিয়া পাইল না। তবে এইটুকু স্থির বুঝিল, কুমুদ ছাড়া সে আর কাহাকেও বিবাহ করিতে পারে না।

বিবাহের কথাটা মনে উঠিলেই সেই সঙ্গে সতুর চিন্তাটা বিবাহের প্রবল বাধারূপে সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইত। বিবাহ করিলে হয় তো সতুর অযত্ন হইবে, হয় তো সে পর হইবে। প্রেমময়ী পত্নীর এই অমূল্য দানটুকু বিমাতার উৎপীড়নে উৎপীড়িত হইয়া যখন মাতার উদ্দেশে অশ্রু বর্ষণ করিবে, তখন কি স্বর্গ হইতে অপ্রতীকার্য্য বেদনার একটা তপ্ত দীর্ঘশ্বাস রাখালের অভিমুখে ছুটিয়া আসিবে না? সে তপ্ত শ্বাসের অসহ্য উত্তাপ স্মরণে রাখাল শিহরিয়া উঠিত, এবং বিবাহের চিন্তাটাও তাহার নিকট ভীষণ হইতে ভীষণতর হইয়া আসিত। কিন্তু কুমুদকে বিবাহ করিলে তাহার চিন্তার আর একটুও কারণ থাকিবে না। সতু যে বিমাতার নিকট মাতার অধিক স্নেহ যত্ন পাইবে সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। সুতরাং কুমুদ ছাড়া রাখাল আর কাহাকেও বিবাহ

করিতে পারে না ; এই ভাঙ্গা হাটে আবার নূতন করিয়া দোকান পাতিতে হইলে কুমুদ ছাড়া আর কেহ বিশ্বাসী অংশীদার নাই।

রাখাল ভাবিল, ঘটনাচক্রের কি অদ্ভুত আবর্ত্তন! কুমুদ যে জমিদার-গৃহিণী হইবে সে বিষয়ে কাহারও কোনই সন্দেহ ছিল না। কিন্তু কোথা হইতে অমিয়া মাষ্টারী করিতে আসিল, উপেন বিধবা বিবাহ করিতে প্রস্তুত হইল, আর কুমুদ, বর্ষান্তে শারদ কৌমুদীর ন্যায় তাহার অন্ধকার গৃহ আলোকিত করিল। ইহারই নাম অদৃষ্ট, ইহারই নাম বিধাতার নির্ব্বন্ধ। রাখাল হৃদয়ের গভীর কৃতজ্ঞতা লইয়া বিধাতার চরণে প্রণিপাত করিতে উদ্যত হইল।

এমন সময় অমিয়া সম্মুখে আসিয়া নমস্কার করিয়া সহাস্যে বলিল, "এই যে রাখালবাবু, কেমন আছেন?"

রাখালের হর্ষপ্রফুল্ল মুখখানা সহসা যেন অন্ধকার হইয়া আসিল; সে গম্ভীর মুখে প্রতিনমস্কার করিয়া উত্তর দিল, "ভালই আছি।"

"কুমুদ কোথায়? সতু কোথায়?"

"ও বাড়ীতে।"

"আচ্ছা বসুন তবে। আজ দু'দিন ছেলেটাকে দেখি নাই। নমস্কার।"

অমিয়া চলিয়া গেলে রাখালের যেন চমক ভাঙ্গিল, এবং অমিয়ার সঙ্গে এরূপ উপেক্ষাপূর্ণ ব্যবহারটা যে সম্পূর্ণ অন্যায় হইয়াছে ইহা বেশ বুঝিতে পারিল; কিন্তু আপনার এই আকস্মিক গাম্ভীর্য্য ও রুক্ষতার কারণ কি তাহা ভাবিয়া পাইল না।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

বিভ্রান্ত।

ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ সমবেত হইলে নির্দ্দিষ্ট দিনে সভা বসিল। এরূপ সভা পল্লীগ্রামে প্রায় হয় না, সুতরাং সভা দেখিবার জন্য শত শত লোক সমবেত হইল। কেহ শাস্ত্রীয় বিচার শুনিবার জন্য আসিল, কেহ বা কৌতুক দেখিবার অভিপ্রায়ে সমাগত হইল। সকাল হইতে মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত বিচার চলিল। বিচার্য্য বিষয়—বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসঙ্গত কি না। বিচারে স্মৃতি, পুরাণ, উপপুরাণ, সংহিতা, ন্যায় লইয়া তুমুল সংগ্রাম চলিতে লাগিল; ব্যাকরণের তীক্ষ্ণ খড়্গে বিভিন্ন হইয়া এক একটা শব্দ দশ প্রকার অর্থ প্রকাশ করিতে থাকিল। বিচারকগণের অধীর শিখা সঞ্চালনে, ঘন ঘন হস্তান্দোলনে, শৃঙ্খলাশূন্য উচ্চ কণ্ঠধ্বনিতে সভাভূমি দর্শকদিগের চিত্তে পল্লীবিশেষের কলহস্থানের চিত্র জাগাইয়া দিতে লাগিল। সভাভঙ্গের সময় দেখা গেল, তাঁহাদের বসিবার আসনখানা একপাশে গুটাইয়া পড়িয়া রহিয়াছে।

বিচার শেষে অধিকাংশ অধ্যাপকের মতে বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসঙ্গত বলিয়া স্থিরীকৃত হইল, এবং তাঁহারা ব্যবস্থাপত্রে তদনুরূপ স্বাক্ষর করিলেন। কেবল কয়েকজন অখ্যাতনামা অধ্যাপক তাহাতে সহি দিলেন না।

পরদিন বিদায়ের সময় অম্বিকা বাবু আসিয়া উপেনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বিদায়ের ব্যবস্থা কিরূপ করা হইবে।

ব্যবস্থা পূর্ব্ব হইতেই স্থিরীকৃত ছিল, সুতরাং উপেন সেই অনুযায়ী

বিদায় দিতে বলিল। অম্বিকা বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "যাঁরা ব্যবস্থা-পত্রে স্বাক্ষর করেন নাই, তাঁদের বিদায়ও কি সকলের সমান হইবে?"

উপেন উত্তর করিল, "না, তাঁদের বিদায় আর সকলের দ্বিগুণ দেবেন।"

অম্বিকা বাবু আশ্চর্য্যান্বিত ভাবে প্রভুর মুখের দিকে চাহিলেন। উপেন তাঁহার মনোভাব বুঝিতে পারিয়া গম্ভীরস্বরে বলিল, "তাঁরা আমার স্বার্থের প্রতিকুল আচরণ ক'রেছেন বটে, কিন্তু আমি এখনো এতটা স্বার্থপর হই নাই অম্বিকা বাবু, যাতে যথার্থ মনুষ্যত্বের অবমাননা কত্তে পারি। এই কয়জন ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণপণ্ডিত সমাজের উপর আমার নষ্ট শ্রদ্ধা জাগিয়ে দিয়েছে।"

অম্বিকা বাবু আর কোন প্রতিবাদ না করিয়া প্রস্থান করিলেন। রাখাল কাছে বসিয়াছিল; সে ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "তা হ'লে দেখছি, এখনো তোমার উপর আশা কত্তে পারি।"

দৃঢ়স্বরে উপেন বলিল, "কিছুমাত্র না রাখাল, বিধবাবিবাহে আমি স্থির সঙ্কল্প।"

"অন্যায় জেনেও?"

"এতগুলি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত যাতে সম্মতি দিয়েছেন, তা কখন অন্যায় হ'তে পারে না।"

"অথচ যাঁরা সম্মতি দেন নাই, তাঁদের বিদায়টা দ্বিগুণ ক'রে দিলে।"

"সেটা প্রকৃত ব্রাহ্মণত্বের মর্য্যাদা। তাঁদের দেখে বোধ হচ্চে, দেশে এখনো নির্লোভ ব্রাহ্মণপণ্ডিতের অস্তিত্ব আছে।"

রাখাল নিরুত্তর হইল, কিন্তু মনে মনে সে উপেনের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিল না।

ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বিদায়ের গোলযোগ মিটিয়া গেলে উপেন অমিয়ার সহিত সাক্ষাৎ করিল,এবং পণ্ডিতদের স্বাক্ষরিত ব্যবস্থাপত্র দেখাইয়া বলিল, "এই দেখ অমিয়া, পণ্ডিতরা বিধবাবিবাহের সপক্ষে ব্যবস্থা দিয়েছেন।"

কাগজখানার উপর চোখ বুলাইয়া মৃদু হাস্যের সহিত অমিয়া বলিল, "দেখচি, পণ্ডিতদের খুব মোটা বিদায় দিতে হ'য়েছে।"

সহাস্যে উপেন বলিল, "মোটা কাজের মোটা পারিশ্রমিক চিরকালই আছে।"

"আপনার কাজটা শুধু মোটা নয়, খুব কৌতুকজনক।"

"এবং সাতিশয় সমাজ-হিতকর।"

"দুখের বিষয়, আপনার মত সমাজহিতৈষী সমাজের কাছে প্রশংসা পায় না।"

"সেটা সমাজেরই দুর্ভাগ্য।"

একটু ভাবিয়া অমিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কিন্তু এত বড় একটা অসামাজিক ব্যাপার কি আপনি সমাজে চালাতে পারবেন?"

সগর্ব্ব হাস্যের সহিত উপেন বলিল, "সে বিষয়ে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই, কারণ আমি শাস্ত্রের ব্যবস্থা পেয়েছি।"

অমি। সমাজ যদি সে ব্যবস্থা না শুনে?

উপে। যা শাস্ত্রের আদেশ, তা সমাজকে শুনতেই হবে।

অমি। আপনি কি মনে করেন, বর্ত্তমান হিন্দুসমাজ হিন্দুশাস্ত্রের সকল আদেশ পালন করে?

উপেন নতমুখে বসিয়া ভাবিতে লাগিল। অমিয়া বলিল, "আমার বিশ্বাস, সমাজের নিকট আপনার এত উদ্যোগ আয়োজন সব ব্যর্থ হ'য়ে যাবে"

উপেন মুখ তুলিয়া স্থির গম্ভীরস্বরে বলিল, "তাই যদি হয়, সমাজ যদি শাস্ত্রের আদেশ অমান্য করে, তা হ'লে আমি সে সমাজের শাসন মানতে চাই না।"

সহাস্যে অমিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "খৃষ্টান হবেন ?"

উপেন বলিল, "খৃষ্টান হবার যুগ চলে গিয়েছে।"

অমিয়া বলিল, "তা হ'লে ব্রাহ্ম হ'তে হয়।"

উপেন বলিল, "আমি হিন্দুই থাকবো, বেদপন্থী আর্য্যসমাজে প্রবেশ করবো।"

অমিয়া নিরুত্তরে বসিয়া রহিল। উপেন বাহিরের জানালার দিকে চাহিয়া ভাবিতে লাগিল।

সহসা উপেন দৃষ্টি ফিরাইয়া আবেগস্ফীত কণ্ঠে ডাকিল, "অমিয়া !"

অমিয়া নতমুখেই উত্তর দিল, "কি ?"

"তোমার পরিচয়—"

"যদি না দিই !"

প্রসন্ন হাস্যের সহিত উপেন বলিল, "প্রয়োজন নাই।"

অমিয়া বলিল, "একটা অপরিচিতাকে সহধর্ম্মিণী কত্তে সাহসী হবেন ?"

উপেন বলিল, "সে সাহস আমার আছে। যার সঙ্গে হৃদয়ে হৃদয়ে পরিচয় হ'য়েছে, তার বাহ্য পরিচয় নিষ্প্রয়োজন।"

একটু ধরা গলায় অমিয়া বলিল, "কিন্তু আমার যদি এমন পরিচয় থাকে, যাতে আমি আপনার গ্রহণযোগ্য হ'তে না পারি !"

উৎসুক নেত্রে অমিয়ার আরক্ত মুখের দিকে চাহিয়া উপেন ধীর গম্ভীর স্বরে বলিল, "তা হ'লে আমার মিনতি, তোমার সে পরিচয় যেন

আমার অজ্ঞাতই থাকে। কিন্তু আমার বিশ্বাস, তোমার মত রমণীর কোন হীন পরিচয় থাকতে পারে না।"

অমিয়ার মুখখানা আরও বেশী লাল হইয়া উঠিল। উপেন উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং ব্যগ্র উৎফুল্ল কণ্ঠে বলিল, "আজই পুরোহিত ডাকিয়ে বিবাহের দিন স্থির করবো। আর এক কথা, আজ হ'তে তুমি জমিদার-গৃহিণীর অনুরূপ সম্মানের সহিতই এখানে বাস করবে।"

উপেন ত্রস্তপদে বাহির হইয়া গেল। অমিয়া স্বপ্নাবিষ্টের মত তেমনই নত মস্তকে আরক্ত মুখে বসিয়া রহিল।

একি স্বপ্ন না জাগরণ? সুখের বাস্তব দৃশ্য, অথবা মোহের মরীচিকা মাত্র? হায় দেবতা! দুর্ব্বলহৃদয়া রমণীর সম্মুখে এমনই করিয়া প্রলোভনের চিত্র কি ধরিতে হয়? তৃষ্ণায় যাহার আকণ্ঠ শুষ্ক, সে কি এমন স্বচ্ছ শীতল বারিরাশির মধ্যে না ঝাঁপাইয়া পড়িয়া থাকিতে পারে? কিন্তু এই অগাধ অপরিমেয় ভালবাসার প্রতিদানে ঘৃণিত লালসা বৃত্তির তৃপ্তি সাধন, ইহাই কি উপযুক্ত? যে আমার জন্য সমাজ, ধর্ম্ম সব ত্যাগ কত্তে প্রস্তুত, তাকে আমি কি দিব প্রভু? এই লালসা-কলঙ্কিত হৃদয় কি দেবপূজায় উপহার দিবার যোগ্য? কিন্তু লোভ দুর্দ্দমনীয়। হায় প্রভু, বিভ্রান্তচিত্ত অর্জ্জুনেরই মত আজ আমিও তোমায় জিজ্ঞাসা করিতেছি—

"যচ্ছ্রেয়ঃ স্যাৎ নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে
শিষ্যস্তেহহং শাধি ত্বং মাং প্রপন্নম্।"

সংশয়ের এই নিবিড় অন্ধকারে আমাকে পথ দেখাইয়া দাও দয়াময়!

অমিয়া যুক্তকরে সজল নেত্রে ঊর্দ্ধে চাহিয়া অন্তর্য্যামী দেবতার উদ্দেশে মস্তক নত করিল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

নবাগত

রাখাল কিন্তু ধরিয়া বসিল, পরিচয় না পাইলে কিছুতেই বিবাহ হইতে পারে না। বিধবা বিবাহ হয় হউক, কিন্তু সে বিধবার কুলপরিচয় না পাইলে কিছুতেই তাহাকে বিবাহ করা যায় না। কে জানে সে কার মেয়ে, কোন্ জাতির মেয়ে।

অম্বিকা বাবুও উপস্থিত ছিলেন। তিনি গম্ভীরভাবে মস্তক সঞ্চালন করিয়া বলিলেন, "রাখাল বাবু ন্যায্য কথাই বলেছেন, কার মেয়ে, কি বৃত্তান্ত না জেনে বিবাহ করাটা উচিত হয় না। লোকেই বা বলবে কি।"

উপেনও যে কথাটা বুঝে নাই এমন নয়, কিন্তু কি উপায়ে যে পরিচয় লইবে তাহাই ভাবিয়া পাইতেছিল না। সে হতাশভাবে অম্বিকা বাবুর মুখের দিকে চাহিল। অম্বিকা বাবু মৃদু গম্ভীর হাস্য সহকারে রাখালকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "আমার মতে রাখালবাবু সে ভারটা নিলেই ভাল হয়।"

বিরক্তভাবে রাখাল বলিল, "জিজ্ঞাসা করলে যদি বলে, আমি খড়দার নিত্যানন্দ গোস্বামীর কন্যা ?"

বিজ্ঞভাবে মস্তক সঞ্চালনপূর্ব্বক অম্বিকাবাবু বলিলেন, "বললেই তো হবে না, খড়দাও মজুদ আছে, নিতানন্দ গোস্বামী না থাকুন তাঁর পুত্র পৌত্র বা জ্ঞাতি গোষ্ঠীও আছে।"

রাখাল বলিল, "তা হ'লে আবার খড়দায় ছুটতে হবে, নিত্যানন্দের জ্ঞাতি গোষ্ঠী এনে হাজির কত্তে হবে।"

অম্বিকা বাবু গম্ভীরভাবে বলিলেন, "অবশ্য।"

রাখাল মুখ বিকৃত করিয়া বলিল, "এত গোয়েন্দাগিরী আমার দ্বারা হবে না অম্বিকা বাবু।"

সহাস্যে অম্বিকা বাবু বলিলেন, "তা না হয়, নাম ধামটা এনে দিতেও পারবেন তো। তারপর অনুসন্ধানের ভার আমার উপর।"

উপেন মৃদু হাসিয়া বলিল, "তাও রাখাল পারবে না বোধ হয়। ও বেচারা নিজের বিয়ে নিয়েই ব্যতিব্যস্ত।"

রাখাল চুপ করিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল। অম্বিকাবাবু নমস্কার করিয়া এবং পরদিন যাহাতে অমিয়ার পিতৃকুল বা শ্বশুরকুলের পরিচয়টা তাঁহার গোচরীভূত হয় তজ্জন্য একবার তাগাদা দিয়া প্রস্থান করিলেন। উপেন সহাস্যে বলিল, "কিন্তু তা হচ্চে না রাখাল, আগে আমার বিয়ে, তারপর তোমার।"

রাখাল এ কথার কোন উত্তর দিল না; সে নীরবে চিন্তিত মনে উঠিয়া গেল। উপেন ভাবিল, সংসারটা কি কুটিল! ছিঃ!

ভাবিতে ভাবিতে রাখাল যখন বাড়ীতে উপস্থিত হইল, তখন মধ্যাহ্ন না হইলেও অনেকটা বেলা হইয়াছে। সে বাড়ীতে আসিয়া প্রথমে সতুকে আনিবার জন্য কুমুদদের বাড়ীতে গেল। বিবাহের কথা হওয়া অবধি কুমুদ আর বড় একটা রাখালের ঘরে আসে না; দৈবাৎ এক আধবার আসিলেও অত্যন্ত সঙ্কুচিতভাবে থাকে। সে ইদানীং সতুকে আপনাদের ঘরেই লইয়া যায়। রাখাল গিয়া তাহাকে লইয়া আসে।

রাখালের সাড়া পাইয়া কুমুদ একটু সঙ্কুচিতভাবে সতুকে আনিয়া তাহার কোলে দিল। আনন্দময়ী রন্ধনশালার বাহিরে আসিয়া

বলিলেন, "আজ পুরুত মশায় এসেছিলেন রাখাল, তিনি অগ্রাণের পনরই দিন ঠিক ক'রে দিয়ে গেছেন।"

রাখাল একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "পনরই? এত তাড়াতাড়ি কেন খুড়ীমা?"

আশ্চর্য্যান্বিত ভাবে আনন্দময়ী বলিলেন, "ওমা, তাড়াতাড়ি আবার কোন্ খানটায় হ'লো রাখাল? আজ তো সবে কার্ত্তিকের ঊনত্রিশ দিন। এখনো মাঝে পনরটা দিন। আর এতো বড় লোকের ধুমধামের বিয়ে নয় যে, দু'মাস আগে থাকতে আয়োজন কত্তে হবে।"

মৃদু হাসিয়া রাখাল বলিল, "তা বটে, তা বটে।"

বলিয়া রাখাল প্রস্থানোদ্যত হইল। আনন্দময়ী তখন কন্যাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "যা না লা কুমী, খাওয়া দাওয়ার যোগাড়টা ক'রে দিয়ে আয় না। আজ যে অনেকটা বেলা হ'য়ে গিয়েছে।"

কুমুদ ঘরের দাবায় দাঁড়াইয়াছিল; মায়ের কথা শুনিয়া ঘরে ঢুকিয়া পড়িল। আনন্দময়ী বলিলেন, "ওমা, ঘরে ঢুকলি যে, যা নখ। ও কুমী, যা হোক্ মেয়ে বাবা!"

মৃদু হাসিয়া রাখাল বলিল, "থাক্ থাক্, ছেলে মানুষ।"

কথাটা বলিয়াই রাখাল যেন লজ্জায় জড়সড় হইয়া পড়িল, এবং সতুকে কোলে লইয়া তাড়াতাড়ি পলাইয়া আসিল।

সেইদিন অপরাহ্ণে রাখাল নিতান্ত অনিচ্ছা সত্বে কেবল কর্ত্তব্যের অনুরোধে অমিয়ার নিকট উপস্থিত হইল। যাইতে যাইতে স্থির করিল, পরিচয় লওয়ার সঙ্গে সে অমিয়াকে দুই চারিটা কড়া কথা না শুনাইয়া ছাড়িবে না।

অমিয়া তখন চুল এলো করিয়া ঘরের বারান্দায় বসিয়াছিল।

অদূরে একটা ছাগী তৃণভক্ষণে নিরত ছিল। পাশে তাহার শাবকটী ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। সে একবার গিয়া মায়ের মুখের কাছে ঘাসে মুখ বুলাইতেছিল, কিন্তু কোমল জিহ্বায় ঘাসের আগা স্পর্শ হইলেই লাফাইয়া অনেকটা দূরে সরিয়া যাইতেছিল; আবার কুর্দ্দন করিতে করিতে মায়ের কাছে ফিরিয়া আসিতেছিল। সে একটু দূরে গেলেই ছাগী তৃণভক্ষণে বিরত হইয়া উৎসুকনেত্রে তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছিল, আবার কাছে আসিলেই আহারে মনোযোগ দিতেছিল। অমিয়া স্থির গম্ভীরভাবে বসিয়া সেই দৃশ্য দেখিতেছিল। পশ্চিম আকাশ হইতে গলিত স্বর্ণধারা আসিয়া তাহার গম্ভীর মুখের উপর পড়িয়াছিল। এমন সময় রাখাল আসিয়া নমস্কার করিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল।

অমিয়া মৃদুমধুর হাস্যের সহিত তাহাকে প্রতিনমস্কার করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং সম্ভ্রম সহকারে ঘরে লইয়া গিয়া বসাইল। রাখাল বসিলে জিজ্ঞাসা করিল, "সতু কেমন আছে ?"

রাখাল ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, ভাল। একটু থামিয়া অমিয়া ধীর মধুর হাস্যের সহিত জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার নাকি বিয়ে ?"

উত্তরে রাখাল মৃদু হাস্য করিল। অমিয়া বলিল, "প্রথমে কথাটা শুনে আমি কিন্তু খুবই আশ্চর্য্য বোধ করেছিলাম।"

রাখাল কোন উত্তর করিল না। অমিয়া একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "আমি তো মনে করেছিলাম, আপনি আর বিবাহ করবেনই না।"

রাখাল এবার মুখ তুলিয়া রুক্ষ দৃষ্টিতে অমিয়ার মুখের দিকে চাহিল, এবং ঈষৎ তীব্র কণ্ঠে বলিল, "আমিও তাই মনে করেছিলাম। কিন্তু সংসারের ভাব গতিক দেখে সে মতের পরিবর্ত্তন কত্তে হ'লো।"

অমিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হঠাৎ সংসারের এমন কি পরিবর্ত্তন দেখলেন রাখাল বাবু?"

উত্তরে রাখাল ফিরাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি কোন পরিবর্ত্তন দেখতে পাচ্চেন না?"

অমিয়া বলিল, "আপনি বোধ হয় বিধবা বিবাহটাকে লক্ষ্য করেই বলছেন?"

রাখাল ভ্রূকুটী করিয়া মস্তক নত করিল। অমিয়াও নতমস্তকে দাঁড়াইয়া ধীরে ধীরে বলিল, "এটা কি এতই মন্দ কাজ রাখাল বাবু?"

রাখাল বলিল, "ভাল কি মন্দ সেটা আপনিই কি বুঝতে পাচ্চেন না?"

অমিয়া বলিল, "আমার তো মন্দ কাজ বলে বোধ হয় না।"

তীব্র স্বরে রাখাল বলিল, "মন্দ কাজ করবার সময় মানুষ সেটাকে মন্দ ব'লে আদৌ ভাবতে পারে না।"

হাস্য তরল কণ্ঠে অমিয়া বলিল, "বাস্তবিক রাখাল বাবু, মানুষ এমনই স্বার্থপর বটে; তা নৈলে যাট বছরের বুড়া কথনই পঞ্চম পক্ষ গ্রহণ কত্তে পারতো না।"

রাখালের ইচ্ছা হইল, উত্তর দেয়, পুরুষ আর স্ত্রীলোক উভয়ে কখন সমকক্ষ হ'তে পারে না। কিন্তু পুরুষ বলিয়াই যে সে স্বেচ্ছাচার করিবে, আর স্ত্রীজাতি শুধু সমাজের কঠোর নিয়মে আবদ্ধ থাকিবে, ইহা কখনও প্রাকৃতিক বিধান হইতে পারে না। সুতরাং উত্তরটা নিতান্ত অশোভন হইবে বলিয়াই রাখাল চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। অমিয়া তাহার দিকে সহাস্য দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল, "ভয় নাই রাখাল বাবু, আমি অবশ্য আপনাকে যাট বছরের বুড়া বলছি না, আর কুমুদও

আপনার পঞ্চম পক্ষ নয়। সুতরাং আপনাদের এ মিলন বাস্তবিক সকলেরই প্রীতিকর। আর সতুর পক্ষেও এটা কম হিতকর নয়। কারণ আপনারা পুরুষত্বের দোহাই দিয়ে আর সকল কাজে বড় হ'তে চাইলেও ছেলে মানুষ করার কাজে আপনাদের স্থান অনেক নীচে।"

রাখাল ঈষৎ হাসিল। বলিল, "এ অপবাদ আমাকে বাধ্য হ'য়ে স্বীকার ক'রে নিতে হবে।"

সহাস্যে অমিয়া বলিল, "না নিলে যে উপায় নাই, রাখাল বাবু। মেয়ে মানুষকে আর সকল কাজে বাদ দিলেও স্নেহ মমতা ভালবাসা প্রভৃতি কতকগুলো সহজ সহজ কাজ নিয়ে তারা সংসারের একটা দিক এমনি ঘিরে আছে যে, তাদের বাদ দিলে সংসারের সে দিক্‌টা একেবারে শূন্য হ'য়ে পড়ে।"

রাখাল ইহা বুঝিয়াছিল, সুতরাং সে প্রসন্ন হাস্যে ইহার উত্তর দিল। তাহার মানসিক উষ্ণতা যেন অনেকটা শীতল হইয়া আসিল। অমিয়া বলিল, "যাক্‌, কুমুদের দ্বারা আপনার সে শূন্য দিকটা যে পূর্ণ হবে, সে পক্ষে কোনই সন্দেহ নাই।

রাখাল হাসিয়া বলিল, "আপনি যে দেখছি, কুমুদের প্রশংসায় শত-মুখ হ'লেন।"

গ্রীবা আন্দোলন করিয়া অমিয়া বলিল, "রহস্য নয় রাখাল বাবু, বাস্তবিকই কুমুদের মত মেয়ে দেখা যায় না।"

রাখালের মনে হইল, অমিয়া যেন তাহাকে মুগ্ধ করিবার উদ্দেশ্যেই কুমুদের এত অযাচিত প্রশংসা করিতেছে। তথাপি সাপটা দংশন করিতে আসিয়াও সাপুড়িয়ার মন্ত্রপ্রভাবে নিজের অজ্ঞাতসারেই যেমন তাহার বশীভূত হইয়া পড়ে, রাখালও তেমনই নিজের অজ্ঞাতসারেই

অমিয়ার বশ্যতা স্বীকার করিয়া লইল, এবং যে উদ্দেশ্যে এখানে আসিয়াছিল, সেই উদ্দেশ্যটা কিরূপে যে ব্যক্ত করিবে তাহাই ভাবিতে লাগিল।

সহসা অমিয়া ডাকিল, "আচ্ছা রাখাল বাবু!"

রাখাল চমকিত ভাবে মুখ তুলিল। অমিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ভোগের লালসা অন্তরে চেপে রেখে বাইরে ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান, সেটাকে আপনি কি রকম মনে করেন?"

রাখাল বলিল, "সেটা ভণ্ডামী।"

মৃদু হাসিয়া অমিয়া বলিল, "বাস্তবিক তাই। গীতায় ভগবানও বলেছেন—

"বাহ্যেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে॥"

রাখাল একটু গম্ভীর হাসি হাসিয়া অমিয়ার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "তাই বুঝি আপনি ভিতরের লালসাটা বাইরে ফুটিয়ে দিয়ে ভিতর বাহির দুইটা সমান কত্তে উপদেশ দেন?"

অমিয়া ঈষৎ হাসিল। সহসা স্বরটাকে তীব্র করিয়া রাখাল বলিল, "দেখুন, শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে অন্যায় কাজ করা আজকালকার সভ্যতার একটা ফ্যাসান হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। ভগবান অনেক কথা ব'লে গেছেন, বড় বড় মুনিঋষিরাও বলতে কিছু বাকী রাখেন নি, কিন্তু জানবেন, সকলেরই শেষ কথা—চরম উপদেশ, লালসার দমনেই মনুষ্যত্ব, তার অনুবর্ত্তনে পশুত্ব।"

তিক্তস্বরে কথাগুলা বলিয়াই রাখাল উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং তাচ্ছীল্যের সহিত একটা নমস্কার করিয়া বাহির হইয়া পড়িল। সামনের চেয়ারের হাতলটা ধরিয়া অমিয়া স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

বাহিরে আসিলে যখন মনে পড়িল, যে উদ্দেশ্যে আসা তাহার কোন কথাই বলা হইল না, তখনও রাখালের আর ফিরিয়া যাইতে ইচ্ছা হইল না। সে খুব জোরে জোরে পা চালাইয়া একেবারে কাছারীতে উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়াই খাজাঞ্চি বলিয়া উঠিল, "এই যে রাখাল বাবু! দেখুন এই ভদ্রলোক বাবুর কাছে কি জন্য এসেছেন।"

খাজাঞ্চি এক বৃদ্ধ আগন্তুকের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দিল। রাখাল সেই দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবামাত্র আগন্তুক উঠিয়া তাহাকে সসম্ভ্রমে নমস্কার করিল।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

পরিচয়

রাখাল যখন অমিয়ার পরিচয় লইতে গিয়াছিল, তখন এক বিদেশী বৃদ্ধ রাস্তার লোককে জিজ্ঞাসা করিতে করিতে খুব ক্লান্ত ও বিরক্তভাবে জমিদারের কাছারীর দিকে দ্রুতপদে চলিয়াছিল। বৃদ্ধের বগলে ছাতা, বাঁ হাতে একটা ক্যাম্বিসের ব্যাগ, ডান হাতে ছড়ি ; গায়ে ময়লা কোট, গলায় কম্ফর্টার জড়ানো। মস্তকের পশ্চাদ্‌ভাগে কয়েক গাছা মাত্র পাকা চুল, গোঁফ দাড়ি কামান, কিন্তু কয়েক দিন ক্ষৌরকারের হস্তস্পর্শ না হওয়ায় পাকা চুলগুলা খোঁচা খোঁচা হইয়া উঠিয়াছে। দন্তাভাববশতঃ ওষ্ঠাধর মুখের ভিতর দিকে ঢুকিয়া গিয়াছে। চক্ষু দুইটা একটু কোটর-প্রবিষ্ট হইলেও তাহা হইতে বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা প্রকাশ পাইতেছে।

অপরাহ্নে আমলারা যখন স্ব স্ব কার্য্যে নিরত ছিল, তখন এই আগন্তুক বৃদ্ধ সহসা উপস্থিত হইয়া একটু উচ্চ ও বিরক্তিসূচকস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "এই কি উপেনবাবুর বাড়ী ?"

একজন আমলা মুখ তুলিয়া উত্তর দিল, "কোথা হ'তে আসচেন ?"

আগন্তুক লাঠী ছাতা ও ব্যাগটা ফেলিয়া ক্লান্তভাবে মাদুরের উপর বসিয়া পড়িল, এবং একটা আরামসূচক আঃ শব্দ করিয়া বলিল, "কোথা হ'তে কি, অনেক দূর হ'তে, বুঝলে কি না, কলকাতা হ'তে। কখন্ বেরিয়েছি, সেই ভোর পাঁচটায়। ইষ্টিশানে এসে দুটো ঘণ্টা, বুঝলে কি না, দুটো ঘণ্টা ব'সে। ন'টায় গাড়ী ছাড়লে, তাও রাস্তায় আধ ঘণ্টা, বুঝলে কি না, আধ ঘণ্টা লেট। এখানে এলো ঠিক একটা বিশ মিনিটে।

তারপর বুঝলে কি না, এই দুটী কোশ রাস্তা, তাও কি জানা রাস্তা? কত জিজ্ঞাসা ক'রে, বুঝলে কি না, আসতে এই চারটে বাজলো। এ সব মেঠো রাস্তা ভাঙ্গা, বুঝলে কি না, আমাদের কি অভ্যাস আছে। চিরকালটা কলকাতায় কেটে গেল।"

আমলারা মুখ তুলিয়া উৎসুক ভাবে আগন্তুকের বক্তৃতা শুনিতে লাগিল। আগন্তুক কোটের বোতামগুলা খুলিয়া দিয়া, একটু সোজা হইয়া বসিয়া বলিল, "বড়ই ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছি, বুঝলে কিনা, একটু তামাক দেওয়াতে পার? সেই ভোর ৪টার সময় তামাক খেয়েছি, আর এই বেলা ৪টা, বারটী ঘণ্টা, বুঝলে কি না, তামাক খাই নি। আজ কাল বিঁড়ি সিগারেট অনেকেই খায়, আমি কিন্তু, বুঝলে কি না, ও গুলো মোটেই পছন্দ করি না। পছন্দ হবে কেন, দুধের স্বাদ, বুঝলে কি না, ঘোলে মেটে কি?"

বলিয়া বৃদ্ধ হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল। খাজাঞ্চি চাকরকে ডাকিয়া তামাক দিতে আদেশ করিল, এবং বৃদ্ধের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনারা?"

মাথা নাড়িয়া আগন্তুক উত্তর দিল, "কায়স্থ, কায়স্থ। দত্ত, লক্ষ্মীধরের সন্তান। 'দত্ত কারো ভৃত্য নয়,' বুঝলে কি না।"

বলিয়া আগন্তুক পুনরায় হাসিয়া উঠিল। জনৈক আমলা জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার নিবাস কি কলকাতাতেই?"

আগন্তুক বলিল, "হাঁ, উপস্থিত নিবাস কলকাতাতেই বটে। তবে আদি বাস নয়। আদি বাস হবে কোথা হ'তে? আগে কি কলকাতায় কারো বাস ছিল? হোগলা বন, বুঝলে কি না, দিনে বাঘ বেরুত। ঐ যে শোভাবাজারের রাজারা, ওদেরও, বুঝলে কি না, আদিবাস

কলকাতায় নয়। আমার প্রপিতামহ এসে কলকাতায় বাস করেন। তিনি ছিলেন একজন মস্ত লোক। অমন যে হেষ্টিং সাহেব, হেষ্টিংকে জান তো, লাট হেষ্টিং, সেও গোবিন্দ দত্তের কথায় উঠতো বসতো। সেই হ'তেই, বুঝলে কি না, কলকাতায় বাস। সেও ধর আজ কালকার কথা নয়, একশো বচ্ছরের উপর হ'লো।"

চাকর তামাক সাজিয়া আনিল, এবং খাজাঞ্চির আদেশ মত কায়স্থের হুঁকা দিল। আগন্তুক তামাকে টান দিয়া প্রথমটা খুব কাসিল, তারপর ধীরে ধীরে তামাক টানিতে টানিতে যেরূপে স্বীয় বংশগৌরবের পরিচয় দিতে লাগিল, তাহাতে কোন কোন আমলা তাহাকে বর্দ্ধমানের মহারাজ অপেক্ষা নিম্নপদস্থ মনে করিতে পারিল না এবং এত বড় লোকটা যে তাহাদের মসীমলিন মাদুরখানার উপর আসিয়া বসিয়াছে, ইহাতে তাহারা খুব আশ্চর্য্য বোধ করিল।

কিন্তু পরিচয় সম্পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই রাখাল আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং উপেনের সহিত আগন্তুকের প্রয়োজন জানিয়া তাহাকে লইয়া স্বতন্ত্র গৃহে গমন করিল। সেখানে আগন্তুককে বসাইয়া, উপেনের সহিত তাহার প্রয়োজন কি তাহা জিজ্ঞাসা করিলে আগন্তুক বলিল, "প্রয়োজন গুরুতর, তা নইলে, বুঝলেন কি না, কাজ কর্ম্ম ফেলে এই বিশ ক্রোশ পথ ভেঙ্গে কলকাতা হ'তে কি ছুটে আসি ?"

রাখাল তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিল। আগন্তুক বলিল, "আমার নাম কালীনাথ দত্ত, পিতার নাম ৺দয়ারাম দত্ত। নিবাস কলিকাতা পটলডাঙ্গা, বাড়ীর নম্বর ৩৭।২ বি।"

অতঃপর নানারূপে ভূমিকা করিয়া আগন্তুক নিজের যে প্রয়োজন ব্যক্ত করিল, তাহার সার মর্ম্ম এই ;—এখানে যিনি বালিকাবিদ্যালয়ের

শিক্ষয়িত্রী হইয়া আসিয়াছেন, তিনি তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ৺রাধাশ্যাম গুপ্তের বিবাহিতা পত্নী। রাধু কাহারও নিষেধ না শুনিয়া আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিতা এই রমণীকে বিবাহ করিয়াছিল এবং ইহাকে লইয়া স্বতন্ত্রভাবে বাস করিতেছিল। রাধুর মৃত্যুর পর কালীবাবু বধূকে আপন গৃহে রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সে চেষ্টা সফল হয় নাই, এই শিক্ষিতার সহিত অশিক্ষিতা গৃহিণীর বনিবনাও না হওয়ায় ইনি মাতার গৃহে আশ্রয় লইয়াছিলেন। বৎসর খানেক পূর্ব্বে মাতারও মৃত্যু হইয়াছে। তাহার পর ইনি শিক্ষয়িত্রীর পদ গ্রহণ করিয়া এখানে আসিয়াছেন। ইহাতেও তত দুঃখ ছিল না, কিন্তু সম্প্রতি লোক পরম্পরায় কালীবাবু অবগত হইয়াছেন যে, এখানকার জমিদার উপেন বাবু ইহাঁকে বিবাহ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। এই বিবাহ নিবারণের উদ্দেশ্যেই তাঁহার আগমন। কারণ এ বিবাহ ঘটিলে তাঁহাদের প্রাচীন বংশগৌরব একেবারে বিলুপ্ত হইবে, তাঁহারা আর সমাজে মুখ দেখাইতে পারিবেন না। হাজার হউক, কুলের বৌ তো বটে।

রাখাল হাঁ করিয়া বৃদ্ধের কথাগুলা যেন গ্রাস করিতেছিল। সকল শুনিয়া একটা আরামের নিশ্বাস ত্যাগ করিল। সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধের মনোবেদনার গুরুত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়া একটু চিন্তিতও হইল। কালী বাবু তাহার মনোভাব বুঝিতে পারিয়া অনুনয় সহকারে বলিতে লাগিলেন "এ কাজ কত্তেই হবে রাখাল বাবু, আমি সহজে ছাড়বো না, উপেন বাবুর কাছে হত্যা দেব। বংশগৌরবই যদি গেল, তা হ'লে, বুঝলেন কি না, আর রইল কি।"

বলিয়া বৃদ্ধ কাঁদিয়া ফেলিলেন। তাঁহার কাতরতা দেখিয়া রাখাল একটু ব্যস্ত হইয়া পড়িল, এবং তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলিল, "আমি

যথাসাধ্য চেষ্টা দেখবো, এখন চলুন, আপনার আহারাদির বন্দোবস্ত ক'রে দিই'।"

কালী বাবু ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, "তা হবে না রাখাল বাবু, আমি এখানে জলগ্রহণ কত্তে পারব না।"

রাখাল বলিল, "এখানে না হয়, আমার বাড়ীতে চলুন।"

অনেক অনুরোধের পর কালী বাবু ইহাতে সম্মত হইলেন।

কালীবাবুকে বাড়ীতে আনিয়া রাখাল তাঁহাকে সমাদরের সহিত আহারাদি করাইল। আনন্দময়ী আসিয়া রাঁধা বাড়া করিয়া দিয়া গেলেন। আহারাদির পর কালীবাবু রাখালের সাংসারিক পরিচয় লইলেন, এবং তাহার পিতার নাম শুনিয়া সচকিতভাবে বলিয়া উঠিলেন, "তুমি রমেশের ছেলে? বল কি হে, যে রমেশ মিত্তির গ্রেহামের বাড়ীর হেডক্লার্ক ছিল?"

রাখাল ঘাড় নাড়িয়া সায় দিল। কালীবাবু আহ্লাদ-গদগদ কণ্ঠে বলিলেন, "এই দেখ, রমেশ যে আমার প্রাণের বন্ধু ছিল হে। তার ছেলে তুমি, অথচ বুঝলে কি না, এতক্ষণ তোমায় চিনতেই পারি নাই। চিনবোই বা কোথা হ'তে? তোমাকে তো, বুঝলে কি না, কখন দেখি নাই।"

রাখাল পিতৃবন্ধুর পদধূলি গ্রহণ করিল। অতঃপর রাখালের পত্নী-বিয়োগ সংবাদ শ্রবণে কালী বাবু দুঃখ প্রকাশ করিলেন, এবং তিনি থাকিতে রাখালকে যে অধিকদিন এরূপ গৃহশূন্য অবস্থায় থাকিতে হইবে না এরূপ আশ্বাসও দিলেন।

এই সকল কথাবার্ত্তার পর কালী বাবু নিজ প্রয়োজন সিদ্ধির উপায় জিজ্ঞাসা করিলেন, এবং যাহাতে তাঁহার মান সম্ভ্রমের হানি না হয়

তজ্জন্য রাখালকে চাপিয়া ধরিলেন। রাখাল তাঁহাকে সম্পূর্ণ আশ্বাস দিতে পারিল না বটে, তবে এজন্য যে সে প্রাণপণ চেষ্টা করিবে ইহা স্বীকার করিয়া লইল। কালীবাবু উপেনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিলে রাখাল জানাইল যে, তাহার সহিত সাক্ষাতে কোন ফল হইবে না, কারণ তাহার সঙ্কল্প অটল। অগত্যা কালীবাবুকে এই প্রস্তাবেই সম্মতি দিতে হইল।

পরদিন সকালে রাখাল কালীবাবুকে লইয়া অম্বিকাবাবুর নিকট উপস্থিত হইল। অম্বিকাবাবু শুনিয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন, "বিবাহ বন্ধ হওয়া অসম্ভব। তবে রাখাল বাবু যদি চেষ্টা করেন।"

কালী বাবু তখন রাখালের উপরেই কুলমান মর্য্যাদার ভার দিয়া সেই দিনই কলিকাতা রওনা হইলেন। যাত্রার পূর্ব্বে তিনি বধূর সহিত সাক্ষাৎ করিতে অভিলাষী কি না রাখাল ইহা জিজ্ঞাসা করিল। কালী বাবু কিন্তু এই কুলপাংশুলার মুখদর্শনে সম্মত হইলেন না।

তিনি চলিয়া গেলে অম্বিকাবাবু রাখালকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার বিশ্বাস হয়?"

রাখাল স্থির স্বরে বলিল, "অবিশ্বাসের কোন কারণ নাই। উনি আমার পিতৃবন্ধু।"

মৃদু হাসিয়া অম্বিকাবাবু বলিলেন, "এখন আপনার পিতৃবন্ধুর অনুরোধ রক্ষার কি করবেন?"

চিন্তিতভাবে রাখাল বলিল, "কি জানি।"

অল্প সময়ের মধ্যেই কালীবাবুর আগমনবার্ত্তা গ্রামমধ্যে প্রচারিত হইল, এবং এত বড় ঘরের বৌ হইয়া অমিয়া যে কিরূপে এই অসামাজিক কাজটা স্বচ্ছন্দে করিতে যাইতেছে ইহাই ভাবিয়া অনেকে

বিস্ময় প্রকাশ করিতে লাগিল। কথাটা অমিয়াও শুনিল; শুনিয়া চিন্তিত হইল।

কথাটা রাখালের মুখ দিয়াই উপেনের কাণে উঠিল। শুনিয়া উপেন গর্ব্বসূচক হাস্যের সহিত রাখালকে বলিল, "ওহে, কালিদাস মিথ্যা ব'লে যান নি—

'যদুচ্যতে পার্ব্বতি পাপবৃত্তয়ে

ন রূপমিত্যব্যভিচারি তদ্বচঃ।"

রাখাল একটু লজ্জার হাসি হাসিয়া বলিল, "কিন্তু সাপের মাথাতেও মণি থাকে কি না, তাই ভয় হয়।"

উপেন বলিল, "সে তোমাদের প্রাচীনকালে থাকতো। এখন ছত্রিশ হাত মাটী খুঁড়ে মণি-রত্ন আহরণ কত্তে হয়।"

"তাই তুমিও 'স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি' আহরণ কচ্চো।"

"দুষ্কুলাৎ নয় মূর্খ, এখন বল সুকুলাৎ।"

"ভুল, ভুল" বলিয়া রাখাল হাসিয়া উঠিল।

বিংশ পরিচ্ছেদ

সতুর মা

সে দিনও দুই সখীতে রায় পুকুরের ঘাটে জল আনিতে গিয়াছিল। তবে সে দিন আর ঘাটে উপেন ছিল না। সখীদ্বয় ঘাটের চাতালে কলসী রাখিয়া, জলসন্নিকটস্থ সোপানে বসিয়া পা ঘষিতে ঘষিতে গল্প করিতেছিল। হেমন্তের ক্ষীণপ্রভ সূর্য্য পুকুরের স্থির স্বচ্ছ বারিরাশির উপর আপনার শেষ কিরণটুকু ছড়াইতে ছড়াইতে বৃক্ষান্তরালে অদৃশ্য হইতেছিল।

কিরণ বলিল, "সত্যি কুমী, আমার কিন্তু উপেন বাবুর উপর বড্ড রাগ হয়।"

মৃদু হাসিয়া কুমুদ বলিল, "আমারও।"

তাহার মুখের উপর বক্র কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া কিরণ সহাস্যে বলিল, "তোর রাগ তো হ'তেই পারে লো, সে আর এমন বেশী কথা কি।"

কুমুদও সহাস্য কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া বলিল, "তোমার রাগটাই যে বেশী হবে না তারই বা মানে কি ?"

"আমার সঙ্গে তো বিয়ের কথা হয় নি ?"

"আমার সঙ্গে কথাই হ'য়েছিল, বিয়ে তো হয় নি ?"

"হ'তে তো পারতো ?"

"ন'পাড়ার দারোগা হীরু ঘোষের সঙ্গে তোমার বিয়ের কথা হ'য়েছিল, মানিকপুরে বিয়ে না হ'লে সেখানেও তো তোমার বিয়ে হ'তে পারতো।"

"হ'তে পারতো হ'তো, তাতে কি ?"

"আমারই বা এতে কি ?"

"জমিদার-গিন্নী হ'তে পারলি না।"

"তুমিও তো দারোগা-গিন্নী হ'লে না।"

ঈষৎ রাগতস্বরে কিরণ বলিল, "আজকাল তুই বড় বাচাল হ'য়েছিস্ কুমী।"

কুমুদ হাসিয়া বলিল, "কি হ'য়েচি কিরণ দি ?"

"বাচাল।"

"সে কাকে বলে ?"

"যে খুব বেশী কথা কয়।"

"তুমিই বা আমার চাইতে কোন্ কম কথা কইচো।"

কুমুদ একটু হাসিল; কিরণ নীরবে গম্ভীরভাবে পায়ের আঙ্গুলে গামছা ঘষিতে লাগিল। কুমুদ একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "রাগ করলে কিরণ দি ?"

কিরণ গম্ভীরভাবেই উত্তর করিল, "যদিই করি।"

কুমুদ হাসিয়া বলিল, "কেন মিছে ঘরের ভাতগুলো বেশী খরচ করবে। জামাইবাবুর ভাত হ'লেও কোন কথা ছিল না।"

কিরণও হাসিয়া উঠিল। সখীদ্বয়ের কল হাস্যে নির্জ্জন সরোবরতীর মুখরিত হইয়া উঠিল।

একটু পরে কিরণ জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা কুমী, তোর কি মনে একটুও দুঃখ হয় না ?"

ঘাড় নাড়িয়া কুমুদ বলিল, "খুব হয়।"

তাহার মুখের উপর সহাস্য দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কিরণ বলিল, "কেন হয় বল্ দেখি।"

গম্ভীর মুখে কুমুদ বলিল, "জামাই বাবু সেই পূজোর সময় ক'দিনের তরে এসেছিল, তারপর দু'মাসের মধ্যে আর দেখা নাই।"

তাহাঁর হাতে গামছার একটা ঝটকা দিয়া কিরণ বলিল, "তোর মাথা। আমি কি তাই বলচি?"

"তবে কি বলচো?"

"আমি বলচি, উপেন বাবুতে আর রাখাল বাবুতে কতটা তফাৎ।"

একটু ভাবিয়া কুমুদ মুখখানাকে খুব গম্ভীর করিয়া বলিল, "আচ্ছা কিরণদি, তুমি কত তফাৎ অনুমান কর? বিশ পঁচিশ হাত? না তারও বেশী? আধ ক্রোশটাক হবে?"

তাহার গালে একটা ঠোনা মারিয়া কিরণ সহাস্যে বলিল, "হাঁ হবে।"

কুমুদ যেন বিস্ময়ের ভাব প্রকাশ করিয়া বলিল, "বল কি কিরণ দি, এত হবে? আ—আ—ধ ক্রো—ও—শ?"

কিরণ এবার মুখখানাকে গম্ভীর করিয়া বলিল, "দেখ্ কুমী, আমার কাছে তুই বেশী চালাকী করিস্ না। তুইও মেয়েমানুষ, আমিও মেয়েমানুষ।"

মৃদু হাসিয়া কুমুদ বলিল, "তাই নাকি?"

কিরণ এবার জোর গলায় বলিল, "হাঁ তাই। বড় লোকের স্ত্রী হ'তে কোন্ মেয়ের সাধ না হয়?"

সহসা কুমুদের মুখখানা যেন বিষাদগম্ভীর হইয়া পড়িল। সে নতমুখে ধীরে ধীরে বলিল, "কিন্তু সে সাধ পূর্ণ হয় ক'টা মেয়ের?"

কিরণ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "সে কথা ঠিক। কিন্তু তোর সাধে যে বাদ পড়লো, সেটা খুব আশ্চর্য্য রকমে।"

ম্লান হাসি হাসিয়া কুমুদ বলিল, "যে রকমেই হোক, পড়লো তো।"

একটা ক্ষুদ্র দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কিরণ বলিল, "সকলই অদৃষ্ট।"

কিয়ৎক্ষণ গম্ভীরভাবে থাকিয়া কিরণ সহসা মৃদু হাস্য করিল। কুমুদ জিজ্ঞাসা করিল, "হাসলে যে?"

কিরণ বলিল, "একটা কথা মনে প'ড়ে গেল।"

"কি কথা?"

"একদিন তোকে বলেছিলাম, তুই সতুর সত্যিকার মা হ'য়ে না পড়িস্।"

বলিয়া কিরণ মুখ মচকাইয়া হাসিল। কুমুদ নিঃশব্দে বসিয়া আঙ্গুল দিয়া জল ছিটাইতে লাগিল।

অতঃপর উভয়ে নীরবে জলমধ্যে অবতরণ করিল। জলে নামিয়া গায়ে গামছা ঘষিতে ঘষিতে কিরণ বলিল, "আচ্ছা কুমী, ঐ মেয়েটাকে তোর কি রকম মনে হয়?"

কুমুদ জিজ্ঞাসা করিল, "কোন্ মেয়েটা?"

ঈষৎ বিরক্তির সহিত কিরণ বলিল, "কোন্‌টা আবার? ঐ মাষ্টারনী। ওকে কি রকম বোধ হয়?"

কুমুদ বলিল, "খুব সুন্দরী।"

ভ্রূভঙ্গী করিয়া কিরণ বলিল, "পোড়ার মুখ! আমি কি তাই জিজ্ঞাসা কচ্চি?"

সহাস্যে কুমুদ বলিল, "তবে কি? মিষ্টি না তেঁতো?

ক্রুদ্ধ স্বরে কিরণ বলিল, "তোর মুণ্ডু।"

কুমুদ নীরবে গাত্রমার্জ্জনা করিতে লাগিল। কিরণ বলিল, "আমার তো মনে হয় ও বেউশ্যে।"

"বল কি কিরণ দি ?"

"সাধে কি বলি। বেউশ্যে না হ'লে বিধবা হ'য়ে আবার বিয়ে করে!"

কুমুদও যেন ইহার সম্পূর্ণ অনুমোদন করিয়া উত্তর করিল, "তাই তো।"

কিরণ বলিল, "মাগীর উপর আমার এমন রাগ হয়।"

কুমুদ বলিল, "আমারও হয়।"

কির। আমি যদি এবার একদিন দেখতে পাই, এমন তো শুনিয়ে দেব না।

কুমু। আমিও দেব।

কির। কি বলবি ?

কুমু। বলবো, তোমার উপর আমার খুব রাগ হ'য়েছে।

কিরণ হাসিতে লাগিল। অতঃপর উভয়ে কাপড় কাচিয়া উপরে উঠিল, এবং কলসী লইয়া তাহাতে জল ভরিতে লাগিল। হঠাৎ কুমুদ বলিল, "আচ্ছা কিরণ দি!"

"কি ?"

"তুমি যদি জমিদার-গিন্নী হও ?"

"কপালে থাকে, একদিন হব।"

"একদিন কেন, যদি বল তো ঘটকালী করি।"

মুখভঙ্গী করিয়া কিরণ বলিল, "ইস, নিজের বেয়াল পত্তি পায় না, উনি আমার ঘটকালি করবেন। তাই বুঝি দ্বিতীয় পক্ষ হতে যাচ্চিস।"

হাসিয়া কুমুদ উত্তর করিল, "সেটা এত মন্দ নাকি ? দ্বিতীয় পক্ষের কত আদর তা জান তো ?"

"ছাই আদর" বলিয়া কিরণ কলসী কক্ষে অগ্রসর হইল, কুমুদ তাহার পশ্চাৎ অনুসরণ করিল।

বিবাহের তখন আর এক সপ্তাহ মাত্র বাকী। আড়ম্বর না হইলেও বিবাহের যাহা অবশ্য প্রয়োজনীয়, তাহার উদ্যোগ আয়োজন ধীরে ধীরে হইতেছিল। ইহার উপর আনন্দময়ীকে কেবল নিজের বাড়ী নয়, রাখালের বাড়ীর উদ্যোগ আয়োজনও করিতে হইতেছিল, 'সুতরাং তাঁহাকে একটু বেশী ব্যস্ত হইয়া পড়িতে হইয়াছিল। গৃহস্থালীর কাজ কর্ম্মের কতকটা ভার কুমুদের ঘাড়ে পড়িয়াছিল।

কুমুদ জল লইয়া যখন ঘরে ফিরিল, তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়াছে। আনন্দময়ী রাখালের বাড়ীতে ছিলেন। সতুকে ঘুম পাড়াইয়া কুমুদ গা ধুইতে গিয়াছিল, আসিয়া দেখিল, সে ঘুম হইতে উঠিয়া কাঁদিতেছে। কুমুদ তাড়াতাড়ি কাপড় ছাড়িয়া তাহাকে কোলে লইল। এবং তাহাকে কোলে বসাইয়া সন্ধ্যার উদ্যোগে প্রবৃত্ত হইল। সতু কিন্তু বড় গোলযোগ আরম্ভ করিল। সে একবার প্রদীপটা কাড়িয়া লয়, একবার সলিতাগুলা লইয়া ছড়াইয়া দেয়। কুমুদ সেগুলা যত গুছাইয়া রাখে, সতু ততই সেগুলাকে বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলে। কুমুদ ইহাতে প্রথমটা আনন্দ অনুভব করিল, শেষে বিরক্ত হইয়া ধমক দিল। সতু কিন্তু ইহাতে ভয় পাইল না, সে খল খল হাসিয়া কুমুদের গলা জড়াইয়া ধরিল; এবং তাহার মুখের উপর মুখ রাখিয়া অর্দ্ধস্ফুট কণ্ঠে ডাকিল, "মা—ম্মা—ম্মা!"

কুমুদ উভয় করতলের মধ্যে তাহার মুখখানা ধরিয়া সহাস্য তিরস্কারের স্বরে বলিল, "ইঃ, ভারী তো আদুরে ছেলে! কে তোর মা?"

কচি হাত দুইটী দিয়া কুমুদের মুখে আঘাত করিতে করিতে সতু আরও উচ্চ কণ্ঠে ডাকিল, "মা—ম্মা!"

জোরে ঘাড় নাড়িয়া কুমুদ বলিল, "যাঃ, আমি তোর মা হ'তে পারবো না।"

"সত্যি পারবে না, কুমু?"

উঠানের দিকে চাহিয়াই কুমুদ ব্যস্তভাবে কাঁধের কাপড়টা মাথায় তুলিয়া দিতে উদ্যত হইল, কিন্তু সতু কাপড় চাপিয়া কোলে বসিয়া থাকায় কাপড়টা সহজে মাথায় উঠিল না। মৃদু হাসিয়া রাখাল বলিল, "কিন্তু তা আর হচ্চে না কুমু, তোমার ইচ্ছা না থাকলেও বিধাতা জোর ক'রে তোমাকে সতুর মা ক'রে দিচ্চে।"

কুমুদ তীব্র ভ্রূকুটী করিল, কিন্তু সন্ধ্যার অন্ধকারে রাখাল তাহা দেখিতে পাইল না। এদিকে বাপকে দেখিয়া সতুর উল্লাস যেন আরও বাড়িয়া গেল; সে কুমুদের কাঁধের উপর হাতের ভর দিয়া দাঁড়াইল, এবং পিতার দিকে ফিরিয়া নাচিতে নাচিতে বলিতে লাগিল, "মা—ম্মা—ম্মা।"

কুমুদ তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকিয়া পড়িল।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

বিবাহের নিমন্ত্রণ

এমন অনেক লোক আছে, যাহারা কোন দুষ্কর কর্ম্ম সাধন করিতে গিয়া যতক্ষণ বাধা পায়, যতক্ষণ বিঘ্নবিপত্তিগুলা কার্য্যসিদ্ধির পথে দুর্ভেদ্য প্রাচীররূপে দণ্ডায়মান হইয়া উদ্যম, অধ্যবসায়, সিদ্ধি সকলকেই সম্পূর্ণ নিষ্ফল করিয়া দিতে চায়, ততক্ষণ তাহারা প্রবল উৎসাহ দেখাইয়া পর্ব্বতপ্রমাণ বাধাবিঘ্নগুলির সহিত প্রাণপণে যুদ্ধ করে। কিন্তু সে যুদ্ধের ফলে বাধাবিঘ্ন সমুহ যখন সিদ্ধির পথ হইতে সম্পূর্ণরূপে অপসৃত হইয়া যায়, এবং দুঃসাধ্য কাজটা নিতান্ত সুসাধ্য হইয়া পড়ে, তখন সেই বাধাবিপত্তির সহিত তাহাদের উৎসাহটাও সহসা এমনই অতর্কিত ভাবে অন্তর্হিত হইয়া যায় যে, তখন সেই হস্তগতপ্রায় সিদ্ধিটাকে হাত বাড়াইয়া ধরিয়া লইতেও যেন কষ্ট বোধ করে। তাহাদের ভাব দেখিয়া মনে হয়, তাহারা যেন যুদ্ধের জন্যই যুদ্ধ করে, জয় লাভের সঙ্গে তাহাদের কোনই সম্পর্ক নাই।

বিধবাবিবাহটা যখন খুবই অসম্ভব ছিল, সমাজ যখন তাহার বিরুদ্ধে খড়্গ উদ্যত করিয়াছিল, তখন উপেন সেই অসম্ভবকে সম্ভব করিবার জন্য, সমাজের উদ্যত খড়্গকে অবনমিত করিবার জন্য যে উদ্যম, যে উৎসাহ প্রদর্শন করিল, অসম্ভব কাজটা সম্ভব হইয়া আসিলে, সমাজ তাহার সাফল্যের পথ ছাড়িয়া সরিয়া দাঁড়াইলে, উপেনের সে উৎসাহ অনেক পরিমাণে হ্রাস পাইয়া আসিল। তারপর বিবাহটা যতই নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিতে লাগিল, উপেনের উৎসাহ উদ্যম সব যেন

একে একে অন্তর্হিত হইয়া গেল। শুধু প্রবল উদ্যমের অবসানে একটা আগ্রহশূন্য সঙ্কল্প লইয়া শেষ ফলের জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

রাখাল বলিল, "ওহে সামাজিক নিমন্ত্রণের কি হবে?"

উদাসভাবে উপেন উত্তর দিল, "যেমন হওয়া উচিত।"

রাখা। কলকাতা হ'তে জনকতক ব্রাহ্মণপণ্ডিত আনাবে নাকি?

উপে। এটা শ্রাদ্ধের ব্যাপার নয়।

উপেনের ভাব দেখিয়া রাখাল বিস্মিত হইল। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "কিন্তু এমন কতকগুলা নিমন্ত্রণ আছে, যা তোমার নিজে গিয়ে নিমন্ত্রণ করা দরকার।"

উপেন জিজ্ঞাসা করিল, "সে কোন্‌গুলা?"

রাখাল বলিল, "আত্মীয় স্বজন। ধর, যেমন খুড়ী মা।"

উপেন কিয়ৎক্ষণ গম্ভীরভাবে বসিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "দেখ রাখাল, আমি আর যাই করি, খুড়ীমাকে এ বিবাহে নিমন্ত্রণ কত্তে গিয়ে তাঁর অপমান কত্তে পারি না।"

রাখাল এ কথায় কোন উত্তর দিতে পারিল না; উপেনও গম্ভীর ভাবে বসিয়া রহিল। কিয়ৎক্ষণ পরে রাখাল সহসা ডাকিল, "উপেন!"

উপেন মুখ তুলিয়া চাহিল। রাখাল বলিল, "বিবেকের উপর জোর দেখিয়ে পরিণামে তার জন্য অনুতাপ ভোগ করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়।"

মৃদু হাসিয়া উপেন বলিল, "তা হ'লে তোমার মতে আমি নির্ব্বোধ হ'তেই রাজি আছি।"

রাখাল গম্ভীর মুখে বলিল, "রহস্য নয় উপেন, এখনো ভ্রম সংশোধনের যথেষ্ট সময় আছে।

স্বরে তিরস্কারের মৃদু তীব্রতা আনিয়া উপেন বলিল, "ছিঃ রাখাল, তুমি কি আমাকে এতই দুর্ব্বলচিত্ত মনে কর।"

রাখাল কোন উত্তর করিল না; আর একটু বসিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া গেল। উপেন বসিয়া ভাবিতে লাগিল।

রাখাল বাড়ীতে গিয়া আনন্দময়ীকে বলিল, "জান খুড়ীমা, উপেন বিয়েতে তোমায় নিমন্ত্রণ করবে না।"

মৃদু হাসিয়া আনন্দময়ী বলিলেন, "সত্যি নাকি?"

রাখাল বলিল, "হাঁ খুড়ীমা, সত্যি। এই মাত্র উপেনের সঙ্গে আমার এই নিয়ে কথা হচ্ছিল। সে বলে কি জান?"

"কি বলে?"

"বলে, নিমন্ত্রণ ক'রে সে তোমাকে অপমান কত্তে পারবে না।"

সহাস্যে আনন্দময়ী বলিলেন, "সে তো ঠিক কথাই বলেছে রাখাল, পরকেই নিমন্ত্রণ করা দরকার, আপনার যে, তাকে নিমন্ত্রণ করলে সত্যিই তার অপমান করা হয়।"

রাখাল বিস্মিতভাবে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। আনন্দময়ী বলিলেন, "উপীন তো আমার পর নয় রাখাল। যাদের তরে তিনি সর্ব্বস্ব পণ ক'রেছিলেন, তিনি নাই ব'লে তারা কি আমার পর হ'তে পারে?"

বিস্ময়পূর্ণ কণ্ঠে রাখাল বলিল, "তা হ'লে বিনা নিমন্ত্রণেও তুমি যাবে খুড়ীমা?"

আনন্দময়ী বলিলেন, "না গিয়ে থাকবার যো কি রাখাল? উপীনের বিয়ে, আর আমি চুপ ক'রে ঘরে ব'সে থাকবো! বসে থাকলেই বা চলবে কেন? ওর আর দেখা শোনার কে আছে? বুধবারে বিয়ে, আজ রবিবার, আজ হ'লো না, কাল আমায় যেতেই হবে।"

হর্ষপ্রফুল্লকণ্ঠে রাখাল বলিল, "কালই যাবে? সেই ভাল খুড়ীমা।"

আনন্দময়ী বলিলেন, "ভাল হোক, মন্দ হোক, আমাকে যেতেই হবে। কুমু ঘরে থাকবে। কেন না তার যাওয়া না যাওয়া এখন তো আমার এক্তার নয়।"

রাখাল মাথা নাড়িয়া বলিল, "তোমার খুব এক্তার আছে খুড়ীমা, তুমি যখন যাবে, তখন ওর না যাওয়া কি ভাল দেখায়। আর না যাবেই বা কেন? উপেন কি আমারই পর?"

আনন্দময়ী কি বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু বলা হইল না, সহসা উপেন আসিয়া রাখালের পাশে বসিয়া পড়িল। রাখাল তাহার দিকে বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াই সহর্ষে বলিয়া উঠিল, "এই তোমার কথাই হচ্ছিল উপেন; তুমি নিমন্ত্রণ না করলেও খুড়ীমা না গিয়ে ছাড়বে না।"

উপেন বিস্ময়োৎফুল্ল দৃষ্টিতে আনন্দময়ীর মুখের দিকে চাহিল। আনন্দময়ী হাসিয়া বলিলেন, "এই শোন পাগলের কথা, আমার ছাড়বার যো কি? ওর এমন কে আছে যে, আমি না গেলেও আটকাবে না। আর যদিই না আটকায়, তা হ'লেও আমি কি চুপ ক'রে থাকতে পারি! না থাকাই উচিত?"

ঈষৎ হাসিয়া উপেন প্রফুল্লকণ্ঠে বলিল, "তোমার উচিত অনুচিত তুমিই বোঝ খুড়ীমা, আমরা তার কি বলতে পারি?"

আনন্দময়ী বলিলেন, "আমিও তো কারো বলবার অপেক্ষা রাখি না উপীন, আর এই জন্যেই ওদের বিয়েটা পাঁচদিন পেছিয়ে দিলাম। এক সঙ্গে দু'জায়গায় দু'টো কাজ তো দেখতে পারবো না।"

উপেন ভাবিয়াছিল, খুড়ীমা হয় তো তাহার উপর খুবই রাগ

করিয়াছেন। একে সে তাঁহার কন্যাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, তাহার উপর বিধবাবিবাহ করিতেছে। এ অবস্থায় অতি বড় ধৈর্য্যশালিনী রমণীরাও রাগ না করিয়া থাকিতে পারে না। কিন্তু আনন্দময়ীর মুখের ভাবে বা কথায় বার্ত্তায় রাগের একটুও চিহ্ন না দেখিয়া যতটা আশ্বস্ত হইল, তদপেক্ষা আনন্দিত হইল, সাধিয়া তাহার বাড়ীতে যাইতে উদ্যত হওয়ায়। সে অন্তরে একটা স্নেহবিমিশ্র আনন্দ অনুভব করিয়া স্তব্ধ ভাবে বসিয়া রহিল।

মাথা নাড়িতে নাড়িতে রাখাল বলিল, "কিন্তু দু'টো দিক্ তোমাকে দেখতেই হবে খুড়ীমা; উপেনের দিক্‌টা বরং না দেখলেও চলতে পারে, কেন না আপন বল পর বল, তবু পাঁচজন ওকে দেখবার আছে, কিন্তু আর একজন এমন অসহায় আছে, যাকে দেখবার কেউ নাই, এত বড় আনন্দের উচ্ছ্বাসটা যাকে একাই বুকের ভিতর চেপে রাখতে হবে।"

ঈষৎ হাসিয়া আনন্দময়ী বলিলেন, "সে কথাটা আমিও ভেবে দেখেছি রাখাল, আর সেই দিকটাই আমাকে আগে দেখতে হবে।"

উপেন স্তব্ধ দৃষ্টিটা তাঁহার মুখের উপর স্থাপন করিয়া ব্যগ্র কণ্ঠে বলিল, "তুমি সেখানে যাবে খুড়ীমা?"

আনন্দময়ী গাম্ভীর্য্যপূর্ণ মুখে বলিলেন, "যেতে হবে বৈকি উপীন, না গেলে চলবে কেন! সে যে সকলের চেয়ে অসহায়।"

উপেন জোরে মাথা নাড়িয়া বলিল, "তা হ'তেই পারে না খুড়ীমা, তোমাকে আমি সেখানে যেতে দিতে পারি না।"

আনন্দময়ী একটু গম্ভীর হাসি হাসিয়া বলিলেন, "পাগলের মত কথা ক'য়ো না উপীন, তুমি যাকে স্ত্রী ব'লে গ্রহণ কত্তে পার, তার কাছে

যেতে আমাকে কিছুতেই ঠেকিয়ে রাখতে পার না। আজ তার কাছে যেতে দিতে তোমার লজ্জা হচ্চে, কিন্তু কাল হয়তো আমাকে তার হাতের জল খেতে হবে। না উপীন, একটা বড় কাজ কত্তে ব'সে মনের ভিতর এতটা সঙ্কীর্ণতা রাখা ঠিক নয়।"

উপেন লজ্জায় মস্তক নত করিল; আনন্দময়ীর এই গভীর উদারতা তাহার সমগ্র অন্তঃকরণকে প্রগাঢ় বিস্ময়ে অসাড় করিয়া দিল। খানিক পরে সে তেমনই নতমস্তকে নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল।

বাহির হইয়া উপেন প্রথমে বাড়ীর দিকেই চলিল। কিন্তু যাইতে যাইতে সহসা ফিরিয়া দ্রুতপদে বাগানবাড়ীতে উপস্থিত হইল। সেখানে উপস্থিত হইয়া দেখিল, অন্যদিন অপেক্ষা আজ যেন অমিয়ার সাজসজ্জার পারিপাট্য কিছু বেশী। তাহার শুভ্র পরিধেয়ের ভিতর দিয়া নিরাভরণ দেহের সমগ্র সৌন্দর্য্য আজ যেন শত ধারায় ফুটিয়া বাহির হইতেছে; হাস্যপ্রদীপ্ত মুখখানার উপর বিশ্বের সকল আনন্দ, সকল প্রীতি ভাসিয়া বেড়াইতেছে; আসন্ন মিলনের অধীর উৎকণ্ঠা লইয়া সে যেন দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইয়া তাহারই প্রতীক্ষা করিতেছে। উপেন আপনার অন্তরের সকল ক্ষোভ, সকল লজ্জা সবলে মুছিয়া ফেলিয়া একবার তীব্র আকাঙ্ক্ষাভরা দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিল। তারপর তাহার হাত ধরিয়া ধীরে ধীরে বসিবার ঘরে ঢুকিল।

অমিয়া বলিল, "আমি মনে করেছিলাম, আপনি আরও আগে আসবেন।"

উপেন বলিল, "খুড়ীমার বাড়ী হ'য়ে আসতে একটু দেরী হ'য়ে গেল।"

অমিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "খুড়ীমা কে? কুমুদের মা বুঝি?"

উপেন ঘাড় নাড়িয়া উত্তর দিল। অমিয়া বলিল, "তিনি বোধ হয় খুবই দুঃখিত হ'য়েছেন ?"

গম্ভীর স্বরে উপেন বলিল, "না অমিয়া ; আমি দেখছি, জগতে এমন মানুষও আছে, যাদের অসীম উদারতার মধ্যে সকল সঙ্কীর্ণতা, সকল ক্ষোভ দুঃখ কোথায় ডুবে যায়। জগতে এমন অপরাধ নাই, যাকে তাঁরা অনায়াসে ক্ষমা কত্তে না পারেন।"

অমিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। উপেন একটু চুপ করিয়া থাকিয়া মৃদু হাসিয়া বলিল, "আজ কিন্তু তোমায় বড় সুন্দর দেখাচ্চে অমিয়া।"

অমিয়ার ঠোঁটের কোলে একটু হাসির রেখা দেখা দিল। সে উপেনের মুখের উপর একটা সহাস্য কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া দৃষ্টি নত করিল। উপেন বলিল, "ভাল দেখালেও কিন্তু ঐ থান কাপড়খানা— এখন আর তোমারি পেড়ে কাপড় পরায় দোষ কি ?"

সহাস্যে অমিয়া বলিল, "কেন থান কাপড়ে কি আমাকে মন্দ দেখায় ?"

উপেন বলিল, "যারা প্রকৃতিদত্ত সৌন্দর্য্যসম্পদের অধিকারী, তাদের সকল তাতেই সুন্দর দেখায়। জান তো, "কিমিব হি মধুরাণাং মণ্ডনং নাকৃতীনাং।"

বলিয়া উপেন মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। অমিয়ার মুখখানার উপর যেন একটু বেশী রক্তিম রাগ ফুটিয়া উঠিল। উপেন একটু নীরবে থাকিয়া বলিল, "যাক্, আমার একটা মস্ত দুর্ভাবনা আজ ঘুচে গেল। তোমার এখানে কে দেখা শোনা করবে, সেইটাই আমার খুব ভাবনা ছিল।"

অমিয়া মুখ তুলিয়া চাহিল। উপেন বলিল, "খুড়ীমা সে দুর্ভাবনা

ঘুচিয়ে দিয়েছেন। তিনিই সে সব ভার নিয়েছেন। বোধ হয় কালই তিনি আসবেন।"

যেন একটু চমকিয়া অমিয়া বলিল, "এখানে আসবেন ?"

উপেন গলায় একটু জোর দিয়া বলিল, "বলেছি তো, তাঁর উদারতার কাছে জগতের কোন সঙ্কীর্ণতা, কোন অপরাধই স্থান পায় না। আমি যতই মন্দ কাজ করি, তিনি কিন্তু স্নেহের জোরে সেই মন্দকেও ভাল ক'রে তুলতে পারেন, অমিয়া।"

অমিয়া স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া মেঝের উপর পায়ের বুড়া আঙ্গুলটা ঘষিতে লাগিল। স্তব্ধ ঘরের ভিতর দিয়া শুধু একটা ঠাণ্ডা বাতাস আস্তে আস্তে বহিয়া যাইতে থাকিল। সহসা অমিয়া মুখ তুলিয়া গম্ভীর স্বরে ডাকিল, "উপেন বাবু!"

চমকিত হইয়া উপেন তাহার দিকে ফিরিল। অমিয়া বলিল, "এখনো কি ফিরতে পারেন না ?"

উপেন স্থির দৃষ্টিটা তাহার মুখের উপর নিবদ্ধ করিয়া দৃঢ়স্বরে বলিল, "অসাধ্য।"

"জগতে অসাধ্য কিছুই নাই উপেনবাবু।"

"দু'একটা আছে। যেমন তোমাকে ত্যাগ করা।"

অমিয়ার নিশ্বাসটা খুব জোরে জোরে বহিতে লাগিল ; সে কম্পিত স্বরে বলিল, "আমিই এত বড় হ'লাম উপেনবাবু ? আপনার আত্মীয় স্বজন, সমাজ, গৌরব, যশ—"

উপেন উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং অমিয়ার হাত দুইটা চাপিয়া ধরিয়া আবেগ-বিহ্বল কণ্ঠে বলিল, "আমি তোমাকে আমার ভগবানের উপরেও আসন দিতে পারি, অমিয়া।"

অমিয়ার সর্ব্বশরীর বায়ুসন্তাড়িত লতার ন্যায় থর থর কাঁপিয়া উঠিল; তাহার মাথাটা আপনা হইতে ঢলিয়া উপেনের বুকের উপর লুটাইয়া পড়িল।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

অমিয়ার চিঠি

রাত্রিতে উপেনের মনে হইল, আবশ্যক খরচের জন্য অমিয়ার হাতে কিছু টাকা দেওয়া আবশ্যক। সকালে উঠিয়াই সে খাজাঞ্চির নিকট হইতে দুইশত টাকা চাহিয়া লইল, এবং টাকাটা লইয়া নিজেই অমিয়ার নিকট উপস্থিত হইল। কিন্তু অমিয়াকে দেখিতে পাইল না। অমিয়া যে ঘরে বসিয়া পূজা করিত, সে ঘরে গিয়া দেখিল, তখনও পূজার কোন উদ্যোগ হয় নাই। পরিচারিকাকে খুঁজিল, কিন্তু তাহাকেও দেখিতে পাইল না। ভাবিল, হয় তো তাহাকে লইয়া অমিয়া স্নান করিতে গিয়াছে। তখন সে বসিবার ঘরের দরজা খুলিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল।

বসিয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ দেখিল, টেবিলের উপর একখানা খামে মোড়া চিঠী রহিয়াছে; খামের উপর তাহারই নাম। উপেন খামখানা তুলিয়া লইল। তাহার লেখাটা যে অমিয়ারই হস্তাক্ষর তাহা বুঝিতে তাহার বিলম্ব হইল না। তখন সে কতকটা বিস্ময় এবং কতকটা উৎকণ্ঠার সহিত খামখানা ছিঁড়িয়া ভিতরকার চিঠীখানা পড়িতে আরম্ভ করিল।

চিঠীখানা খুব বড়। তাহাতে লেখা ছিল,—

"উপেন বাবু,

মানুষের আকাঙ্ক্ষা অসীম, কিন্তু ক্ষমতা সসীম; সেই সসীম ক্ষমতা দিয়ে অসীমকে আয়ত্ত করার চেষ্টা যে কতটা ভ্রম, তা আমি নিজেকে

দিয়েই বেশ বুঝতে পাচ্চি। মানুষ এই আকাঙ্ক্ষার পিছনে পিছনে ছুটতে ছুটতে শেষে পথভ্রান্ত হ'য়ে এমন একটা ভীষণ মরুভূমির মাঝে গিয়ে পড়ে, যেখানে সে জীবন মরণের সন্ধিস্থলে উপস্থিত হয়। এই জন্যই বুঝি শাস্ত্রকারেরা সর্ব্বাগ্রে আকাঙ্ক্ষাকে দমন করবার জন্য উপদেশ দিয়ে গিয়েছেন।

একদিন আপনি আমার পরিচয় চেয়েছিলেন, কিন্তু সেদিন পরিচয় দিই নাই। একবার পরিচয় দিতে ইচ্ছা হ'য়েছিল, কিন্তু সাহস হয় নাই। কেন জানেন? তার মূলে ঐ আকাঙ্ক্ষা। তারপর হঠাৎ শুনলাম, আমি এক বড় ঘরের বৌ, আমার খুড়-শ্বশুর আমার তত্ত্ব নিতে এসেছিলেন। কাজেই আমার আর পরিচয় দেওয়ার আবশ্যক হ'লো না। আমি যেন অনেকটা স্বস্তি পেলাম। কিন্তু আশ্চর্য্যও বড় কম হ'লো না, এই স্বামিহীনার স্বামীর এই পিতৃব্যটী হঠাৎ কোথা হ'তে এলেন? কে আমার এই উপকারী লোকটী? শেষে খুব গোপন অনুসন্ধানে জানলাম, এর মূলে আপনার খুব বড় একজন কর্ম্মচারী আছেন, এবং এই অনাথার অযাচিত উপকারের মূলে আছে তাঁর একটা প্রবল স্বার্থ। কিন্তু তাঁর স্বার্থ তাঁরই থাক, আমার যে তিনি উপকার করেছেন, এজন্য তাঁকে ধন্যবাদ। এখন আমার স্বার্থের কথা বলি। সে দিন আপনাকে যে পরিচয় দিই নাই, আজ তা দেব।

পাঁচ বছর আগে একদিন গঙ্গা নাইতে গিয়ে একটী বালিকাকে কতকগুলা উচ্ছৃঙ্খল যুবকের অভদ্র অত্যাচার হ'তে রক্ষা করেছিলেন, সে কথা কি আপনার মনে আছে? আপনার মনে নাই, আমার কিন্তু বেশ মনে আছে। আমি এখনো যেন সেই গঙ্গার ঘাট, সেই অভদ্র যুবকদলের উচ্ছৃঙ্খল হাস্য পরিহাসের বীভৎস চিত্র, আর তারই মাঝে

আপনার বরাভয়প্রদ সৌম্যমধুর মূর্ত্তি, চোখের উপর দেখ্‌তে পাচ্চি। তারপর আপনি সেই বালিকাকে তার বাড়ীতে পৌছে দিতে গিয়ে যখন দেখলেন, সেটা ঘৃণিতা বেশ্যার গৃহ, তখন সেই বাড়ীখানার উপর একটা ঘৃণাপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রেই চলে গেলেন, বালিকার মাতার কাতর অনুরোধ সত্ত্বেও দরজার ভিতর দিকে পা বাড়ালেন না। কিন্তু তখনও যে সেই বালিকা আপনার তীব্র ঘৃণাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা ক'রে আপনার দিকে কৃতজ্ঞতার উচ্ছ্বাসে প্রফুল্ল দৃষ্টিতে চেয়েছিল, তা দেখবার অবসর বোধ হয় আপনার ছিল না।

আপনি প্রতি রবিবারে গঙ্গা নাইতে যেতেন, বালিকা ন'টা না বাজতেই বারান্দায় এসে পথের দিকে চেয়ে ব'সে থাকতো। আপনি গোলাপী রঙ্গের গামছায় কাপড়খানি জড়িয়ে নাইতে যেতেন, আবার নেয়ে ফিরে আসতেন, কিন্তু কোন দিন উপর দিকে চেয়ে দেখতেন না। চাইলে দেখতে পেতেন, একটী বালিকা দৃষ্টিতে কতটা আকুলতা নিয়ে পথের দিকে চেয়ে আছে। তারপর পুনরায় রবিবারের প্রত্যাশায় কয়টা দিন সে যে কি উৎকণ্ঠা নিয়ে দিন গুণতো, তা সে ছাড়া আর কেউ বুঝতে পারবে না। যদি কোন দিন কোন রবিবারে আপনি নাইতে না যেতেন, বা অন্য রাস্তা দিয়ে যেতেন, তবে সে দিন তার দিনটা কি অশান্তিতে কাটতো, তা আপনি কেমন ক'রে জানবেন ?

এমনি ভাবে দু'টী বৎসর কেটে গেল। তারপর তাদের সে বাড়ী ছাড়তে হ'লো। বাড়ী ছেড়ে যেতে বালিকা প্রাণে কি গভীর বেদনা যে অনুভব করলে, তা কথায় প্রকাশ করা যায় না। নূতন বাড়ীটা তার পক্ষে যেন একটা নূতন কারাগার বলে বোধ হ'তে লাগলো। সে দিনের অধিকাংশ সময়ই ছাদে দাঁড়িয়ে আলিসার উপর দিয়ে মুখ বাড়িয়ে চঞ্চল

দৃষ্টিতে রাস্তার দিকে চেয়ে থাকতো, যদি দৈবক্রমে সে রাস্তা দিয়ে আপনি চলে যান।' আপনি কিন্তু যেতেন না। বালিকার ক্ষুদ্র বুক অবসাদে নৈরাশ্যে ভেঙ্গে পড়তো। কিন্তু হঠাৎ একদিন ছাদের অপর পাশে দাঁড়িয়ে অন্যমনস্কভাবে ইতস্ততঃ চাইতে চাইতে পাশের বাড়ীখানায় যা দেখলে, তাতে তার সকল বেদনা, সব অবসাদ মুহূর্ত্তে মুছে গেল, গভীর পুলকে ছাদের উপর লুটিয়ে পড়ে ভগবানকে অশেষ ধন্যবাদ দিলে।

পাশের বাড়ীতে বেশ্যা ভাড়াটে এসেছে ব'লে আপনাদের মেসে একটা গোলযোগ উঠেছিল আপনার মনে আছে? কিন্তু আমার মা বেশ্যা হ'লেও বাজারে বেশ্যার মত ছিলেন না। তিনি ধাত্রীর কাজ কত্তেন। পাশ-করা ধাত্রী, ভিজিট ছিল চার টাকা। তিনি ঠিক ভদ্র গৃহস্থভাবেই থাকতেন। সব জেনে আপনাদের মেসের গোলমাল মেসের মধ্যেই মিটে গেল, আমিও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। তবে সেই দিন হ'তে সকালে বিকালে ছাদে যাওয়াটা বাড়লো। আপনি জানতেন না, কিন্তু আমি ছাদের পাশে দাঁড়িয়ে দেখতাম, আপনি এক মনে জানালার ধারে ব'সে পড়চেন, কখন বা ছেলেদের সঙ্গে গল্প কচ্চেন। একদিন একটা ছেলে আমাকে দেখতে পেয়ে কুৎসিত ইসারা করলে। সেইদিন হ'তে আমি একটু সতর্কভাবে অন্যের অলক্ষ্যে গিয়ে দাঁড়াতাম।

" আচ্ছা, কেন বলুন দেখি আমার এই উন্মত্ততা? আপনাকে দেখবার জন্য আমার এত ব্যাকুলতা কেন? রোজই তো দেখচি, কিন্তু তাতে লাভ কি? লাভ কিছুই ছিল না, অথচ না দেখেও থাকতে পাত্তাম না। বিকাল বেলাটা ছাদে না গেলে প্রাণটা যেন হাঁপিয়ে উঠতো। এটা কি প্রেমের আকর্ষণ? সেই তো বিপন্ন অবস্থায় একদিন মাত্র আপনার সহিত সাক্ষাৎ। তারপর আপনি আমার পরিচয় জেনে ঘৃণাভরে চলে

গেলেন। এই টুকুর ভিতর এত প্রেম কোথা হ'তে এলো? কোথা হ'তে এলো, কেন এলো, এসব বুঝতাম না, বুঝবার চেষ্টাও করতাম না, শুধু বহ্নিমুখবিবিক্ষু পতঙ্গ যেমন সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে আলোকাধার-বেষ্টিত দীপের দিকে চেয়ে থাকে, আমিও তেমনি আপনাকে চেয়ে চেয়ে দেখতাম।

তখন আমি বেথুন কলেজে পড়ি। সেই বৎসরই এণ্ট্রান্স পাশ করলাম। আমার আরও পড়তে ইচ্ছা হ'লো, মা কিন্তু বয়স হ'য়েছে ব'লে কলেজে যেতে দিলেন না। তাঁর ইচ্ছা ছিল, আমিও ধাত্রীবিদ্যা শিক্ষা করি। আমার কিন্তু তা ভাল লাগলো না, আরও বেশী পড়তে ইচ্ছা হ'লো। আমার আগ্রহ দেখে মা শেষে বাড়ীতে একজন মাষ্টার রেখে দিলেন। সে মাষ্টার কে জানেন, আপনাদেরই মেসের অরবিন্দ-বাবু। তাঁরই কাছে আপনার পরিচয় আমি তন্ন তন্ন ক'রে জেনে নিয়েছিলাম।

মাস কতক পড়বার পরই দেখলাম, অরবিন্দুবাবুর মনটা বিচলিত হ'য়ে পড়েছে, তিনি আমার দিকে অনুগ্রহ দৃষ্টিপাত কত্তে সুরু করেছেন। আমি ইংরাজী পড়া ছেড়ে দিলাম, মাষ্টারদের উপর ঘৃণা জন্মে গেল। কিন্তু পড়তে হবে। কি পড়ি? একজন বুড়ো পণ্ডিত রেখে সংস্কৃত শিখতে আরম্ভ করলাম। আমার পড়ার উপর এত আগ্রহ কেন জানেন? আপনি এম এ পড়ছেন শুনে আমারও ইচ্ছা হ'য়েছিল, আমি আপনারই মত একজন দিগ্‌গজ পণ্ডিত হ'য়ে উঠবো। খবরের কাগজে এম এ পাশের তালিকায় আপনার নাম দেখে আমার যে শুধু আনন্দ হ'য়েছিল তা নয়, কতকটা ঈর্য্যার ভাবও জেগে উঠেছিল।

তারপর হঠাৎ একদিন শুনলাম, আপনি দেশে চলে গেছেন। অরবিন্দ বাবু না থাকলেও আপনার খবর পাওয়ার পক্ষে কোন বাধা

ছিল না। আপনাদের মেসের ঝি আমার কাছে মাসে এক টাকা জলপানি পেতো। তারই মুখে শুনলাম, আপনার পিতৃবিয়োগ হ'য়েছে, আপনি দেশে গিয়ে বসেছেন, আর কলকাতায় থাকবেন না। শুনে আমার মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়লো।

এখন আমার মনে অনুতাপ হ'তে লাগলো, আমি নিজে মজেছি, কিন্তু আপনাকে মজাবার চেষ্টা করি নাই কেন? আমার এই রূপভরা যৌবনভরা দেহ নিয়ে আপনার সামনে দাঁড়ালে আপনার দৃষ্টি কি আকর্ষণ কত্তে পাত্তাম না? যে দিন আপনি একটী বালিকার সম্মুখ হ'তে মুখ ফিরিয়ে চলে গিয়েছিলেন, সে দিন সে ক্ষুদ্র লতামাত্র; এখন পল্লবে, পুষ্পে, গন্ধে, বর্ণে সজ্জিতা, বসন্তমারুতস্পর্শে আবেগ-কম্পিতা সে লতাকে দেখলে কি আপনি ফিরে চাইতেন না? মন্মথের শরসন্ধান কি ব্যর্থ হ'তো? যে বিলোল কটাক্ষে মুনি ঋষিদের যোগভঙ্গ হ'য়েছে, সে কটাক্ষে কি আপনার ধৈর্য্য বিচলিত হ'তো না? কিন্তু আমি হেলায় যে সুযোগ হারিয়েছি, তা এখন আর শত চেষ্টাতেও পাব না।

আমি লেখাপড়া সব ছেড়ে দিলাম। মা অনেক বুঝিয়ে ডাক্তারী শিখতে বললেন। অনেক ভেবে চিন্তে তাঁরই কাছে একটু একটু পড়তে লাগলাম। এখানে যে চাষা ভুষোদের এক আধ ফোঁটা ওষুধ দিতে দেখেছেন, সেটুকু সেই শিক্ষার ফল। কিন্তু মার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সে শিক্ষারও অবসান হ'য়ে গেল। আমি অতঃপর কি করবো তাই ভাবতে লাগলাম। দুই চারজন যুবা প্রণয়প্রার্থী হ'য়ে এসেছিল, কিন্তু আমার কাছে একটা নিদারুণ ঘৃণা ছাড়া আর কিছু পাবার প্রত্যাশা নাই দেখে একে একে সরে পড়লো। আমি আমার কর্ত্তব্য পথ ঠিক কত্তে না পেরে পথভ্রান্তের মত হাতড়ে বেড়াতে লাগলাম।

ঠিক এমনি সময়ে আপনার বিজ্ঞাপনটী আমার চোখে পড়লো। আমি যেন অকূল সমুদ্রে একটু কিনারা দেখতে পেলাম। এই তো আপনার কাছে উপস্থিত হবার একটা মস্ত সুযোগ। একটা নূতন সঙ্কল্পে বুক বেঁধে, আপনাকে হিন্দুবিধবা পরিচয়ে আবেদন লিখে পাঠালাম। সে আবেদন-পত্র লিখবার সময় কত আশায় নিরাশায়, আনন্দে নিরানন্দে আমার হৃদয় আলোড়িত হ'য়েছিল, সেখানা পড়বার সময় আপনি বোধ হয়'তো একবারও ভাবেন নি। কিন্তু তার প্রতি বর্ণে, প্রতি ছত্রে আমার হৃদয়ের সবটুকু শক্তি ঢেলে দিয়েছিলাম। তারপর যেদিন তার উত্তর এলো, সেদিন সত্যই আমি আকাশের চাঁদ হাতে পেলাম ; হিন্দু বিধবা সেজে, ব্রহ্মচর্য্যের কপট আবরণে আপনাকে ঢেকে, আপনার সম্মুখে এসে দাঁড়ালাম।

কেন এ আবরণ ? কেন এ ছদ্মবেশ ? আমি বুঝেছিলাম, শুধু বিলাসের দিক্ দিয়ে, শুধু রূপ যৌবনের মাদকতায় আপনাকে মুগ্ধ করা সহজ হবে না, সহজ হ'লেও আপনাকে ততটা ছোট ক'রে দেখবার প্রকৃতি আমার ছিল না ; তাই তার সঙ্গে ধর্ম্মটাকে মিশিয়ে দিয়ে শুধু আপনার ভোগপ্রবৃত্তিকে নয়, শ্রদ্ধা ভক্তিকেও আকর্ষণ করবো স্থির করে ছিলাম। কিন্তু হায়, তখন কে জানতো, 'সৎকর্ম্মের ভাণও ভাল' এ প্রবাদটা বর্ণে বর্ণে সত্য ! এই কপট ধর্ম্মাচরণই যে শেষে আমার মনের গতিটা ফিরিয়ে দিয়ে আমাকে সর্ব্বস্বান্ত করবে, যা আমার চির আকাঙ্ক্ষিত, তার কাছ হ'তে দূরে কোন্ অনির্দ্দিষ্ট পথে ঠেলে নিয়ে যাবে, তা তখন বুঝতে পারি নাই। কিন্তু যাক্ সে কথা।

আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হ'লো ; যেমন তেমন সিদ্ধি নয়, আশার অতীত সিদ্ধি লাভ। আমি আপনার সহধর্ম্মিণীর স্থান অধিকার করবো। এর

চেয়ে সৌভাগ্য, ইহার অধিক প্রার্থনীয় আমার আর কি থাকতে পারে? স্বর্গ আমার পদতলে, সৌভাগ্য আমার দাস, সুখ আমার সঙ্গিনী। কিন্তু—কিন্তু সেই সঙ্গে বুকটা যেন ছাঁৎ ক'রে উঠতো। যতই দিন যেতে লাগলো, ততই বুকের কাঁপুনীটা যেন বেড়ে উঠলো। 'এত বড় ভালবাসার প্রতিদানে এতটা প্রবঞ্চনা! এতটা স্বার্থত্যাগের বিনিময়ে এমন নিদারুণ স্বার্থপরতা! এক একবার মনে হ'তো আমার স্বরূপ পরিচয় দিই, কিন্তু সাহস হ'তো না। লোভ এসে সামনে দাঁড়াত, তর্জ্জন ক'রে বলতো—'সর্ব্বনাশি, নিজের পায়ে নিজে কুঠারাঘাত করবি?' প্রবৃত্তি উপহাস ক'রে বলতো—'তুই বেশ্যার মেয়ে বেশ্যা, তোর আবার ধর্ম্ম কর্ম্ম কি?' কিন্তু মাঝে মাঝে বিবেকের গম্ভীর স্বর শুনতে পেতাম —'ধর্ম্ম সর্ব্বজনীন; তার কাছে উচ্চ নীচ, ইতর ভদ্র, বেশ্যা কুলাঙ্গনা ভেদ নাই।' সে বজ্রগম্ভীর নাদে অন্তর কেঁপে উঠতো। পূজায় বসতাম, কিন্তু প্রাণের ভিতর একটা অব্যক্ত বেদনা অনুভব ক'রে কেঁদে ফেলতাম।

আপনি যখন পরিচয় চাইলেন, তখন পরিচয় দিলাম না, কিন্তু আপনি চলে গেলে মেঝের উপর লুটিয়ে প'ড়ে কাঁদতে লাগলাম। ভগবান্ জানেন, সে রাত্রে একবারও চোখে পাতায় হয়েছে কি না।

শেষে বিবেকেরই জয় হ'লো; এস্থান ত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ স্থির করলাম। কিন্তু যাই যাই ক'রেও যেতে পারলাম না; এত সুখ, এত সৌভাগ্য ছেড়ে কি যাওয়া যায়? কোন্ আশায়, কি প্রলোভনে ছেড়ে যাব? আপনারা পুরুষ, সবল, আপনারা পারেন, কিন্তু দুর্ব্বল স্ত্রীলোক আমি; আমি কি সহজে এত প্রলোভন ত্যাগ কত্তে পারি?

কিন্তু কিসের এত প্রলোভন, যার জন্য আমি আপনাকে ধর্ম্মের,

সমাজের গণ্ডীর বাইরে টেনে নিয়ে যাচ্চি? কোন্ সুখের আশায় আপনার গৌরবান্বিত বংশকে কলঙ্কিত কত্তে উদ্যত হ'য়েছি? এতে কি এমন স্থায়ী সুখ আছে, যার জন্য আমি এতটা প্রবঞ্চনা, এতটা মহাপাপ অনায়াসে কত্তে পারি? সুখ? সুখের অভাব কি? আমি আপনার ভালবাসা পেয়েছি; আমার জন্য আপনি সর্ব্বস্ব ত্যাগ কত্তে পারেন জেনেছি। তবে আমার চেয়ে সুখী কে? ভোগ? যে শ্রেণীতে আমার জন্ম; সে শ্রেণীতে ভোগের অভাব কি? অর্থ! কত অর্থ আপনার উপেনবাবু? আমার এই রূপযৌবনভরা দেহ নিয়ে যদি অর্থাহরণের চেষ্টা করি, তবে কত বড় বড় রাজার রাজৈশ্বর্য্য এসে আমার পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়বে। তবে কেন এতটা মহাপাপ ক'রে নরকের আগুনে ঝাঁপ দেব!

আমি আপনাকে চাই। কেন না আপনাকে আমি ভালবাসি। কিন্তু এই কি আমার ভালবাসা! যে আমার জন্য ধর্ম্ম, সমাজ, আত্মীয় স্বজন সকল ত্যাগ কত্তে প্রস্তুত, পিতৃআজ্ঞা লঙ্ঘনে উদ্যত, তাকে এই প্রবঞ্চনাপূর্ণ স্বার্থে ভরা হৃদয় দান করবো, বেশ্যাকন্যার স্বামিত্বের পদে বসিয়ে লোকের কাছে তার মাথা হেঁট ক'রে দেব, এই কি আমার ভালবাসা! ধিক্ আমার এ ভালবাসায়! সে কি আমার বাহিরের? যে অন্তরের সামগ্রী, তাকে বাইরের দিক্ দিয়ে নাই বা পেলাম? এই কপট ব্রহ্মচর্য্যকে সহজ ব্রহ্মচর্য্যে পরিণত ক'রে যদি সেই অন্তরের দেবতাকে অন্তর দিয়েই পূজা করি, তবে কি আমার পূজা সফল হবে না! সফল হোক বিফল হোক, এই সফলতার নিষ্ফলতার বিচারক যিনি, তাঁর পায়ে ফলাফল অর্পণ ক'রে আমার কাজ আমি ক'রে যাই।

ক'দিন হ'তেই ভাবছি, ভেবে সঙ্কল্পও স্থির করেছি। কিন্তু স্বাই

যাই, ক'রেও যেতে পারি না। হাজার হোক, আমি মেয়ে মানুষ। কিন্তু যে জিনিষটুকু পাবার আশায় যেতে পারি নাই, আজ সন্ধ্যার সময় আপনার কাছে তা আমি পেয়েছি। সে মধুর সম্মোহন স্পর্শে আমার হৃদয় ভরে গিয়েছে। এখন আর আমার কোন আকাঙ্ক্ষা নাই। এই হৃদয়ভরা স্পর্শটী নিয়ে আমি এখন যেখানে ইচ্ছা যেতে পারি।

বিদায় উপেন বাবু, আমি দুর্ব্বলহৃদয়া রমণী, আমার শত অপরাধ মার্জ্জনীয়। আমি যে ভুল ক'রে ছিলাম, তার সংশোধন কত্তে চললাম। আপনি যে ভুল করেছেন, কুমুদকে বিবাহ ক'রে তার সংশোধন করবেন, এই আমার অনুরোধ। আমি কোথায় যাব, কি করবো, তার এখন স্থিরতা নাই। এখানে রিক্তহস্তে এসেছিলাম, পূর্ণহস্তে ফিরে চললাম। স্মৃতিতে আমার হৃদয়ভরা। এই হৃদয়ভরা স্মৃতি নিয়ে স্বচ্ছন্দে আমি জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারবো। কিন্তু যেখানেই থাকি, অকূল সমুদ্রে নাবিকের দৃষ্টি যেমন ধ্রুবতারার উপরেই নিবদ্ধ থাকে, তেমনি এই সংসার-সমুদ্রে আপনার কাছ হ'তে আমি লক্ষ্য ফেরাতে পারব না। আপনি বিবাহ ক'রে সুখী হ'য়েছেন জানতে পারলে আমার সুখের সীমা থাকবে না।

যাবার সময় আপনার একটি জিনিষ নিয়ে গেলাম, সে আপনার পরিচারিকাটী। সে এই কয় মাসেই আমার এত অনুগত হ'য়ে পড়েছে যে, কিছুতেই আমাকে ছেড়ে রইল না। আমারও পথে ঘাটে একজন সঙ্গীর দরকার। যাকে সর্ব্বস্ব দিতে প্রস্তুত হ'য়েছিলেন, তার এটুকু নেবার অধিকার আছে বোধ হয়। ইতি—দাসী অমিয়া।"

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

ভ্রম সংশোধন

পত্রখানা পড়া শেষ হইলে উপেনের সমগ্র বক্ষ আলোড়িত করিয়া একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস বাহির হইল। সে পত্রখানা হাতে লইয়া চোখ বুজিয়া চেয়ারের গায়ে যেন এলাইয়া পড়িল।

রাখাল ঘরে ঢুকিয়া ত্রস্তভাবে বলিল, "খুড়ীমা আসচেন, আমি পাল্কী ডেকে দিয়ে এসেছি। ওকি, তুমি অমন ক'রে পড়ে আছ কেন?"

উপেন নিঃশব্দে হাত বাড়াইয়া চিঠীখানা রাখালের হাতে দিল। রাখাল একখানা চেয়ার টানিয়া বসিয়া তাহা পড়িতে লাগিল। পড়িতে পড়িতে সে এক একবার বিস্ময়ে চমকিত হইয়া উপেনের মুখের দিকে চাহিতে লাগিল।

পড়া শেষ হইলে রাখাল একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া গদ্গদ কণ্ঠে বলিল, "যাই বল উপেন, বেশ্যা হ'লেও একে আমি দেবী ব'লে শ্রদ্ধা করি।"

উপেন নীরবে একটু ম্লান হাসি হাসিল মাত্র। রাখাল চিঠীখানা রাখিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

এমন সময়ে আনন্দময়ী কক্ষমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। সতুকে কোলে লইয়া কুমুদ তাঁহার পশ্চাৎ আসিয়া দরজার কাছে দাঁড়াইল। আনন্দময়ী ঘরে ঢুকিয়া উপেনের দিকে চাহিয়া সহাস্যে বলিলেন, "এই দেখ উপেন, আমি কথা ঠিক রেখেছি কি না। কিন্তু অমিয়া কৈ?"

উপেন ঘাড় নীচু করিয়া বসিয়া রহিল। রাখাল বলিল, "সে নাই

খুড়ীমা, উপেনের সকল চেষ্টা, সকল আয়োজন পণ্ড ক'রে দিয়ে সে চলে গিয়েছে।"

"চলে গিয়েছে!"

বিস্ময়জড়িত কণ্ঠে কথাটা বলিয়াই আনন্দময়ী স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া পড়িলেন। রাখাল বলিল, "শুধু চলে যায় নাই খুড়ীমা, উপেন যে বুদ্ধির ভ্রমে প'ড়ে কত বড় একটা ভুল কচ্ছিল, তা ওকে বুঝিয়ে দিয়ে গেছে।"

আনন্দময়ীর মুখ দিয়া একটা কথাও বাহির হইল না। উপেন নীরবে একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল। রাখাল হঠাৎ চেয়ার ছাড়িয়া উঠিল, এবং জোরে মাথা নাড়িয়া বলিল, "কিন্তু তা হবে না উপেন, তোমার এ উদ্যোগ আয়োজন কিছুতেই পণ্ড হ'তে পারে না।"

উপেন মুখ তুলিয়া প্রগাঢ় বিস্ময়ের সহিত রাখালের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিল। রাখাল কিন্তু তাহার দিকে না চাহিয়াই দ্রুতপদে দরজার নিকট উপস্থিত হইল, এবং কুমুদের হাত ধরিয়া তাহাকে ঘরের ভিতর টানিয়া আনিল। তারপর বিস্ময়বিমূঢ় উপেনের হাতটা টানিয়া লইয়া তাহার উপর কুমুদের হাত রাখিয়া উৎসাহপ্রফুল্ল কণ্ঠে বলিল, "তুমি সকলের অনুরোধ ঠেলতে পার উপেন, কিন্তু অমিয়ার অনুরোধ ঠেললে তোমাকে নিতান্তই অকৃতজ্ঞ হ'তে হবে। তারই অনুরোধে আমি আজ কুমুদকে তোমার হাতে অর্পণ করলাম।"

স্তব্ধ গৃহমধ্যে সকলেরই বিস্ময়-বিস্ফারিত দৃষ্টি রাখালের উপর পতিত হইল। রাখাল উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল, "এ দান তোমায় গ্রহণ কত্তেই হবে উপেন, এ তোমার স্বর্গগত পিতার দান, তোমার সব চেয়ে প্রিয় বন্ধুর দান, তার চেয়েও বেশী অমিয়ার ভালবাসার দান। এ দান তুমি কিছুতেই প্রত্যাখ্যান কত্তে পার না।"

বিস্ময়জড়িত কণ্ঠে উপেন বলিয়া উঠিল, "কিন্তু রাখাল—"

দৃঢ়স্বরে রাখাল বলিল, "এর ভিতর আর কিন্তু নাই উপেন, এ জন্মজন্মান্তরের অচ্ছেদ্য বন্ধন, বিধাতার অমোঘ বিধান। তুমি আমি ভ্রান্তির বশে তার অন্যথা করতে গেলে হবে কেন, বিধাতা উপযুক্ত সময়েই আমাদের ভুল সংশোধন ক'রে দিয়েছেন।"

উপেন বলিল, "কিন্তু তোমার ভুলের সংশোধনটা যে বড় কঠোর রূপেই হ'য়ে গেল রাখাল?"

রাখালের মুখের উপর মুহূর্ত্তের জন্য ম্লানতার একটু ছায়া পড়িল; কিন্তু কুমুদের মুখের দিকে চাহিতেই মুহূর্ত্তে তাহা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে ব্যস্তহস্তে কুমুদের ক্রোড় হইতে সতুকে টানিয়া লইল, এবং তাহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া হাস্য প্রফুল্ল মুখে বলিল, "আমার এই টুকুই যে সর্ব্বস্ব উপেন। এই টুকুই যে আমার সকল কঠোরতাকে কোমলতায় পরিণত ক'রে দেবে।"

উপেন উঠিয়া বন্ধুকে আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ করিল। আনন্দময়ীর উভয় নেত্র হইতে আনন্দাশ্রুধারা নিঃশব্দে গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

সমাপ্ত

গৃহস্থ-গ্রন্থাবলী

স্বনামধন্য কর্ম্মীশ্রেষ্ঠ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার, এম্ এ, প্রণীত

১। নিগ্রোজাতীর কর্ম্মবীর

আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ শিক্ষা-প্রচারক বুকার ওয়াশিংটনের আত্মজীবন-চরিতের সুন্দর মনোরম বঙ্গানুবাদ। মূল্য ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

বাঙ্গালী—"নিগ্রোজাতির কর্ম্মবীরকে আমাদেরই 'কর্ম্মবীর' বলিয়া মনে হয়।"

আনন্দবাজার—"এই মহাপুরুষের জীবনের আখ্যায়িকা উপন্যাসের চিত্তাকর্ষী সরল বঙ্গভাষায় অনূদিত হইয়াছে।"

সাহিত্য—"কোন বাঙ্গালী যেন 'নিগ্রোজাতির কর্ম্মবীর' পড়িতে না ভুলেন।"

ভারতবর্ষ—"বিনয় বাবু নিজে প্রচারক, যাহাতে দেশের লোক সুশিক্ষা প্রাপ্ত হয়, আমাদের যুবকগণ জ্ঞানে, ধর্ম্মে বিভূষিত হয়, তাহারই জন্য বিনয় বাবু এতদিন চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন এবং সেই চেষ্টার ফলই তাঁহার এই পুস্তক।"

বসুমতী—"নিগ্রোজাতির কর্ম্মবীর' সকলেরই পাঠ করা উচিত।"

উক্ত গ্রন্থকারের অন্যান্য পুস্তক।

২। বর্ত্তমান জগৎ

সম্পূর্ণ অভিনব ও অপূর্ব্ব ভ্রমণ-কাহিনী। বিদেশে অনেকেই গিয়াছেন এবং ভ্রমণ-কাহিনী অনেকেই লিখিয়াছেন কিন্তু বিনয় বাবুর মত এমন অন্তর্দৃষ্টি দিয়া দেশকে দেখিয়া ও বুঝিয়া তাহার কাহিনী কেহই এ পর্য্যন্ত লিপিবদ্ধ করেন নাই। এই ভ্রমণ-কাহিনীর ভিতর দিয়া দেশের অতীত ইতিহাস, সমাজ-চিন্তা, শিক্ষা-সমস্যা, শিল্প ও বাণিজ্য প্রভৃতির কথা জানিতে পারিবেন।

১ম খণ্ড। মিশর

ইহাতে মিশরের পুরাকাহিনী, ইহার আচার-ব্যবহার, রাজনীতি, শিল্প-বাণিজ্য প্রভৃতির কথা বিশেষভাবে বিবৃত হইয়াছে। মূল্য ১॥০ টাকা।

২য় খণ্ড। ইংরাজের জন্মভূমি

ইহাতে ইংলণ্ড, স্কটল্যাণ্ড ও আয়র্লণ্ডের কথা আছে। আর আছে—গ্রেট-ব্রিটনের ধীমান পণ্ডিতমণ্ডলীর বিশেষত্বমূলক আলোচনাসমূহ, ইংরাজের দেশের কথা, তাঁহাদের শিল্প-বাণিজ্যকৃষি ও সমাজতত্ত্বের কথা, তাঁহাদের গবেষণামূলক আবিষ্কারের বার্ত্তা—এককথায় যাহা জানিলে দেশ ও জাতিকে জানা যায়—তাহাই সুন্দর সংযতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। মূল্য ২॥০ আড়াই টাকা মাত্র।

৩য় খণ্ড। বিংশশতাব্দীর কুরুক্ষেত্র

বর্ত্তমান যুদ্ধের অপূর্ব্ব চিত্র। এরূপ বিস্তৃত আলোচনাপূর্ণ গ্রন্থ বঙ্গসাহিত্যে এই প্রথম। ইহার প্রতি পত্রে লেখকের গভীর চিন্তাশীলতা ও অনুসন্ধিৎসার পরিচয় পাইবেন—গ্রন্থের প্রতি পরিচ্ছেদে অনেক ভাবিবার কথা আছে। যুদ্ধের প্রাক্কালে লেখক বিলাতে বসিয়া এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। মূল্য ॥৵০ আনা।

৩। **রবীন্দ্র-সাহিত্যে ভারতের বাণী**—কবিসম্রাট্ রবীন্দ্রনাথের সমস্ত কবিতার বিস্তৃত সমালোচনা। মূল্য ॥৵০ দশ অনা।

৪। **বিশ্বশক্তি**—সুপ্রসিদ্ধ মাসিক পত্র 'গৃহস্থে' প্রকাশিত আলোচনা ও প্রবন্ধাবলী হইতে সঙ্কলিত মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা।

সুপ্রসিদ্ধ গল্প ও উপন্যাস লেখক

শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বিদ্যাভূষণ প্রণীত

৫। **কুল-পুরোহিত**—ইহাতে কুল-পুরোহিত, একঘরে, বারবেলা, সঙ্গিহারা, রাঙ্গা কাপড়ের মূল্য প্রভৃতি ১৫টী গল্প আছে। ইহা অধুনাতন বিলাতী গল্পের অনুবাদ বা বিলাতী চিত্র নয়। বাঙ্গালা দেশের বাঙ্গালী সমাজের প্রাণের কথা, সুখদুঃখের কথা, সংসারের বাস্তব ছবি। খাঁটী দেশী চিত্র। গল্পগুলি পড়িতে বসিলে শেষ না করিয়া থাকা যায় না; পড়িতে পড়িতে আমাদের প্রাণের বেদনা যেন নূতন মূর্ত্তিতে উপস্থিত হইয়া বিমুগ্ধ ও আত্মহারা করিয়া দেয়। সুন্দর বাঁধাই মূল্য ১।০ মাত্র।

উক্ত গ্রন্থকার প্রণীত তিনখানি নূতন উপন্যাস

৬। **পরাজয়**—এদেশে একটা প্রবাদ আছে—"ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই।" কিন্তু স্নেহ বা ভালবাসার কাছে এ প্রবাদ যে সম্পূর্ণ নিষ্ফল এই উপন্যাসে তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহা একখানি খাঁটি গার্হস্থ্য জীবনের চিত্র। বড় বৌ নিস্তারিণী, ননদ মাতঙ্গিনী, ছোট ভাই গণেশ, বড় ভাই মুরলী, সকলেরই চরিত্র এক একটী উজ্জ্বল ছবির মত। আবার হালদার মহাশয় ও তদীয় গৃহিণীর চরিত্র সম্পূর্ণ অদ্ভুত প্রকৃতির। 'পরাজয়ে'র মত পরাজয় স্বীকারে প্রতি গৃহই শান্তিময় হইয়া উঠে। স্ত্রী, কন্যা, ভগিনীদিগের হাতে উপহার দিবার উপযুক্ত পুস্তক; নারায়ণ বাবুর উপন্যাসের বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে এমন কোন কথা থাকে না, যাহা মাতা, কন্যা, ভগিনী প্রভৃতির কাছে পড়িতে কুণ্ঠিত হইতে হয়। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, মূল্য ১।০ টাকা মাত্র।

৭। **পরাধীন**—পরান্নপালিত যুবক ক্ষেত্রনাথের প্রতিপালক দাদামহাশয়ের স্নেহপাশছেদনের চেষ্টা, বৃদ্ধ ঘোষাল মহাশয়ের বাহ্য কঠোরতার অন্তরালে স্নেহ-মন্দাকিনীর স্বচ্ছধারা, দুর্গাদেবীর মাতৃস্নেহ, মনোরমার গভীর আত্মত্যাগ—যেন স্বর্গরাজ্যের ঘটনা, পড়িতে পড়িতে হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, অশ্রুভারে দৃষ্টি রুদ্ধ হইয়া আইসে। উৎকৃষ্ট বাঁধা মূল্য ২৲ টাকা মাত্র।

৮। **মতিভ্রম**—নূতন ধরণের সামাজিক উপন্যাস। ভালবাসার আদর্শ, মনুষ্যত্বের আদর্শ, বন্ধুত্বের আদর্শ—প্রিয়জনকে উপহার দিবার, পড়িবার—পড়াইবার উপযুক্ত উপন্যাস। মনোরম বাঁধাই মূল্য ১।০ মাত্র।

সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিত প্রণীত

৯। **বঙ্গীয় পতিত জাতির কর্ম্মী**—তথাকথিত পতিত জাতির মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াও সুদৃঢ় অধ্যবসায় ও আত্মনির্ভরতা-প্রভাবে, শিক্ষায় ও চরিত্রে একজন পতিত জাতিশ্রেষ্ঠ পদবীতে উন্নীত হইয়া মনুষ্যত্বের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহারই মর্ম্মস্পর্শী কাহিনী সরল ও সুন্দর ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। ইহা উপন্যাস অপেক্ষাও মনোরম। সুন্দর বাঁধাই। মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

১০। চান্দেলী—মনোরম ঐতিহাসিক উপন্যাস। স্বাধীন বাঙ্গালার প্রাণোন্মাদক চিত্র। মূল্য ৸০ বার আনা।

১১। সোণার দেশ—বালকবালিকার পাঠোপযোগী সুন্দর ও সচিত্র শিক্ষামূলক গল্পের বই। ছেলেদের উপহার দিবার উপযোগী। মূল্য ।০ চারি আনা।

১২। শ্রীশ্রীশিক্ষাষ্টকম্—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীমুখনির্গত শিক্ষাষ্টকের-মূল,টীকা, পদ্যানুবাদ ও ভাবানুবাদ-সম্বলিত, বৈষ্ণবের অমূল্য রত্ন। মূল্য ৵০ দুই আনা।

১৩। কমলা—ধর্ম্মমূলক গার্হস্থ উপন্যাস। গীতার উপদেশানুযায়ী চরিত্র গঠন ও তাহার পরিণাম। স্ত্রীকন্যার হাতে দিবার উপযুক্ত বই। মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা।

১৪। পাগল—মহাপুরুষমুখে উপন্যাসের ভাষায় উপনিষদের সনাতন তত্ত্বকথার অভিনব বিবৃতি। তত্ত্বজিজ্ঞাসুর পক্ষে উপাদেয়। মূল্য ।৵০ দশ আনা।

১৫। বিসূচিকা দর্পণ—ডাক্তার শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ এম্, ডি প্রণীত। হোমিওপ্যাথিক মতে বিসূচিকা-চিকিৎসার অভিনব গ্রন্থ। মূল্য ২৷৹ আড়াই টাকা

১৬। সাগরের ডাক—সুকবি শ্রীকুমুদনাথ লাহিড়ী প্রণীত। ইহা অধ্যাত্ম-ভাবপূর্ণ একখানি মনোরম নাটক। সুন্দর কাগজে মনোরম ছাপা। মূল্য ।৵০ ছয় আনা মাত্র।

গৃহস্থ পাব্লিসিং হাউস্

২৪ নং মিডিল রোড, ইটালী, কলিকাতা।